কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায়

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়া / রিড়ের জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে ⇨ Ctrl + Shift + H)। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

কম্পিউটার যদি আপনার দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার কম্পিউটিং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ সমস্যা। আজ সফটওয়ারের এই সমস্যাতো কাল ঐ হার্ডওয়ার সমস্যা করছে। সেই ডস থেকে উইন্ডোজ সেভেন,পেন্টিয়াম ১ থেকে কোর আই সেভেন-সবসময়ই আপনার পিসির সাথেই ছিল এই সমস্যা নামক বস্তুটা! সুতরাং কম্পিউটার ব্যবহার করতে হলে এর সমাধান সম্পর্কেও আপনার জ্ঞান থাকাটা অত্যাবশ্যক। যারা এই সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না মূলত তাদের জন্যই এই লিখাটি। এখানে আমি ধাপে ধাপে কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যা ও কিভাবে তার সমাধান করতে হয় তা ব্যাখ্যা করেছি। আশা করছি সবার কাজে আসবে লিখাটি।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা 1-কম্পিউটারের বেসিক কনফিগারেশনগুলো জানার উপায়

সমাধান: কম্পিউটারের বেসিক কনফিগারেশনগুলো জানার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে জেনারেল ট্যাব থেকে জেনে নিতে পারবেন প্রসেসর, র‍্যাম ও অপারেটিং সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্য। গ্রাফিক্স বা ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে ইনফরমেশন থেকে জানতে পারবেন গ্রাফিক্সকার্ড সংক্রান্ত তথ্য। আর অনেকক্ষেত্রেই কম্পিউটার কেনার ক্যাশমেমোতেই এসব বিস্তারিত লিখা থাকে। আরেকটি কাজ করতে পারেন। কোনো অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীর সহায়তায় জেনে নিতে পারেন তথ্যগুলো। যেভাবেই যাই জানুন না কেন তা ভালোভাবে লিখে যত্নসহকারে রেখে দিন, পরবর্তীতে কাজে আসতে পারে এসব তথ্য।

সমস্যা ২- কম্পিউটারের কেসিং খোলার উপায়

সমাধান: কম্পিউটারের কেসিং খোলার কাজটি খুব সহজ। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই আপনি এটি করতে পারবেন। সাধারণত কেসিং-এর পেছনে এটি খোলার ২+২=৪টি স্ক্রু থাকে। কেসিং খোলার আগের পাওয়ার সাপ্লাই অফ করুন। মাদারবোর্ডের পেছন থেকে সব প্লাগ খুলে ফেলুন।

সামনে থেকে কেসিংটাকে দেখলে এর বামপাশের অংশটি খুলতে হয়। এর পেছনে স্ক্রু দুটি খুলতে ভালো চারকোণা স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে আপনার। খোলা স্ক্রু সযত্নে রাখুন।

স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে কেসিং-এর পাশ থেকে কভারটি আলাদা করে নিন। সাধারণত কভারটি পেছনদিকে কিছুটা স্লাইড করে খুলতে

হয়।

সমস্যা ৩- কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ শনাক্তের উপায়

সমাধান: কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আগে আপনাকে কেসিং খুলেতে হবে। এজন্য কেসিং এর পেছনের দুইটি স্ক্রু খুলে ভেতরে তাকান।

1.মূল যে বড় সার্কিট বোর্ডটি দেখছেন তাই মাদারবোর্ড। আর পাওয়ার সাপ্লাই থাকে কেসিং এর উপরে পেছন দিকে। পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অনেকগুলো লাল, হলুদ, কালো বা নীল তার বের হয়ে আসে। এর কিছু সংযুক্ত মাদারবোর্ডে আর কিছু সরাসরি অন্য হার্ডওয়্যারে যেমন- সিডি ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক।

2.মাদারবোর্ডে প্রসেসর কোনটি তা বুঝতে এর কুলিং ফ্যান খুঁজে বের করুন। সাধারণত এটি মাদারবোর্ডের উপরে কিছুটা বামে থাকে। প্রসেসর ফ্যানের জন্য সরাসরি দেখা সম্ভব নয়।

3.RAM সাধারণ প্রসেসরের ডানপাশে থাকে। মডেলভেদে ২-৪টি স্লট, লম্বাকৃতির।

4.সাউন্ডকার্ড কোনটি বুঝতে হলে খুঁজে বের করুন স্পিকারের ইনপুট জ্যাক কোথায় লাগে সেই ডিভাইসটি।

5.একইভাবে মনিটরের ক্যাবল দিয়ে জানতে পারবেন কোনটি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড।

6.একই উপায়ে মডেম (টেলিফোনের তার), ল্যান কার্ড (ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের তার) খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি।

7.চিকন চিকন লাল, হলুদ, কাল বা নীল তারগুলো পাওয়ার ক্যাবল। সাদা বা লাল চওড়া ক্যাবলগুলো ডাটা ক্যাবল।

8.সাধারণ একটি পিসিতে কেসিং-এর পেছনে পাওয়ার কর্ড, মনিটর কর্ড, মাউস ও কী-বোর্ড, স্পিকার ইনপুট এগুলো প্রাথমিক অনুসঙ্গ যা সব পিসিতেই আছে।

বিভিন্ন ক্যাবল আলাদা রকমের হওয়াতে সবচেয়ে বড় সুবিধা এক ধরনের কানেকশন আপনি ভুল করে চাইলেও অন্যটিতে লাগাতে পারবেন না।

কম্পিউটারের সাধারণ কিছু সমস্যা ও তার সমাধান

সমস্যা ১- পিসি বারবার হ্যাং করছে

সমাধান: বিনা কারণেই যদি পিসি হ্যাং করে বা রিস্টার্ট হয় তখন খেয়াল করবেন র‍্যাম স্লটে ঠিকমতো বসানো আছে কিনা। এরপর যদি একাধিক র‍্যাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে খেয়াল করুন সবগুলোই একই বাসস্পিডবিশিষ্ট কিনা। সিস্টেম স্ট্যাবিলিটির জন্য একই বাসস্পিডবিশিষ্ট র‍্যাম ব্যবহার করা খুবই জরুরি। এছাড়া ভাইরাসের কারণেও এমনটা হতে পারে।

সমস্যা ২- পিসি বারবার রিস্টার্ট হচ্ছে

সমাধান: অনেক সময়ই এই সমস্যা দেখা যায়। কাজের সময় যখন তখন পিসি রিস্টার্ট হচ্ছে। অথবা, উইন্ডোজ লোড হয়েই আবার রিস্টার্ট করছে। বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা হতে পারে। আসুন দেখে নিই কারণগুলো-

* সাধারণত ভাইরাস আক্রমণের কারণে এমনটি হয়। তাই এন্টিভাইরাস ইন্সটল করে পিসি স্ক্যান করুন। তাতেও কাজ না হলে উইন্ডোজ ইন্সটল ছাড়া গতি নেই।

* ইন্টারনেট অপরিচিত মেইল, এটাচমেন্ট, মেসেজ ওপেন করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ এভাবেই ভাইরাস বেশি ছড়ায়।

* র‍্যামের সমস্যা বা ভিন্ন ভিন্ন বাসস্পিডের র‍্যাম থাকলে এমনটি হতে পারে। একই বাস স্পিডের র‍্যাম সবসময় ব্যবহার করবেন।

tanbircox.blogspot.com

* মাঝে মাঝে কোনো সফটওয়্যার ইন্সটলেশনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজেই মনে করুন এই সমস্যা করার আগে কোন কাজটি করেছিলেন। মনে থাকলে সেটি রিমুভ করে ফেলুন।

* পিসিতে নতুন সংযুক্ত কোনো হার্ডওয়্যার কনফ্লিক্টের কারণেও এটি হতে পারে। এমতাবস্থায় হার্ডওয়্যারটি খুলে ড্রাইভার আনইন্সটল করুন।

* সিপিইউর যন্ত্রাংশে ধুলাবালি জমেও এমনি হতে পারে। তাই নিয়মিত কম্পিউটার পরিষ্কার রাখুন ও যতটা সম্ভব শুষ্ক ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

* বায়োসে সিপিইউ ফ্যানের প্রোফাইলে সমস্যার কারনেও এটা হতে পারে।হয়তো আপনার ফ্যান প্রোফাইল সাইলেন্ট করে রাখা, একারনে দরকারি হেভীওয়েট কাজের সময় সিপিইউ পর্যাপ্ত তাপ নির্গমন করতে না পেরে পিসি রিস্টার্ট নেয়। এক্ষেত্রে বায়োসে গিয়ে ফ্যান প্রোফাইল ইন্টিলিজেন্ট বা টার্বো করে দিন।

* আর ভোল্টেজ উঠানামার কারণেও এমনটা হতে পারে। এজন্য ইউপিএস ব্যবহার করুন।

সমস্যা ৩- কম্পিউটার স্লো হয়ে গেলে করণীয়

সমাধান: কম্পিউটার অনেক কারণেই স্লো হতে পারে। এর মধ্যে আছে-

1.অতিরিক্ত ধুলা-বালির জন্য কম্পিউটার স্লো হয়ে যেতে পারে। এজন্য মাসে অন্তত একবার হলেও সিপিইউ খুলে এর ধুলাবালি পরিস্কার করা উচিত।

2.ভাইরাসের কারণে পিসি স্লো হয়ে যেতে পারে। এজন্য নিয়মিত ভাইরাস স্ক্যান করুন।

3.সি ড্রাইভের জায়গা বেশি ভরে গেলে পিসি স্লো হতে পারে। সি ড্রাইভের অপ্রয়োজনীয় ডাটা অন্য ড্রাইভে রাখুন।

4.খুব বেশি এপ্লিকেশন ইন্সটল বা আনইন্সটল করলে পিসি ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যেতে পারে। এজন্য অযথা যেকোনো সফটওয়ার ইন্সটলেশন থেকে বিরত থাকুন।

সমস্যা ৪- উইন্ডোজে আপডেটিংজনিত সমস্যার সমাধান

সমাধান: উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতায় এবং সেভেনে অটোমেটিক আপডেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এর মাধ্যমে উইন্ডোজ নিজে থেকে ইন্টারনেট থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম, এ্যাপ্লিকেশন ও হার্ডওয়্যারের জন্য প্রয়োজনীয় আপডেট ডাউনলোড করে থাকে। পাশাপাশি সিকিউরিটি সিস্টেমও আপডেট হয় এভাবে। তবে অনেক সময় আপডেট আপনার পিসির স্ট্যাবিলিটি নষ্ট করে দিতে পারে। যেমন আপডেট করে পিসি রিস্টার্ট করার পর এরর মেসেজ, পিসি স্লো হয়ে যাওয়া, হ্যাং করা ইত্যাদি। তখন প্রয়োজন পড়বে সাম্প্রতিক আপডেটটি ডিলিট করে ফেলার। আসুন দেখে নিই আপডেট কিভাবে আনইন্সটল করবেন। সব ওএস-এ নিয়ম প্রায় একই। আমি ভিসতার পদ্ধতি অনুসরণ করছি।

* কন্ট্রোল প্যানেল থেকে প্রোগ্রামস এন্ড ফিচারস এ যান।

* বাম পাশের টাস্কস মেনু থেকে ভিউ ইন্সটলড আপডেটস-এ ক্লিক করন।

* এখানে যে সমস্ত আপডেট ডাউনলোড করেছেন তার লিস্ট থেকে প্রয়োজনীয় আপডেটটি সিলেক্ট করে রিমুভ করুন। কোন আপডেট কবে ইন্সটল করেছেন তা দেখে সহজেই লেটেস্ট আপডেট কোনটি তা বুঝতে পারবেন।

* অথবা কন্ট্রোল প্যানেল>উইন্ডোজ আপডেট-এ গিয়ে ভিউ আপডেট হিস্টরিতে যান। সেখান থেকে ইন্সটলড আপডেট-এ ক্লিক করেও কাজটি করতে পারে।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা ৫- ডুয়েল বুটে ডিফল্ট অপারেটিং সিস্টেম নির্বাচন

সমাধান: অনেকেই ডুয়েল বুট করে একই কম্পিউটারে দুইটি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন। আপনারা যদি চান তাহলে এর মধ্যে যেকোনো একটি ডিফল্ট অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে সেট করে নিতে পারেন যাতে প্রতিবার কম্পিউটার চালু করলে অটোমেটিকালি সেটাই চালু হয়। এজন্য-

1.মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে যান। এডভান্সড সিস্টেম সেটিংস-এ যান।

2.এডভান্সড ট্যাব থেকে স্টার্ট আপ এন্ড রিকভারিতে যান। ডিফল্ট অপারেটিং অপারেটিং সিস্টেম ঠিক করে দিন।

3.এবার নিচের টাইম টু ডিসপ্লে লিস্ট অফ অপারেটিং সিস্টেমস এ সময় ৩০ সেকেন্ড থেকে কমিয়ে ১ বা ২ সেকেন্ড করে দিতে পারেন। এর মানে আপনি বুটিং সময় অন্য অপারেটিং সিস্টেমে যেতে চাইলে এই পরিমাণ সময় পাবেন। চাইলে তাই এটিকে বাড়িয়ে ৫/১০ সেকেন্ডও করে রাখতে পারেন।

সমস্যা ৬- ইন্টারনেটের ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায়

সমাধান: কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হলে পিসি মাঝে মাঝে হ্যাং করতে পারে, কখনো বা রিস্টার্ট নিতে পারে। আবার হঠাৎ করে অদ্ভুত কোনো মেসেজও আসতে পারে। সর্বোপরি পিসি স্লো হয়ে যাবে।

আপনি আপনার অপারেটিং সিস্টেম কি সেটা লিখেন নি। যদি আপনি উইন্ডোজ ৭ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে মাইক্রোসফটের ফ্রি সিকিউরিটি এসেনশিয়াল যথেষ্ঠ ভালো কাজ করতে সক্ষম। আর এক্সপি কিংবা ভিসতায় আলাদা কোনো এন্টিভাইরাস ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। তবে যেটাই ব্যবহার করুন তা নিয়মিত হালনাগাদ করুন। আর ইন্টারনেট না বুঝে যেকোনো সাইটে গিয়েই রেজিস্ট্রেশন করবেন না। তাতে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

ডিসপ্লে/ মনিটর বিষয়ক সমস্যার সমাধান

সমস্যা ১- মনিটরে ছবি আসে না

সমাধান ১- যদি মনিটরে কোনো ডিসপ্লে না আসে এবং এর লেড লাইট জ্বলে নিভে তখন বুঝতে হবে গ্রাফিক্স/ভিডিও কার্ডে কোনো সমস্যা বা মনিটরের ক্যাবল কানেকশন লুজ হয়ে গেছে। কানেকশন চেক করুন। অনেকসময় র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করলেও এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বায়োস সেটিংস রিসেট করেও দেখতে পারেন।

সমস্যা ২- মনিটর ঝাপসা বা ছবি কাঁপলে কি করতে পারি?

সমাধান ২- যদি মনিটর ঝাপসা মনে হয় বা এটি কাঁপতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে মনিটর ও গ্রাফিক্স কার্ডের রিফ্রেশ রেটে অসামঞ্জস্য আছে। যদি উইন্ডোজ লোড হওয়াকালীন এই সমস্যা হয় তাহলে বুঝবেন মনিটরের রিফ্রেশ রেট ভুলভাবে সেটিংস করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সিস্টেম বুট হবার পর যখন Starting Windows মেসেজটি দেখবেন তখনই কী-বোর্ডের এফ৮ চেপে সেফ মোডে উইন্ডোজ চালু করুন। এর গ্রাফিক্স/ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে রিফ্রেশ রেট ঠিক করুন।

সমস্যা ৩- মনিটরে অস্পষ্ট কালার ও প্যাটার্ন-এর সমাধান কি?

সমাধান ৩- যদি মনিটরে অস্পষ্ট কালার ও প্যাটার্ন দেখা যায় এবং চালু করতে গেলে মনিটর কাঁপতে থাকে বা চালুই হয় না তখন বুঝতে হবে একহয় আপনার ডাইরেক্ট এক্স পুরাতন অথবা গ্রাফিক্স কার্ডের লেটেস্ট ড্রাইভার নেই। তাই সবসময় লেটেস্ট ডাইরেক্ট

এক্স ব্যবহার করবেন ও গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার আপডেটেড রাখবেন। এরপরও সমস্যা থাকলে বুঝতে হবে আপনার ভিডিও কার্ড ও উইন্ডোজের মধ্যে কম্পাটিবিলিটিতে সমস্যা আছে। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ কাউকে দেখান অথবা বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

সমস্যা ৪- গ্রাফিক্স কার্ডের সমস্যা বোঝার উপায় কি?

সমাধান ৪- যদি মনিটর ও পিসির পাওয়ার সুইচ অন করার পর তিনটি শর্ট বীপ শুনতে পান তাহলে বুঝতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডে সমস্যা। আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি খুলে অন্য পিসিতে লাগিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন এটি ঠিক আছে কিনা। আর যদি বিল্টইন গ্রাফিক্স হয় তাহলে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড এজিপি স্লটে লাগিয়ে টেস্ট করতে পারেন।ইন্টিগ্রেটেড এজিপির সমস্যা সমাধানে বায়োস সেটিংস রিসেট করে দেখতে পারেন।

সমস্যা ৫- সিআরটি নাকি এলসিডি মনিটর-কোনটি ভালো?

সমাধান ৫- নিঃসন্দেহে সিআরটির চেয়ে এলসিডি অনেক ভালো মনিটর। এটির ছবি যে সুন্দর শুধু সেটাই না এর দ্বারা আপনার চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও নেই। আর এর বিদ্যুৎ খরচ সিআরটির তুলনায় অনেক কম। সর্বোপরি এলসিডি মনিটরে জায়গা অনেক কম লাগে এবং এতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কাজ করা যায়।

হার্ডডিস্ক/ সিডি ড্রাইভ জনিত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা ১- কম্পিউটার হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না/হার্ডডিস্ক এরর

সমাধান: অনেক সময় কম্পিউটার চালু হবার সময় হার্ডডিস্ক এরর দেখায়। এর কারণ হতে পারে-

* মাদারবোর্ড হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না। প্রথমেই নিশ্চিত হোন হার্ডডিস্কের পাওয়ার ক্যাবল ঠিক আছে কি-না। তারপর হার্ডডিস্ক থেকে মাদারবোর্ডের ডাটা ক্যাবল চেক করুন।
* হার্ডডিস্কের পেছনের পিন ঠিক আছে কিনা দেখুন।
* বায়োসের সেটিংসের কারণেও সমস্যা হতে পারে। বায়োসে গিয়ে দেখতে পারেন হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে কিনা।
* হার্ডডিস্কে ব্যাড সেক্টর থাকলেও এমনটা হতে পারে।

সমস্যা ২- সিডি ড্রাইভ ঠিকমতো সিডি রীড করতে পারছে না

সমাধান: যদি সিডি ড্রাইভটি সাটা হয় তাহলে তার পোর্ট পরিবর্তন করে দেখুন। আর সিডি ড্রাইভ বেশি পুরাতন হলে তার হেড পরিস্কার করাটা জরুরি।

সমস্যা ৩- কম্পিউটার সিডি ড্রাইভ পাচ্ছে না

সমাধান: যদি মাই কম্পিউটারেই সিডি ড্রাইভ খুঁজে পাওয়া না যায় তখন দেখুন এর পেছনের ডাটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবল লুজ হয়ে গিয়েছে কিনা। তারপরও কাজ না হলে বায়োসে ঢুকে দেখতে পারেন আসলেই মাদারবোর্ড ড্রাইভটিকে ডিটেক্ট করতে পারছে কি-না। এখানে বুট ডিভাইস লিস্টে ড্রাইভটি দেখা গেলে বুঝা যাবে যে উইন্ডোজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে ড্রাইভের ড্রাইভারটি আনইন্সটল করুন। ড্রাইভের ডাটা ক্যাবল খুলে আবার লাগান। উইন্ডোজ এবার নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করবে।

সমস্যা ৪- সিডি ড্রাইভ থেকে সিডি ঠিকমতো বের হয় না

সমাধান: সিডি যদি ড্রাইভের Eject বাটন চাপার পরও বের না হয় তখন বুঝতে হবে সিডিটি এখনও রান করছে। তাই অপেক্ষা করুন। তবে নিয়মিত এই সমস্যাটি হলে বুঝতে হবে সিডি ড্রাইভের মেকানিজমে সমস্যা। বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

সমস্যা ৫- উইন্ডোজ সেটাপের সময় সিডি ড্রাইভ পাওয়া যাচ্ছে না

সমাধান: এক্সপি সেটাপের সময় কম্পিউটার সিডি ড্রাইভ খুঁজে না পেলে সম্ভব হলে অন্য কোনো পিসি থেকে হার্ডওয়্যার কম্প্যাটিবল লিস্টে (http://www.microsoft.com/hcl) গিয়ে আপনার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সমূহ এক্সপি সাপোর্ট করবে কি না তা নিশ্চিত হয়ে নিন। অনেক হার্ডওয়্যার এক্সপি সঠিকভাবে সাপোর্ট করে না বিধায় সেগুলো ডিটেক্টও না করতে পারে। এডভান্সড অপশনে গিয়ে আপনি সিডির ফাইলকে প্রথমে হার্ডডিস্কে কপি করে নিতে পারেন। নতুবা পুরাতন সিডি রম পরিবর্তন করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না আপনার।
তবে উইন্ডোজ ভিসতা বা সেভেনে এই ধরণের সমস্যা সাধারণত দেখা যায় না।

কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, মোবাইল, ক্যামেরার ট্রাবলশুটিং

সমস্যা ১- ডাটা ক্যাবল ছাড়াই মোবাইলে ডাটা ট্রান্সফারের উপায়

সমাধান: বর্তমানে মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং এমপিথ্রি বা এমপিফোর প্লেয়ার সব ঘরে ঘরেই আছে। এর প্রায় সবগুলোই ইউএসবি ২.০ সাপোর্ট করে। অর্থাৎ কোনো ড্রাইভার ইনস্টল ছাড়াই ডাটা আদান প্রদান করতে সক্ষম। কিন্তু যদি আপনার মোবাইলের সাথে কোনো ডাটা ক্যাবল না থাকে তাহলে নিম্নিখিত ২টি উপায়ে আপনি ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন-
1.কার্ড রীডারের মাধ্যমে খুব সহজেই পেন ড্রাইভের মতো ডাটা আদান প্রদান করা সম্ভব। যা সময় ও ঝামেলা দুইই কমায়। তবে এজন্য আপনার মোবাইল ফোনকে মেমোরি কার্ড সাপোর্টেড হতে হবে। আর দরকার হবে একটি কার্ড রীডার(দাম ৫০-২০০ টাকা) সেখানে মেমোরি কার্ড ঢুকিয়ে আপনি পিসিতে লাগাতে পারবেন।

2.আপনার ফোন মেমোরি কার্ড সাপোর্টেড হয় তবে আপনার জন্য আরেকটি অপশন হচ্ছে ব্লুটুথ অ্যাডাপ্টরের ব্যবহার। এর মাধ্যমেও আপনি কোনো ক্যাবল ছাড়াই পিসি থেকে ফোনে ডাটা সেন্ড করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় ড্রাইভার লাগতে পারে। উইন্ডোজ সেভেনে অবশ্য ড্রাইভার ইন্সটলেশনের ঝামেলা নেই। ব্লুটুথ এডাপ্টারও আপনি ২০০-৩০০ টাকার মধ্যে কিনতে পারবেন।
কার্ড রীডার এবং ব্লুটুথ এডাপ্টারের সুবিধা হচ্ছে এগুলা আপনি যেকোনো কোম্পানীর যেকোনো মোবাইলের সাথেই ব্যবহার করতে পারবেন।

সমস্যা ২- মোবাইলে তোলা ছবি কি ডিজিটাল ক্যামেরার মতো পরিস্কার হওয়া সম্ভব?

সমাধান: মোবাইলে তোলা ছবিকে আসলে কোনোভাবেই ডিজিটাল ক্যামেরার মতো পরিস্কার করা সম্ভব না। আপনার মোবাইল এর ক্যামেরা যদি সর্বাধুনিক ৮ মেগাপিক্সেল বা তার বেশি হয় তাহলে তাহলে আপনি কাছাকাছি মানের ছবি আশা করতে পারেন। যদিও ফটোশপের বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে আপনি ছবির মান কিছুটা বাড়াতে পারেন তবুও তা কখনোই ডিজিটাল ক্যামেরার মানের হবে না।

সমস্যা ৩- ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ভালো ছবি কিভাবে তুলতে পারি?

সমাধান: ছবির সাইজ কমাবার জন্য আপনি ক্যামেরার সেটিংস-এ যেয়ে ৭ এর কম মেগাপিক্সেল সাইজ নির্বাচন করে নিতে পারেন। অথবা ছবি তোলার পর তা পিসিতে নিয়ে ফটোশপ বা যেকোনো পিকচার এডিটর দিয়ে সাইজ কমিয়ে নিতে পারেন। ভালো ছবি তোলার জন্য দুইটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ যেখানে ছবি তুলছেন সেখানকার আলোর অবস্থা এবং ক্যামেরা যেন শাটার চাপার সময় না নড়ে যায়। খেয়াল করবেন আলোর উৎস যেন ক্যামেরার বরাবর সামনে না থাকে। তাহলে ছবি পরিস্কার আসবে না। আলো থাকতে হবে ছবি যে তুলছে তার পেছনে।
দিনের আলোতে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করবেন না। ধুলাবালি বা জলীয় বাস্পপূর্ণ পরিবেশে ছবি তোলার সময়ও ফ্ল্যাশ বন্ধ রাখবেন।

সমস্যা ৪- কীবোর্ডে উলটা পালটা শব্দ আসছে

সমাধান: কী-বোর্ডে যে সমস্যাটি বেশি ঝামেলায় ফেলে তা হচ্ছে কী-বোর্ডের যে বাটনে যেটি আসার কথা তা না এসে অন্যটি আসা। এ সমস্যার সমাধান করা জানা থাকলে খুবই সহজ।
* কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে Regional and Language অপশনে যান।
* Keyboard and Language ট্যাব থেকে Change Keyboard-এ ক্লিক করুন।
* সেখান থেকে United States International সিলেক্ট করে Apply, Ok করুন।

সমস্যা ৫- মাউস কাজ করছে না

সমাধান: সাধারণত রোলার বলবিশিষ্ট মাউসগুলোর ভেতর ময়লা ও ধুলাবালি জমে প্রায়ই সমস্যা তৈরি করে। এজন্য উচিত নিয়মিত মাউস পরিষ্কার করা। প্রথমে মাউসটি হাতে নিয়ে উল্টো করে নিচের অংশ গোলাকৃতি চাকতিটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে বামদিকে ঘুরিয়ে ফেলুন। ভেতরের রোলার বলটি বের করুন। এবার মাউস হোলের ভেতরে তাকান। সেখানে বেশ কিছু রোলার দেখতে পাবেন। ময়লা-ধুলাবালি সেখানেই জমে। চিমটা বা হাতের নখ দিয়ে ময়লাগুলো আলগা করে মাউস উল্টে বাইরে ফেলে দিন। এবার মাউসের বলটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে ফেলুন। সব কাজ শেষ হলে বলটি ভেতরে রেখে চাকতিটি নিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বন্ধ করুন।
অপটিক্যাল মাউস নিয়ে বলার কিছু নেই। কেননা বেসিক ইলেকট্রনিক সার্কিট, সোল্ডারিং, মাল্টিমিটার এর সাথে যাদের পরিচয় নেই তারা আসলে নতুন মাউস কেনা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা ৬- কম্পিউটারের বিল্ট ইন ডিভাইস মানে কি?

সমাধান: এখন প্রায় সব কম্পিউটারেই বিল্টইন কিছু না কিছু থাকেই। যেমন- এজিপি কার্ড, সাউন্ড কার্ড, ল্যান কার্ড ইত্যাদি। বিল্টইন অর্থ এই হার্ডওয়্যারটি আপনার মাদারবোর্ডে দেয়াই আছে। আপনি আলাদা না কিনে এটি দিয়েই কাজ চালাতে পারেন। পারফরমেন্সে বিল্টইন হার্ডওয়্যারটি কখনই স্বতন্ত্র হার্ডওয়্যারের সমকক্ষ হতে পারে না। তবে যারা সাধারণ বা মাঝারি মানের ব্যবহারকারী তাদের জন্য বিল্টইন সাউন্ড বা এজিপি কার্ডই যথেষ্ঠ। আর বিল্টইন সাউন্ড কার্ড বা এজিপিতে সমস্যা হলে তা বেশ বিড়ম্বনাকর। অনেকক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের উপরই চাপটা পড়ে বেশ জটিলাকার ধারণ করে। তবে মনে রাখবেন, বিল্টইন এজিপি মানেই এটি আপনার সিস্টেম থেকে র‍্যাম শেয়ার করে। তাই বিল্টইন এজিপি ব্যবহার করলে বাড়তি র‍্যাম লাগানোটাই ভালো। নাহলে সিস্টেম স্লো হয়ে যাওয়া বা হ্যাং করাসহ অনেক সমস্যাই হতে পারে আপনার। আর বিল্টইন ল্যান কার্ড দিয়ে সমস্যা ছাড়াই কাজ চালাতে পারেন।

কম্পিউটারের সাউন্ড বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান

সমস্যা ১- কম্পিউটারে কোনো সাউন্ড আসছে না

সমাধান:

1.প্রথমেই দেখতে হবে সাউন্ড কার্ড ও স্পিকারের সব কানেকশন ঠিক আছে কিনা। মনে রাখবেন সাউন্ড কার্ডের মাঝের সবুজ পোর্টে স্পিকারের ইনপুট জ্যাকে ঢুকাতে হয়।

2.সব ঠিক আছে ? তাহলে এবার দেখুন তো উইন্ডোজের নোটিফিকেশনগুলোর (ডিসপ্লের নিচে ডানকোণায় ঘড়ির পাশে) মধ্যে সাউন্ডের আইকনটি খুঁজে পাওয়া যায় কি। নেই ? নাকি লাল ক্রস? তাহলে বুঝতে হবে সাউন্ডের ড্রাইভার ইন্সটল করতে হবে। ড্রাইভার ইন্সটল করে পিসি রিস্টার্ট দিন। ড্রাইভার না থাকলে উইন্ডোজ আপডেটের সহায়তা নিন।

সমস্যা ২- কম্পিউটারের সামনের পোর্ট দিয়ে সাউন্ড আসছে না

সমাধান: কম্পিউটারের কেসিং এর সামনের পোর্ট দিয়ে স্পষ্ট সাউন্ড পেতে হলে ড্রাইভার এবং বায়োস সেটিংস দুটোই কিন্তু ঠিক থাকতে হবে। এজন্য প্রথমে আপনার সাউন্ড কার্ডের লেটেস্ট ড্রাইভার ইন্সটল করুন। তাতেও যদি ভালো সাউন্ড না আসে তবে বায়োসে গিয়ে সাউন্ড আউটপুট এইচডি নাকি এসি৯৭ তা সিলেক্ট করে দিতে হবে। এজন্য আপনার মাদারবোর্ডের ম্যানুয়ালের সহায়তা নিন।

সমস্যা ৩- সব স্পীকার থেকে সাউন্ড আসছে না

সমাধান – আপনার কম্পিউটারে যদি স্পীকারের সংখ্যা ২ এর অধিক হয় তাহলে প্রতিটি স্পীকার থেকেই ঠিকমতো শব্দ পাবার জন্য সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভার অবশ্যই ইন্সটল করা থাকতে হবে। সবার আগে জানতে হবে আপনার স্পীকার আসলেই ৫,৭ বা ৮ চ্যানেলের স্পীকার সাপোর্ট করে কিনা। সে অনুযায়ী আপনাকে অবশ্যই আপনার সাউন্ডের সেটিংস ঠিক করে নিতে হবে।

tanbircox.blogspot.com

পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

সমস্যা ১- বিদ্যুতের কারণের পিসির রিস্টার্ট সমস্যা

সমাধান- যদি ভোল্টেজের উঠানামার জন্য পিসি রিস্টার্ট দেয় তাহলে ইউপিএস ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আরেকটি সমস্যা অনেকসময় দেখা যায়। কম্পিউটারের উপর যখন বেশি চাপ পড়ে তখন সেটি রিস্টার্ট দিতে পারে। পিসি যখন হাইএন্ড গেম বা এপ্লিকেশন রান করতে যায় তখন পিসি রিস্টার্ট করে। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে অপর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাই। অর্থাৎ কাজের সময় আপনার পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ডে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাইটি পরিবর্তন করতে হবে।

সমস্যা ২- ইউপিএস স্টার্ট হচ্ছে না

সমাধান- ইউপিএস-এর সুইচ যদি চালু হয় এবং বাতি জ্বলে কিন্তু তাও আউটপুটে পাওয়ার না পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে যে সমস্যা ইউপিএস এর সার্কিটে। তবে সবার আগে পরীক্ষা করে নিন ইউপিএস এর ফিউজ ঠিক আছে কিনা। যদি ফিউজ ঠিক থাকার পরও পাওয়ার না আসে তাহলে অভিজ্ঞ কোনো টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।

সমস্যা ৩- ইউপিএস ব্যাকআপ দিচ্ছে না

সমাধান- অনেকসময়ই দেখা যায় বিদ্যুৎ চলে গেলেই ইউপিএস চালু থাকলেও কম্পিউটার রিস্টার্ট দেয় কিংবা ইউপিএস ১/২ মিনিটের বেশি ব্যাকআপ দিচ্ছে না। এমন হলে বুঝতে হবে ইউপিএস এর ব্যাটারি পুরাতন হয়ে গেছে। এই অবস্থায় নতুন ব্যাটারি লাগালেই সমস্যার সমাধান হবে।

সমস্যা ৪- ইউপিএস থাকার পরেও কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়

সমাধান- অনেকসময়ই দেখা যায় বিদ্যুৎ চলে গেলেই ইউপিএস চালু থাকলেও কম্পিউটার রিস্টার্ট দেয়। বেশ কয়েক কারণে এমন হতে পারে-

•ইউপিএস এর সার্কিটে সমস্যার কারণে এমন হতে পারে।

•ইউপিএস-এ চার্জ কম থাকলে।

•ইউপিএস-এ লোডের চেয়ে বেশি পাওয়ারের যন্ত্র লাগানো থাকলে।

যদি চার্জ ফুল থাকার পরও কারেন্ট চলে গেলে ইউপিএস থাকা সত্ত্বেও পিসি রিস্টার্ট দেয় তাহলে পিসির সাথে সিপিইউ আর মনিটর বাদে অন্য অতিরিক্ত যন্তাংশ খুলে তারপর আবার পরীক্ষা করুন। যদি তখনও একই সমস্যা হয় তাহলে ইউপিএসটি টেকনিশিয়ানকে দেখান।

সমস্যা ৫- পাওয়ার অপশন সেটিংস কি?

সমাধান- উইন্ডোজ ভিসতা এবং সেভেনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনেকেরই অজানা ফিচার হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলের পাওয়ার অপশন। কিন্তু এতি আপনার অগোচরে থেকে যাবার একটি বড় কারণ হচ্ছে পাওয়ার অপশনের ডিফল্ট সেটিংসটিই বেশিরভাগ ইউজারের জন্য যথেষ্ঠ। পাওয়ার অপশনের কাজ হচ্ছে সিস্টেমের লোড বুঝে কম্পিউটারে পাওয়ার সাপ্লাই বাড়ানো-কমানো মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় করা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কাজ করছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিন্তু কম্পিউটার চলছে ফুল পাওয়ার মোডে-এখানে অপচয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। আবার উল্টোভাবে মাল্টিমিডিয়া এডিটিং বা গেমের সময়ে লো পাওয়ার

tanbircox.blogspot.com

সেটিংস দিলে তো প্রোগ্রাম ঠিকমতো রানই করবে না। তাই আপনি যখন সাধারণ গান শুনবেন হালকা কাজ করবেন তখন পাওয়ার সেভিংস, যখন মুভি দেখবেন বা একের অধিক কাজ একসাথে করবেন তখন ব্যালেন্সড সেটিংস সেট করবেন। আর যখন গেম খেলা বা মাল্টিমিডিয়া এডিটিং এর মতো ভারী কাজ করবেন তখন অবশ্যই হাই পারফরমেন্স সিলেক্ট করে নিবেন। তবে আপনি চাইলে কম্পিউটারকে ব্যালেন্সড মোডেই রাখতে পারেন। কেননা এতে কম্পিউটার নিজের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা পায়।

ইন্টারনেট বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

সমস্যা ১- ইন্টারনেট সংযোগে ধীরগতি

সমাধান ১- আপনি যদি মোবাইল ইন্টারনেট মডেম ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে সেটা নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে কিছুটা ধীর হতে পারে। এজন্য মডেম সবসময় উন্মুক্ত স্থানে রাখুন। কেননা এর উপর নেটওয়ার্ক নির্ভর করে।

আর একই সাথে মডেমের বদলে মোবাইল হ্যান্ডসেটকে মডেম হিসেবে ব্যবহার করলে বেশি গতি পাওয়া সম্ভব। কেননা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক গ্রহণ করার ক্ষমতা মডেমের চেয়ে বেশি।

আর কম্পিউটারে ডাউনলোড করার সময় ব্রাউজ করা থেকে বিরত থাকবেন।

সমস্যা ২- কম্পিউটার ইন্টারনেট মডেম খুঁজে পাচ্ছে না

সমাধান ২- কম্পিউটার আপনার ডায়াল আপ বা জিপিআরএস/এজ মডেম কোনো কারণে খুঁজে না পেলে সেটি অন্য স্লটে /পোর্টে লাগিয়ে দেখুন। কম্পিউটার রিস্টার্ট দিয়ে আবার চেষ্টা করে দেখুন।

সমস্যা ৩- পিসি মডেম পাচ্ছে কিন্তু ইন্টারনেট নেই

সমাধান ৩- ডায়াল আপে মডেমের ক্ষেত্রে-

•ফোনের ডায়াল টোন আছে কিনা দেখুন।

•মডেম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা জানার জন্য ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে চেক করুন।

•মডেমের ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করে দেখুন।

এজ/জিপিআরএস মডেমের ক্ষেত্রে-

•মোবাইলের নেটওয়ার্ক চেক করুন।

•সীমে ইন্টারনেট এক্টিভেট আছে কিনা দেখুন।

•নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করে দেখুন।

সমস্যা ৪- মডেম নো সার্ভিস/ নো নেটওয়ার্ক

সমাধান ৪- জিপিআরএস বা এজ মডেমের এই সমস্যা হলে-

1.সীমটি ট্রে থেকে খুলে আবার লাগিয়ে কানেক্ট দিন। অনেকসময় মডেম ঠিকমতো সীম কানেকশন না পাবার কারনেও নেট সমস্যা করে থাকে।

2.ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করে দেখুন।

সমস্যা ৫- ইন্টারনেট মডেম-এ নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে

সমাধান ৫- জিপিআরএস বা এজ মডেমে নেটওয়ার্কের এই সমস্যা হলে-

1.মডেম সবসময় উন্মুক্ত স্থানে রাখুন। কেননা এর উপর নেটওয়ার্ক নির্ভর করে।

2.সীমটি ট্রে থেকে খুলে আবার লাগিয়ে কানেক্ট দিন। অনেকসময় মডেম ঠিকমতো সীম কানেকশন না পাবার কারনেও নেট সমস্যা করে থাকে।

3.ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করে দেখুন।

4.মডেম কেনার সময় ভাল করে জেনে নিন এই মডেম উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতা,সেভেন বা লিনাক্স সাপোর্ট করে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট সব ড্রাইভার সাথে দেয়া আছে কিনা।

সমস্যা ৬- বাসায় ওয়াই ফাই সেটআপ করার উপায় কি?

সমাধান ৬- আপনি যদি ল্যাপটপে ওয়াইফাই ব্যবহার করতে চান তাহলে শুধু একটা ওয়াইফাই রাউটার কিনলেই হবে। আর ডেস্কটপে ব্যবহার করতে চাইলে ডেস্কটপের জন্য আলাদা এডাপ্টার কিনতে হবে। অথবা চাইলে ডেস্কটপে রাউটার থেকে ল্যান ক্যাবল দিয়েও ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং এর কাজ করতে পারবেন। বাজারে দুই ধরনের রাউটার পাওয়া যায়। ৫৪ এমবিপিএস এবং ৩০০ এমবিপিএস। মোটামুটি ২২০০ টাকার মধ্যেই ৫৪ এমবিপিএস রাউটার পাওয়া সম্ভব। আর রাউটার সেটাপ করা অনেকটা ক্যাবল ইন্টারনেট সেটাপের মতোই। এটা সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল দেখে সহজেই আপনি করে নিতে পারবেন।

ল্যাপটপ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

সমস্যা ১ল্যাপটপ ব্যাকআপ কম দিচ্ছে -

সমাধান: আপনার ল্যাপটপটি যদি ভালো ব্রান্ডের না হয়ে থাকে তাহলে এটি কেনার কিছুদিন পর থেকেই এই ব্যাকআপ টাইম কমতে পারে। এখানে আসলে করার কিছু নেই। এজন্য কেনার সময়ই ভালো ব্রান্ডের জিনিস বেছে নিন। আর ল্যাপটপ যখন চার্জ দিবেন তখন টানা চার্জ দিবেন। বারবার চার্জ থেকে এটিকে খুলবেন না। এতে ব্যাটারির আয়ু কমে যায়। ব্যাটারি দিয়ে ব্যবহার করলে চার্জ যখন একেবারে শেষের দিকে চলে আসবে তখন আবার নতুন করে চার্জ দিবেন। তার আগে নয়।

সমস্যা ২ল্যাপটপের বাটারি ব্যাকআপ বাড়ানোর উপায় কি -?

সমাধান: বর্তমান সময়ের সব মডেলের ল্যাপটপই ২ থেকে শুরু করে ১০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোম্পানী যা বলে তা পাওয়া যায় না,মানে ব্যাকআপ টাইম যতটা বলা হয়েছিল ততোটা পাওয়া যাচ্ছে না। কিভাবে আপনি আপনার ল্যাপটপের ব্যাটারিটিকে আরেকটু বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তার কয়েকটি উপায় হচ্ছে-

1.আপনি কোন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছেন তার উপরও ব্যাকআপ টাইম নির্ভর করবে। আপনার ল্যাপটপ যদি বেশি পুরানো না হয়ে থাকে তাহলে উইন্ডোজ এক্সপি বা ভিসতার চেয়ে আপনি সেভেন ব্যবহার করলে বেশিক্ষণ ব্যাকআপ পাবেন।

2.কন্ট্রোল প্যানেলের পাওয়ার সেটিং এর ভেতর আপনি এ সংক্রান্ত সবকিছুই পাবেন। ব্যাটারি দিয়ে চালাতে এটিকে সবসময় পাওয়ার সেভার অপশন সিলেক্ট করে রাখুন।

3.ব্যাটারিতে ডিসপ্লের ব্রাইটনেস কখনোই ৫০এর বেশি ব্যবহার করবেন না। %

4.নেটওয়ার্কিং এন্ড শেয়ারিং সেন্টারে গিয়ে ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক কানেকশন বা ওয়াইফাই- ডিজাবেল করে দিন। ল্যাপটপে ব্লুটুথ ফাংশন প্রয়োজন ছাড়া অন করবেন না।

5.ব্যাটারিতে কাজ করার সময় ভিডিও দেখা বা গান শোনা থেকে বিরত থাকুন।

সমস্যা ৩- ল্যাপটপ অতিরিক্ত গরম হলে কি করবো?

সমাধান- ল্যাপটপ কম্পিউটারের নিচের অংশ যেখানে বেশি গরম হয় সাধারণত সেই স্থানের সাথে অন্য কিছু সরাসরি স্পর্শে সাথে এমনভাবে ল্যাপটপ রাখবেন না। তাহলে গরম বের হয়ে সরে যাবার সুযোগ পাবে। আর ল্যাপটপের কুলিং ফ্যানের একদম সামনে কিছু রাখবেন না যাতে বাতাস বাধাগ্রস্থ হয়। ল্যাপটের আশে পাশে অন্য কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি না রাখাই ভালো। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি ল্যাপটপ কুলার ব্যবহার করতে পারেন।

সমস্যা ৪- ল্যাপটপে অপারেটিং সিস্টেম লোড না হলে কি করবো?

সমাধান: ল্যাপটপ ডেস্কটপে অপারেটিং সিস্টেম লোড না হলে সিস্টেম রিপেয়ারের চেষ্টা করুন। এজন্য সেটাপের সিডি ঢুকিয়ে রিপেয়ার সিলেক্ট করুন। অথবা উইন্ডোজ সেফ মোডে চালিয়েই দেখতে পারেন। আর তাতেই কাজ না হলে উইন্ডোজ নতুন করে সেট আপ না করে কোনো উপায় থাকবে না।

সমস্যা ৫- ল্যাপটপ পাওয়ার পাচ্ছে না

সমাধান: ল্যাপটপ কম্পিউটার যদি পাওয়ার না পায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা এডাপ্টারের সমস্যা। আপনার কারেন্টের সকেট এবং এডাপ্টার ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করুন। সব ঠিক থাকার পরও যদি ল্যাপটপ চার্জ না নেয় তাহলে সেটা ল্যাপটপের সমস্যা। অভিজ্ঞ কোনো টেকনিশিয়ানের সহায়তা নিন।

সমস্যা ৬- ল্যাপটপের ডিসপ্লে আসছে না

সমাধান: ল্যাপটপ ছাড়ার পর যদি ডিসপ্লে না আসে তাহলে সেটা বেশ চিন্তার বিষয়। বায়োসের স্ক্রীণ আসলে বুঝতে হবে স্ক্রীণ এবং কানেকশন ঠিক আছে। অপারেটিং সিস্টেমের সমস্যার কারণে এমনটা হচ্ছে।

আর একদমই মনিটর কালো হয়ে থাকলে সেটা অভিজ্ঞ কাউকে দেখান। ল্যাপটপের ব্যাটারী খুলে আবার লাগিয়ে দেখতে পারেন।

সমস্যা ৭নেটবুকে হাই ডেফিনেশন ভিডিও চালানোর উপায় কি -?

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: বর্তমানে প্রফেশনালদের অনেকেই ল্যাপটপের পাশাপাশি নেটবুক ব্যবহার করছেন এর ছোটো সাইজ বেশি দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ এর জন্য। নেটবুকগুলা মূলত লোএন্ড কম্পিউটিং এবং অফিস প্রোগ্রাম চালাবার উপযোগী করে বানানো। এজন্য-লো কনফিগারেশনের কারণে এতে হাই ডেফিনেশন একটু ভালো মানের ভিডিওই ঠিমতো চলে না। কিন্তু ২৫০০০ টাকা দামের একটা কম্পিউটারে ভিডিও চালানো যাবে না এটা মানাটা আসলেই কষ্টের। তাইতো আজ এই সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি আমি। নেটবুকেই কিভাবে ৭২০পি বা ১০৮০পি ভিডিও চালাতে পারবেন এই কথা বলার জন্যই টিপস।

* এর জন্য আমাদের দরকার হবে ২টি সফটওয়ারমিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক এবং কোরএভিসি। -

* প্রথমেই আপনার সিস্টেমে সাধারণ উপায়ে মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক ইন্সটল করে নিন। আর যদি কেলাইট কোডেক প্যাক ইন্সটল করা থাকে তাহলে তাতেও হবে।

* এবারে আপনাকে কোরএইভিসি ভিডিও ডিকোডার ইন্সটল করতে হবে। ইন্সটলেশনের সময় 'হালি মিডিয়া ইন্সটলার' অপশনটি চুজ কম্পোনেন্টস থেকে বাদ দিতে হবে।

* ইন্সটলের পর কোরকোডেক চালু করুন। কনফিগারে যান। সেখানে ডিব্লকিং কে স্কিপ ওলওয়েজ করুন। আর ডিইন্টারলেসিং কে নান সেট করে এপ্লাই ওকে করুন।

* এবারে মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক ওপেন করিন। এর ভিউ ট্যাব থেকে অপশনএ যান।- বামপাশের ট্রি মেনু থেকে এক্সটার্নাল ফিল্টার সিলেক্ট করুন।

* ডানে ফিল্টারের লিস্টে কোরএভিসি ভিডিও ডিকোডার সিলেক্ট করুন। এটি না থাকলে এড ফিল্টারে ক্লিক করে ফিল্টারটি ব্রাউজ করে দেখিয়ে দিন।

* এবারে প্লেব্যাক থেকে আউটপুট সিলেক্ট করুন। ডাইরেক্টশো ভিডিও ইভিআর সিলেক্ট করে এপ্লাই করে ওকে করুন। মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক বন্ধ করে আবার চালু করুন।

কোরএভিসি কোডেক নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে শার্ক০০৭ কোডেক দিয়েও নেটবুকে এইচডি ভিডিও চালানোর চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যার ধরণ

1. অপারেটিং সিস্টেম লোডিং টাইম

সমাধান: সম্ভবত আপনার কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত । আপনি কোন ভালো অ্যান্টিভাইরাস ব্যাবহার করে দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

2. পিসি বারবার হ্যাং করছে

সমাধান: বিনা কারণেই যদি পিসি হ্যাং করে বা রিস্টার্ট হয় তখন খেয়াল করবেন র‍্যাম স্লটে ঠিকমতো বসানো আছে কিনা। এরপর যদি একাধিক র‍্যাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে খেয়াল করুন সবগুলোই একই বাসস্পিডবিশিষ্ট কিনা। সিস্টেম স্ট্যাবিলিটির জন্য একই বাসস্পিডবিশিষ্ট র‍্যাম ব্যবহার করা খুবই জরুরি। এছাড়া ভাইরাসের কারণেও এমনটা হতে পারে।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

3. কম্পিউটারের কেসিং খুলতে সাহায্য চাই

সমাধান: কম্পিউটারের কেসিং খোলার কাজটি খুব সহজ। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই আপনি এটি করতে পারবেন। সাধারণত কেসিং-এর পেছনে এটি খোলার ২+২=৪টি স্ক্রু থাকে। কেসিং খোলার আগের পাওয়ার সাপ্লাই অফ করুন। মাদারবোর্ডের পেছন থেকে সব প্লাগ খুলে ফেলুন।

সামনে থেকে কেসিংটাকে দেখলে এর বামপাশের অংশটি খুলতে হয়। এর পেছনে স্ক্রু দুটি খুলতে ভালো চারকোণা স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে আপনার। খোলা স্ক্রু সযত্নে রাখুন।

স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে কেসিং-এর পাশ থেকে কভারটি আলাদা করে নিন। সাধারণত কভারটি পেছনদিকে কিছুটা স্লাইড করে খুলতে হয়।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

4. বাসায় ওয়াই ফাই সেটাপ করতে চাই

সমাধান: আপনি যদি ল্যাপটপে ওয়াইফাই ব্যবহার করতে চান তাহলে শুধু একটা ওয়াইফাই রাউটার কিনলেই হবে। আর ডেস্কটপে ব্যবহার করতে চাইলে ডেস্কটপের জন্য আলাদা এডাপ্টার কিনতে হবে। অথবা চাইলে ডেস্কটপে রাউটার থেকে ল্যান ক্যাবল দিয়েও ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং এর কাজ করতে পারবেন। বাজারে দুই ধরনের রাউটার পাওয়া যায়। ৫৪ এমবিপিএস এবং ৩০০ এমবিপিএস। মোটামুটি ২২০০ টাকার মধ্যেই ৫৪ এমবিপিএস রাউটার পাওয়া সম্ভব। আর রাউটার সেটাপ করা অনেকটা ক্যাবল ইন্টারনেট সেটাপের মতোই। এটা সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল দেখে সহজেই আপনি করে নিতে পারবেন।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

5. গুগল ক্রোমের সমস্যা

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: আপনার ক্রোমে যদি কোনো থার্ড পার্টি এড অন ইন্সতল করা থাকে তাহলে তা মুছে ফেলুন। ব্রাউজারের হিস্টরি এবং কুকিস মুছেও দেখতে পারেন। এতেও কাজ না হলে ক্রোমের নতুন এবং সর্বশেষ ভার্সন ব্যবহার করুন। ক্রোম সাধারণত প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন ভার্সন বের করে।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

6. সিডি ড্রাইভের সমস্যা

সমাধান: যদি সিডি ড্রাইভটি সাটা হয় তাহলে তার পোর্ট পরিবর্তন করে দেখুন। আর সিডি ড্রাইভ বেশি পুরাতন হলে তার হেড পরিস্কার করাটা জরুরি।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

7. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ শনাক্তের উপায়

সমাধান: কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আগে আপনাকে কেসিং খুলেতে হবে। এজন্য কেসিং এর পেছনের দুইটি স্ক্রু খুলে ভেতরে তাকান।

1. মূল যে বড় সার্কিট বোর্ডটি দেখছেন তাই মাদারবোর্ড। আর পাওয়ার সাপ্লাই থাকে কেসিং এর উপরে পেছন দিকে। পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অনেকগুলো লাল, হলুদ, কালো বা নীল তার বের হয়ে আসে। এর কিছু সংযুক্ত মাদারবোর্ডে আর কিছু সরাসরি অন্য হার্ডওয়্যারে যেমন- সিডি ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক।
2. মাদারবোর্ডে প্রসেসর কোনটি তা বুঝতে এর কুলিং ফ্যান খুঁজে বের করুন। সাধারণত এটি মাদারবোর্ডের উপরে কিছুটা বামে থাকে। প্রসেসর ফ্যানের জন্য সরাসরি দেখা সম্ভব নয়।
3. র‍্যাম সাধারণ প্রসেসরের ডানপাশে থাকে। মডেলভেদে ২-৪টি স্লট, লম্বাকৃতির।
4. সাউন্ডকার্ড কোনটি বুঝতে হলে খুঁজে বের করুন স্পিকারের ইনপুট জ্যাক কোথায় লাগে সেই ডিভাইসটি।
5. একইভাবে মনিটরের ক্যাবল দিয়ে জানতে পারবেন কোনটি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড।
6. একই উপায়ে মডেম (টেলিফোনের তার), ল্যান কার্ড (ব্রন্ডব্যান্ড ইন্টারনেটের তার) খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি।
7. চিকন চিকন লাল, হলুদ, কাল বা নীল তারগুলো পাওয়ার ক্যাবল। সাদা বা লাল চওড়া ক্যাবলগুলো ডাটা ক্যাবল।
8. সাধারণ একটি পিসিতে কেসিং-এর পেছনে পাওয়ার কর্ড, মনিটর কর্ড, মাউস ও কী-বোর্ড, স্পিকার ইনপুট এগুলো প্রাথমিক অনুসঙ্গ যা সব পিসিতেই আছে।

বিভিন্ন ক্যাবল আলাদা রকমের হওয়াতে সবচেয়ে বড় সুবিধা এক ধরনের কানেকশন আপনি ভুল করে চাইলেও অন্যটিতে লাগাতে পারবেন না।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

৪. কম্পিউটার চালু না হলে করণীয় কি?

সমাধান: এটিকে একটি পরিচিত সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাই। নিয়মিত কম্পিউটার চালু হয় না এমনটা বললে মনে হয় ভুল বলা হবে না। নতুন ব্যবহারকারীদের কাছে এই সমস্যার একটাই সমাধান। তা হচ্ছে বিক্রেতার শরণাপন্ন হয়ে অযথা পয়সা খরচ। নিচের কথাগুলো শুনুন মনোযোগ দিয়ে। আশা করি আপনার চেষ্টা বিফলে যাবে না।

* পাওয়ার সুইচ অন করার পর সিস্টেমের ইন্টারনাল স্পিকার কয়টা আওয়াজ করলো খেয়াল করুন। যদি বীপ সংখ্যা এক হয় তার মানে কম্পিউটার ডিসপ্লে আউটপুট পাচ্ছে না। অথবা কীবোর্ড মাদারবোর্ডের সাথে ঠিকমতো সংযুক্ত না হলেও এমনটা হতে পারে।

যদি একটি বড় বীপের পর দুটি ছোটো বীপ হয় তারমানে র‍্যাম পাচ্ছে না আপনার মাদারবোর্ড। র‍্যাম পরিবর্তন না স্লট পরিবর্তন করে দেখুন।

#যদি একটি বড় বীপের পর তিনটি ছোট বীপ হয় তাহলে বুঝবেন নিশ্চিতভাবেই ডিসপ্লে বা গ্রাফিক্স আউটপুটের সমস্যা।

আর যদি একটা বড় বীপ তারপর চারটা ছোট বীপ হয় তারমানে আপনার মাদারবোর্ড বা গুরুত্বপূর্ণ কোন হার্ডওয়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা ঠিকমতো কাজ করছে না।

তবে এর জন্য আপনার পিসিতে ইন্টারনাল স্পীকার কিন্তু থাকতে হবে। অনেক মাদারবোর্ডে ইন্টারনাল স্পীকার বিল্ট-ইন থাকে।অন্যগুলাতে আলাদা লাগাবে হয়।সাধারনত কম্পিউটার কেনার সময় বিক্রেতাই এটি দিয়ে দেয় তবে অনেকসময় ভুলে তা ঠিকমতো লাগানো নাও থাকতে পারে।সেক্ষেত্রে আপনার মাদারবোর্ডের বক্সে দেখুন স্পীকার পান কিনা।নইলে সময় করে বিক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে আসুন।বুঝতেই পারছেন কেন আমি এটাকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি।

* মনিটরের দিকে তাকান। এটি কি স্লীপ মোডে আছে ? অর্থাৎ এর লেড লাইট কি জ্বলছে নিভছে কিনা খেয়াল করুন। যদি তা না হয় অর্থাৎ লেড লাইট জ্বলেই থাকে এবং মনিটরে কিছু না কিছু দেখা যায় তাহলে আপনাকে অভিনন্দন। আপনার মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ঠিক আছে।সমস্যাটা ছোটোখাটো।নো টেনশন!

* যদি পাওয়ার অন করাই সম্ভব না হয় তাহলে কেসিং খুলে দেখুন নিঃসন্দেহে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা। খোঁজার চেষ্টা করুন সমস্যাটা কোথায়।

* এবারে ধরুন মাদারবোর্ডের পাওয়ার লেড জ্বলছে কিন্তু কেসিংয়ের পাওয়ার বাটন চাপলেও পিসি রেসপন্স করছে না তখন বুঝতে হবে কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কোনো সমস্যা হবার কারণে এটি পর্যাপ্ত ভোল্টেজ আউটপুট দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে অন্য পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

* এবারেও কাজ হয়নি ? হতে পারে আপনার পাওয়ার সুইচেই সমস্যা। অভিজ্ঞ কাজ জানা ব্যবহারকারীরা সম্ভব হলে মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে মাদারবোর্ডের পাওয়ার বাটন পিন দুইটি বের করে তা কোনোভাবে কন্টাক্ট করে দেখতে পারেন কাজ হয় কিনা। তবে অনভিজ্ঞরা এই কাজটি না করতে যাওয়াটাই ভালো।

* পাওয়ার সংক্রান্ত সমস্যার আশাকরি সমাধান হলো। এবারও কম্পিউটার চালু হচ্ছে না ? তাহলে বুঝতে হবে র‍্যামের সমস্যা। র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করে নতুবা অন্য র‍্যাম লাগিয়ে দেখুন।

* কম্পিউটার বুট হলো ঠিকঠাক কিন্তু উইন্ডোজ লোডিং-এর আগেই আটকে গেছে ? তখন বুঝতে হবে আপনার হার্ডডিস্কের সমস্যা। হার্ডডিস্কের পাওয়ার ও ডাটা ক্যাবলের কানেকশন চেক করুন। সম্ভব হবে মাদারবোর্ডের যে কানেক্টরে ক্যাবলটি লাগানো তা পরিবর্তন করে দেখুন। এছাড়া এমনটি কি হচ্ছে কম্পিউটার ঠিকমতো চালু হচ্ছে হয়তো অপারেটিং সিস্টেমও লোড হচ্ছে তারপর ধুড়ুম করে পিসি বন্ধ হয়ে রিস্টার্ট করছে। এটি সম্ভবত প্রসেসরের কুলিং ফ্যান বা হিটসিংক ও প্রসেসরের কানেকশনের দুর্বলতার কারণে হচ্ছে। চেক করে দেখুন ফ্যান ঠিকমতো ঘুরছে কি-না বা ফ্যানসহ সবকিছু ঠিকমতো টাইট আছে কিনা। পারলে কুলিং

tanbircox.blogspot.com

ফ্যানসহ হিটসিংক খুলে আবারও লাগান। কুলিং ফ্যান দুইপাশে একসাথে চাপ দিয়ে খুলতে হয়।
আর হঠাৎ করে বন্ধ না হলে মানে একটু সময় নিয়ে সংকেত দিয়ে বন্ধ হওয়া মানে ভাইরাসের আক্রমণের শিকার আপনি।
হঠাৎ বলতে আমি এটা বুঝাচ্ছি যে কম্পিউটার চলার সময় পাওয়ার চলে গেলে যেভাবে বন্ধ হয় সেরকম ঘটনা।
এছাড়াও কোনো না কোনো ক্যাবল লুজ/ নষ্ট হয়ে যাবার কারণেও কম্পিউটার চালু হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারটিও খেয়াল রাখবেন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

9. মনিটরে ছবি আসে না

সমাধান: যদি মনিটরে কোনো ডিসপ্লে না আসে এবং এর লেড লাইট জ্বলে নিভে তখন বুঝতে হবে গ্রাফিক্স/ভিডিও কার্ডে কোনো সমস্যা বা মনিটরের ক্যাবল কানেকশন লুজ হয়ে গেছে। কানেকশন চেক করুন। অনেকসময় র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করলেও এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বায়োস সেটিংস রিসেট করেও দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

10. গ্রাফিক্স কার্ডের সমস্যা বোঝার উপায় কি?

সমাধান: যদি মনিটর ও পিসির পাওয়ার সুইচ অন করার পর তিনটি শর্ট বীপ শুনতে পান তাহলে বুঝতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডে সমস্যা। আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি খুলে অন্য পিসিতে লাগিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন এটি ঠিক আছে কিনা। আর যদি বিল্টইন গ্রাফিক্স হয় তাহলে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড এজিপি স্লটে লাগিয়ে টেস্ট করতে পারেন।ইন্টিগ্রেটেড এজিপির সমস্যা সমাধানে বায়োস সেটিংস রিসেট করে দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

11. মনিটর ঝাপসা বা ছবি কাঁপলে কি করতে পারি?

সমাধান: যদি মনিটর ঝাপসা মনে হয় বা এটি কাঁপতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে মনিটর ও গ্রাফিক্স কার্ডের রিফ্রেশ রেটে অসামঞ্জস্য আছে। যদি উইন্ডোজ লোড হওয়াকালীন এই সমস্যা হয় তাহলে বুঝবেন মনিটরের রিফ্রেশ রেট ভুলভাবে সেটিংস করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সিস্টেম বুট হবার পর যখন Starting Windows মেসেজটি দেখবেন তখনই কী-বোর্ডের এফ৮ চেপে সেফ মোডে উইন্ডোজ চালু করুন। এর গ্রাফিক্স/ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে রিফ্রেশ রেট ঠিক করুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

12. মনিটরে অস্পষ্ট কালার ও প্যাটার্ন-এর সমাধান কি?

সমাধান: যদি মনিটরে অস্পষ্ট কালার ও প্যাটার্ন দেখা যায় এবং চালু করতে গেলে মনিটর কাঁপতে থাকে বা চালুই হয় না তখন বুঝতে হবে একহয় আপনার ডাইরেক্ট এক্স পুরাতন অথবা গ্রাফিক্স কার্ডের লেটেস্ট ড্রাইভার নেই। তাই সবসময় লেটেস্ট ডাইরেক্ট এক্স ব্যবহার করবেন ও গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার আপডেটেড রাখবেন। এরপরও সমস্যা থাকলে বুঝতে হবে আপনার ভিডিও কার্ড ও উইন্ডোজের মধ্যে কম্পাটিবিলিটিতে সমস্যা আছে। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ কাউকে দেখান অথবা বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

tanbircox.blogspot.com

13. সিডি ড্রাইভ থেকে সিডি ঠিকমতো বের হয় না

সমাধান: সিডি যদি ড্রাইভের Eject বাটন চাপার পরও বের না হয় তখন বুঝতে হবে সিডিটি এখনও রান করছে। তাই অপেক্ষা করুন। তবে নিয়মিত এই সমস্যাটি হলে বুঝতে হবে সিডি ড্রাইভের মেকানিজমে সমস্যা। বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

14. প্রসেসর থার্মাল ট্রিপ ওয়ার্নিং

সমাধান: আপনার পিসির প্রসেসরের ফ্যানে খুব বেশি ধুলো জমে গেলে তা পরিস্কার করুন। তাতেই কাজ না হলে হিট সিংক পেস্ট নতুন করে লাগান। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। সবার আগে প্রসেসরের ফ্যান শক্তভাবে প্রসেসরের উপর লাগানো আছে কিনা তা দেখে নিন।

সমস্যার ধরণ: মাদারবোর্ড, প্রসেসর

15. পিসি টু পিসি কথা বলার সহজ উপায় কি?

সমাধান: আপনিতো খুব সহজেই গুগল,ইয়াহু এবং স্কাইপে ব্যবহার করেই ভয়েস চ্যাট করতে পারেন নেটে। পিসি-পিসি কথা বলার জন্য এর চেয়ে সহজ কিছু হতে পারে না। মেসেঞ্জারের ভেতর অপশন থেকেই খুব সহজেই মাইক্রোফোন সেট করে নিতে পারেন। এর জন্য ওয়েবক্যামের কোনো প্রয়োজন নেই।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

16. ইউএসবি ক্যাবল দিয়ে ডাটা ট্রান্সফার করতে চাই

সমাধান: দুঃখিত, কোনোভাবেই এভাবে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব না।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

17. উইন্ডোজের প্যারেন্টাল কন্ট্রোল কি?

সমাধান: প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনি পিসিতে আওন্য আরেকজন ইউজারের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। অন্য নতুন একটি ইউজার একাউন্ট তৈরির মাধ্যমে আপনি সে কতক্ষণ পিসি চালাতে পারবে, কি কি কাজ করতে পারবে, কোন কোন প্রোগ্রাম/গেমস চালাতে পারবেন সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

18. উইন্ডোজ ৭ রেডিবুষ্ট কি?

সমাধান: যাদের পিসিতে র‍্যাম কম আছে তারা চাইলে উইন্ডোজের রেডিবুস্ট ফিচার ব্যবহার করে বাড়তি র‍্যামের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারবেন। কম্পিউটার দুই ধরণের মেমোরি ব্যবহার করে চলার সময়। একটা হচ্ছে হার্ডডিস্ক আরেকটা র‍্যাম। দুইটার পার্থক্য হচ্ছে র‍্যাম শুধু কম্পিউটার চলার সময় তথ্য জমা রাখতে পারে,পাওয়ার চলে গেলে সব তথ্য মুছে যায় কিন্তু হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রে তা হয় না। কিন্তু র‍্যাম হার্ডডিস্ক অপেক্ষা অনেক দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে বলে কম্পিউটার কাজ করার সময় র‍্যামের মেমোরিই ব্যবহার করে।

উইন্ডোজ সেভেনে আপনি চাইলে আপনার পেনড্রাইভকেও র‍্যামের মেমোরির মতো ব্যবহার করে পিসির সার্বিক পারফরম্যান্সে উন্নতি

tanbircox.blogspot.com

ঘটাতে পারবেন। অবশ্য ভিসতাতেও এটা করা সম্ভব।

** এজন্য আপনার পেনড্রাইভটি ইউএসবি পোর্টে লাগান। কমপক্ষে ৪ গিগাবাইট মেমোরি বিশিষ্ট র‍্যাম একাজে ব্যবহার করাটাই ভাল।

** পেনড্রাইভে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে যান। উপরের রেডিবুষ্ট ট্যাবে ক্লিক করুন।

** প্রথমেই তিনটি অপশন দেখবেন। প্রথমটির মানে তো বুঝতেই পারছেন,নেতিবাচক। পরেরটি সিলেক্ট করার অর্থ ডিভাইসটির পুরোটাই তথা সম্পূর্ণ মেমোরি রেডিবুষ্ট ব্যবহার করবে। তবে ৩ নাম্বারটি নির্বাচন করাই হবে বুদ্ধিমানের মতো কাজ।এটি দিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো মেমোরি উইন্ডোজকে ব্যবহারের জন্য দিতে পারবেন। তবে উইন্ডোজ নিজেই একটা এমাউন্ট রেকমেন্ড কররে আপনাকে।

এখন ওকে দিলেই রেডিবুষ্টের খেল শুরু। আপনি চাইলে হাই পারফরম্যান্স গেম খেলার সময় এই অপশন দরকারমতো ব্যবহার করে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

19. সিস্টেম রিস্টোর সেটিংস কনফিগারের উপায়

সমাধান: সিস্টেম রিস্টোর নিঃসন্দেহে উইন্ডোজের অন্যতম সেরা সিস্টেম প্রোটেকশন টুল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনি যদি খুব বেশি সফটওয়ার ইন্সটল বা আনইন্সটল করে থাকেন তাহলে এই সিস্টেম রিস্টোর আপনার পিসিতে কয়েক গিগাবাইট পর্যন্ত স্পেস দখল করে ফেলতে পারে। তাহলে এখন কি করবেন? বলছি শুনুন-

** মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে যান। বামপাশের মেনু থেক সিস্টেম প্রোটেকশনে যান।

** সিস্টেম প্রোটেকশন ট্যাব থেকে কনফিগারে ক্লিক করুন।

** সিস্টেম রিস্টো্র পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চাইলে টার্ণ অফে ক্লিক করে এপ্লাই ওকে করুন।

** অথবা সিস্টেম রিস্টোর অন রেখেই ডিস্ক স্পে ইউজেস থেকে ম্যাক্সিমাম ইউজেস ঠিক করে দিন। তাহলেই আর কোন সমস্যা হবে না।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

tanbircox.blogspot.com

20. ইউএসবি পপ আপ মেসেজ অফ

সমাধান: যখনি আপনি নতুন কোন ইউএসবি ড্রাইভ পোর্ট-এ লাগান তখনি নোটিফিকেশন এরিয়াতে একটি পপ আপ মেসেজ ভেসে উঠে যে দিস ডিভাইস ক্যান পারফর্ম ফাস্টার- যা কিনা বিরক্তির উদ্রেক করে। এবারে এটিকে বন্ধ করার নিয়ম বলব আপনাদের।

** পপ আপটি উঠলে তাতে ক্লিক করুন। নিচের বক্সটি আনচেক করুন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

21. উইন্ডোজ ৭ জাম্প লিস্ট কি?

সমাধান: টাস্কবারের জাম্প লিস্ট উইন্ডোজ সেভেনের একটি বড় পরিবর্তন। এর মাধ্যমে টাস্কবারের যেকোন এপ্লিকেশন আইকনে রাইট ক্লিক করেই পূর্ববর্তী ফাইলগুলা সরাসরি ওপেন করা সম্ভব। কিন্তু নিয়মানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট(সাধারণত ১০) ফাইলের নামই জাম্প লিস্ট মনে রাখে। ধরুন কোন একটি বিশেষ ফাইল,ফোল্ডার বা ওয়েবপেজ আপনি অহরহই ব্রাউজ করেন। সেক্ষেত্রে জাম্প লিস্টে রাইট ক্লিক করে ফাইলের ডানে পিন আইকনে ক্লিক করলেই ফাইলটি জাম্প লিস্টে সবসময় থাকবে।
আর কারো যদি জাম্প লিস্টে ডাটা সেভ না তাহলে টাস্কবারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে স্টার্ট মেনু ট্যাব থেকে প্রাইভেসীতে টিক চিহ্ন দিয়ে দিন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

22. যেকোন ফাইল এডমিনিস্ট্রেটর মোডে রান করাবার উপায়

সমাধান: বিভিন্ন ফাইল অনেকসময় রিনেম,কপি বা মুছতে গিয়ে কিছু এরর মেসেজ দেখতে পাই আমরা। এর কারণ হচ্ছে অন্য কোন ফোল্ডার বা ফাইল বা সিস্টেম সেটিংস এর সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে তাই আপনি এই ফাইলটি নিয়ে কোন কাজ করতে পারছেন না। সুতরাং এখন যদি কোনভাবে ফাইলটিকে এডমিনিস্ট্রেটর মোডে রান করান যায় তাহলেই কেল্লা হতে। আসুন দেখি কিভাবে তা করবেন।
** স্টার্ট মেনুতে regedit লিখে এন্টার দিয়ে রেজিস্ট্রি এডিটর ওপেন করুন।
HKEY_CLASSES_ROOT\WinRAR.ZIP\shell\open\command রেজিস্ট্রি কীতে যান।
** বামপাশের কমান্ড-এ রাইট ক্লিক করে এক্সপোর্টে ক্লিক করুন।
** এবার নোটপ্যাড দিয়ে এক্সপোর্ট করা ফাইলটি ওপেন করুন। ফাইলের open কথাটি মুছে runas লিখে দিন।
** এবার ফাইলে ডাবল ক্লিক করলেই পরিবর্তিত রেজিস্ট্রি ডাটা ইনপুট হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

23. উইন্ডোজ সেভেনে কুইক লঞ্চ বার আনার উপায়

সমাধান: কুইক লঞ্চ উইন্ডোজের একটি জনপ্রিয় ও কার্যকরী ফিচার হওয়া সত্তেও কেন যে মাইক্রোসফট এটিকে সেভেন থেকে বাদ দিল তা তারাই ভাল জানে। কিন্তু এখন আমরা ব্যবহারকারীরা কি করতে পারি? কোনোভাবে কি কুইক লঞ্চকে ফেরত পাওয়া সম্ভব? আসুন তো দেখি একটু চেষ্টা করে-
** টাস্কবারে রাইট ক্লিক করে টুলবারস থেকে নিউ টুলবারে যান।
** এরপর %appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch লিখাটি লোকেশন বারে লিখে এন্টার চাপুন। সিলেক্ট ফোল্ডার প্রেস করুন।
টাস্কবারে আপনি কুইক লঞ্চের আগমণ দেখতে পাবেন। এখন এটিকে বামে সরিয়ে তারপর তাতে রাইট ক্লিক করে শো টেক্সট এবং শো টাইটেল মুছে দিন। ব্যস হয়ে গেল আপনার উইন্ডোজ সেভেন কুইক লঞ্চ।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

24. ফটোশপ

সমাধান: মোবাইলে তোলা ছবিকে আসলে কোনোভাবেই ডিজিটাল ক্যামেরার মতো পরিস্কার করা সম্ভব না। আপনার মোবাইল এর ক্যামেরা যদি সর্বাধুনিক ৮ মেগাপিক্সেল বা তার বেশি হয় তাহলে তাহলে আপনি কাছাকাছি মানের ছবি আশা করতে পারেন।

tanbircox.blogspot.com

যদিও ফটোশপের বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে আপনি ছবির মান কিছুটা বাড়াতে পারেন তবুও তা কখনোই ডিজিটাল ক্যামেরার মানের হবে না।

সমস্যার ধরণ: গ্রাফিক্স ও সাউন্ড

25. আমার কম্পিউটার স্লো হয়ে গেছে

সমাধান: কম্পিউটার অনেক কারণেই স্লো হতে পারে। এর মধ্যে আছে-

1. অতিরিক্ত ধুলা-বালির জন্য কম্পিউটার স্লো হয়ে যেতে পারে। এজন্য মাসে অন্তত একবার হলেও সিপিইউ খুলে এর ধুলাবালি পরিস্কার করা উচিত।
2. ভাইরাসের কারণে পিসি স্লো হয়ে যেতে পারে। এজন্য নিয়মিত ভাইরাস স্ক্যান করুন।
3. সি ড্রাইভের জায়গা বেশি ভরে গেলে পিসি স্লো হতে পারে। সি ড্রাইভের অপ্রয়োজনীয় ডাটা অন্য ড্রাইভে রাখুন।
4. খুব বেশি এপ্লিকেশন ইন্সটল বা আনইন্সটল করলে পিসি ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যেতে পারে। এজন্য অযথা যেকোনো সফটওয়ার ইন্সটলেশন থেকে বিরত থাকুন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

26. ইন্টারনেটের ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায়

সমাধান: কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হলে পিসি মাঝে মাঝে হ্যাং করতে পারে, কখনো বা রিস্টার্ট নিতে পারে। আবার হঠাৎ করে অদ্ভুত কোনো মেসেজও আসতে পারে। সর্বোপরি পিসি স্লো হয়ে যাবে।

আপনি আপনার অপারেটিং সিস্টেম কি সেটা লিখেন নি। যদি আপনি উইন্ডোজ ৭ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে মাইক্রোসফটের ফ্রি সিকিউরিটি এসেনশিয়াল যথেষ্ঠ ভালো কাজ করতে সক্ষম। আর এক্সপি কিংবা ভিসতায় আলাদা কোনো এন্টিভাইরাস ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। তবে যেটাই ব্যবহার করুন তা নিয়মিত হালনাগাদ করুন। আর ইন্টারনেট না বুঝে যেকোনো সাইটে গিয়েই রেজিস্ট্রেশন করবেন না। তাতে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

27. Digital Camera

সমাধান: ছবির সাইজ কমাবার জন্য আপনি ক্যামেরার সেটিংস-এ যেয়ে ৭ এর কম মেগাপিক্সেল সাইজ নির্বাচন করে নিতে পারেন। অথবা ছবি তোলার পর তা পিসিতে নিয়ে ফটোশপ বা যেকোনো পিকচার এডিটর দিয়ে সাইজ কমিয়ে নিতে পারেন।

ভালো ছবি তোমার জন্য দুইটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ যেখানে ছবি তুলছেন সেখানকার আলোর অবস্থা এবং ক্যামেরা যেন শাটার চাপার সময় না নড়ে যায়। খেয়াল করবেন আলোর উৎস যেন ক্যামেরার বরাবর সামনে না থাকে। তাহলে ছবি পরিস্কার আসবে না। আলো থাকতে হবে ছবি যে তুলছে তার পেছনে।

দিনের আলোতে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করবেন না। ধুলাবালি বা জলীয় বাস্পপূর্ণ পরিবেশে ছবি তোলার সময়ও ফ্ল্যাশ বন্ধ রাখবেন।

সমস্যার ধরণ: গ্রাফিক্স ও সাউন্ড

28. convertion or editing

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: পিডিএফ ফাইল এডিটের জন্য আপনার অবশ্যই কোনো পিডিএফ কনভার্টার ব্যবহার করতে হবে। আর চাইলেও আপনি সব পিডিএফ ফাইল এডিট করতে পারবেন না, কেননা অনেক পিডিএফ ফাইলের ভেতর ছবি আকারে টেক্সট ঢুকানো থাকে। আর পিডিএফ থেকে ডকুমেন্টে রুপান্তরের জন্য আপনি কনভার্টার ব্যবহার করতে পারেন।
http://www.hellopdf.com/download.php এই সাইট থেকে আপনি ফ্রি কনভার্টার ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া চাইলে অনলাইনেও আপনি পিডিএফ থেকে যেকোনো ফাইল ডকুমেন্টে নিতে পারেন। এজন্য http://www.pdftoword.com/ সাইটটি দেখে আসতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

29. এনিমেশনসহ .jpeg ফাইল সেভ

সমাধান: .jpeg ফাইলকে কোনোভাবেই এনিমেশনসহ সেভ করা সম্ভব না। এজন্য আবশ্যই আপনাকে .gif ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

30. Digital Camera

সমাধান: অভ্র ব্যবহার করে খুব সহজেই আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা ইন্টারনেট বাংলা লিখতে পারবেন। এজন্য কীবোর্ডের ফাংশন ১২(F12) কী প্রেস করুন অথবা অভ্রর আইকনে ক্লিক করে বাংলা ইন্টারফেস অন করুন। অভ্রতে বাংলা লেখা হয় ফোনেটিক সিস্টেমে। সহজ ভাষায় মোবাইলে আমরা যেভাবে মেসেজ লিখি সেভাবেই এখানে ইংরেজী টাইপ করতে হয়। আপনি যদি 'আপনি' লেখতে চান তাহলে লিখতে হবে 'aponi'।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

tanbircox.blogspot.com

31.

সমাধান:

আপনি নতুন করে বিজয় ইন্সটল করে দেখতে পারেন সমস্যার সমাধান হয় কিনা। নতুবা রেজিস্ট্রি ক্লিনার ব্যবহার করে সিস্টেমের রেজিস্ট্রি ক্লিন করলে আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

32. on line job

সমাধান: ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য আপনাকে প্রথমেই ফ্রিল্যান্সিং সাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। freelancer.com অথবা odesk.com এমনই দুইটি সাইট। এইসব সাইটে আপনি ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করে আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের জন্য এপ্লিকেশন করতে পারবেন। যত বেশি কাজের অভিজ্ঞতা থাকবে আপনার, কাজ পাওয়াটা ততোই সহজ হবে। শুরুতে এজন্য আপনাকে বেশ কষ্ট করতে হবে। আর উপার্জিত অর্থ আপনি পেপাল কিংবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দেশে আনতে পারবেন।
এছাড়া সংশ্লিষ্ট সাইটেই আপনি কিভাবে কাজ পেতে হয় বা কিভাবে কাজ সম্পাদন করতে হয় এ সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাদি পাবেন।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

33. Setup Outlook Express

সমাধান: দুই উপায়ে আপনি মাইক্রোসফট আউটলুকে ইয়াহু মেইল ব্যবহার করতে পারবেন। প্রথম ইয়াহু মেইলে প্লাস একাউন্টের জন্য আবেদন করে আপনি এই সুবিধা পেতে পারেন। এজন্য আপনাকে অর্থ খরচ করতে হবে।

অথবা ওয়াইপপস নামক সফটওয়ার ব্যবহার করে আপনি কাজটি করতে পারেন।

ইয়াহু প্লাস সম্পর্কিত বিশদ তথ্য পাবেন ইয়াহুর এই পেইজে-

http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/index.html?pir=VEfzagtibUlVJeMSmyQR6aKWGKIdHXaFhJVeQZWJVdV8QGAlw9Vgq8NbmOG0ST85yQPk0v3PN2DDZ55Hlih6E52DwHG0UA--

ওয়াইপপস ব্যবহারের নিয়ম এর নির্মাতার সাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারেন

http://ypopsemail.com/

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

34. কম্পিউটার সিডি ড্রাইভ পাচ্ছে না

সমাধান: যদি মাই কম্পিউটারেই সিডি ড্রাইভ খুঁজে পাওয়া না যায় তখন দেখুন এর পেছনের ডাটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবল লুজ হয়ে গিয়েছে কিনা। তারপরও কাজ না হলে বায়োসে ঢুকে দেখতে পারেন আসলেই মাদারবোর্ড ড্রাইভটিকে ডিটেক্ট করতে পারছে কি-না। এখানে বুট ডিভাইস লিস্টে ড্রাইভটি দেখা গেলে বুঝা যাবে যে উইন্ডোজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে ড্রাইভের ড্রাইভারটি আনইন্সটল করুন। ড্রাইভের ডাটা ক্যাবল খুলে আবার লাগান। উইন্ডোজ এবার নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করবে।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

35. কম্পিউটারে কোনো সাউন্ড আসছে না

সমাধান:

1. প্রথমেই দেখতে হবে সাউন্ড কার্ড ও স্পিকারের সব কানেকশন ঠিক আছে কিনা। মনে রাখবেন সাউন্ড কার্ডের মাঝের সবুজ পোর্টে স্পিকারের ইনপুট জ্যাকে ঢুকাতে হয়।
2. সব ঠিক আছে ? তাহলে এবার দেখুন তো উইন্ডোজের নোটিফিকেশনগুলোর (ডিসপ্লের নিচে ডানকোণায় ঘড়ির পাশে) মধ্যে সাউন্ডের আইকনটি খুঁজে পাওয়া যায় কি। নেই ? নাকি লাল ক্রস? তাহলে বুঝতে হবে সাউন্ডের ড্রাইভার ইন্সটল করতে হবে। ড্রাইভার ইন্সটল করে পিসি রিস্টার্ট দিন। ড্রাইভার না থাকলে উইন্ডোজ আপডেটের সহায়তা নিন।

সমস্যার ধরণ: গ্রাফিক্স ও সাউন্ড

36. কম্পিউটারের সামনের পোর্ট দিয়ে সাউন্ড আসছে না

সমাধান: কম্পিউটারের কেসিং এর সামনের পোর্ট দিয়ে স্পষ্ট সাউন্ড পেতে হলে ড্রাইভার এবং বায়োস সেটিংস দুটোই কিন্তু ঠিক থাকতে হবে। এজন্য প্রথমে আপনার সাউন্ড কার্ডের লেটেস্ট ড্রাইভার ইন্সটল করুন। তাতেও যদি ভালো সাউন্ড না আসে তবে

tanbircox.blogspot.com

বায়োসে গিয়ে সাউন্ড আউটপুট এইচডি নাকি এসি৯৭ তা সিলেক্ট করে দিতে হবে। এজন্য আপনার মাদারবোর্ডের ম্যানুয়ালের সহায়তা নিন।

সমস্যার ধরণ: গ্রাফিক্স ও সাউন্ড

37. কীবোর্ডে উলটা পালটা শব্দ আসছে

সমাধান: কী-বোর্ডে যে সমস্যাটি বেশি ঝামেলায় ফেলে তা হচ্ছে কী-বোর্ডের যে বাটনে যেটি আসার কথা তা না এসে অন্যটি আসা। এ সমস্যার সমাধান করা জানা থাকলে খুবই সহজ।

* কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে Regional and Language অপশনে যান।
* Keyboard and Language ট্যাব থেকে Change Keyboard-এ ক্লিক করুন।
* সেখান থেকে United States International সিলেক্ট করে Apply, Ok করুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

38. কম্পিউটার ইন্টারনেট মডেম খুঁজে পাচ্ছে না

সমাধান: কম্পিউটার আপনার ডায়াল আপ বা জিপিআরএস/এজ মডেম কোনো কারণে খুঁজে না পেলে সেটি অন্য স্লটে /পোর্টে লাগিয়ে দেখুন। কম্পিউটার রিস্টার্ট দিয়ে আবার চেষ্টা করে দেখুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

39. পিসি মডেম পাচ্ছে কিন্তু ইন্টারনেট নেই

সমাধান: ডায়াল আপে মডেমের ক্ষেত্রে-

- ফোনের ডায়াল টোন আছে কিনা দেখুন।
- মডেম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা জানার জন্য ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে চেক করুন।
- মডেমের ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করে দেখুন।

এজ/জিপিআরএস মডেমের ক্ষেত্রে-

- মোবাইলের নেটওয়ার্ক চেক করুন।
- সীমে ইন্টারনেট এক্টিভেট আছে কিনা দেখুন।
- নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করে দেখুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

40. মডেম নো সার্ভিস/ নো নেটওয়ার্ক

সমাধান: জিপিআরএস বা এজ মডেমের এই সমস্যা হলে-

1. সীমটি ট্রে থেকে খুলে আবার লাগিয়ে কানেক্ট দিন। অনেকসময় মডেম ঠিকমতো সীম কানেকশন না পাবার কারনেও নেট সমস্যা করে থাকে।

tanbircox.blogspot.com

2. ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করে দেখুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

41. ইন্টারনেট মডেম-এ নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে

সমাধান: জিপিআরএস বা এজ মডেমে নেটওয়ার্কের এই সমস্যা হলে-

1. মডেম সবসময় উন্মুক্ত স্থানে রাখুন। কেননা এর উপর নেটওয়ার্ক নির্ভর করে।
2. সীমটি ট্রে থেকে খুলে আবার লাগিয়ে কানেক্ট দিন। অনেকসময় মডেম ঠিকমতো সীম কানেকশন না পাবার কারনেও নেট সমস্যা করে থাকে।
3. ড্রাইভার নতুন করে ইন্সটল করে দেখুন।
4. মডেম কেনার সময় ভাল করে জেনে নিন এই মডেম উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতা,সেভেন বা লিনাক্স সাপোর্ট করে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট সব ড্রাইভার সাথে দেয়া আছে কিনা।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

42. ইন্টারনেট সংযোগে ধীরগতি

সমাধান: আপনি যদি মোবাইল ইন্টারনেট মডেম ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে সেটা নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে কিছুটা ধীর হতে পারে। এজন্য মডেম সবসময় উন্মুক্ত স্থানে রাখুন। কেননা এর উপর নেটওয়ার্ক নির্ভর করে। আর একই সাথে মডেমের বদলে মোবাইল হ্যান্ডসেটকে মডেম হিসেবে ব্যবহার করলে বেশি গতি পাওয়া সম্ভব। কেননা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক গ্রহণ করার ক্ষমতা মডেমের চেয়ে বেশি।
আর কম্পিউটারে ডাউনলোড করার সময় ব্রাউজ করা থেকে বিরত থাকবেন।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

43. কম্পিউটার হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না/হার্ডডিস্ক এরর

সমাধান: অনেক সময় কম্পিউটার চালু হবার সময় হার্ডডিস্ক এরর দেখায়। এর কারণ হতে পারে-
* মাদারবোর্ড হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না। প্রথমেই নিশ্চিত হোন হার্ডডিস্কের পাওয়ার ক্যাবল ঠিক আছে কি-না। তারপর হার্ডডিস্ক থেকে মাদারবোর্ডের ডাটা ক্যাবল চেক করুন।
* হার্ডডিস্কের পেছনের পিন ঠিক আছে কিনা দেখুন।
* বায়োসের সেটিংসের কারণেও সমস্যা হতে পারে। বায়োসে গিয়ে দেখতে পারেন হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে কিনা।
* হার্ডডিস্কে ব্যাড সেক্টর থাকলেও এমনটা হতে পারে।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

44. উইন্ডোজে আপডেটিংজনিত সমস্যার সমাধান

সমাধান: উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতায় এবং সেভেনে অটোমেটিক আপডেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এর মাধ্যমে উইন্ডোজ নিজে থেকে ইন্টারনেট থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম, এ্যাপ্লিকেশন ও হার্ডওয়্যারের জন্য প্রয়োজনীয় আপডেট ডাউনলোড করে থাকে। পাশাপাশি সিকিউরিটি সিস্টেমও আপডেট হয় এভাবে। তবে অনেক সময় আপডেট আপনার পিসির স্ট্যাবিলিটি নষ্ট করে দিতে পারে। যেমন আপডেট করে পিসি রিস্টার্ট করার পর এরর মেসেজ, পিসি স্লো হয়ে যাওয়া, হ্যাং করা ইত্যাদি। তখন প্রয়োজন

পড়বে সাম্প্রতিক আপডেটটি ডিলিট করে ফেলার। আসুন দেখে নিই আপডেট কিভাবে আনইন্সটল করবেন। সব ওএস-এ নিয়ম প্রায় একই। আমি ভিসতার পদ্ধতি অনুসরণ করছি।

* কন্ট্রোল প্যানেল থেকে প্রোগ্রামস এন্ড ফিচারস এ যান।

* বাম পাশের টাস্কস মেনু থেকে ভিউ ইন্সটলড আপডেটস-এ ক্লিক করন।

* এখানে যে সমস্ত আপডেট ডাউনলোড করেছেন তার লিস্ট থেকে প্রয়োজনীয় আপডেটটি সিলেক্ট করে রিমুভ করুন। কোন আপডেট কবে ইন্সটল করেছেন তা দেখে সহজেই লেটেস্ট আপডেট কোনটি তা বুঝতে পারবেন।

* অথবা কন্ট্রোল প্যানেল>উইন্ডোজ আপডেট-এ গিয়ে ভিউ আপডেট হিস্টরিতে যান। সেখান থেকে ইন্সটলড আপডেট-এ ক্লিক করেও কাজটি করতে পারে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

45. হার্ডওয়্যার আপডেটিংজনিত সমস্যার সমাধান

সমাধান: উইন্ডোজের আপডেটিং-এর মাধ্যমে অকেজো হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার ডাউনলোড করে তা যেমন সচল করা যায় তেমনি উল্টোটাও হতে পারে। আপডেট করার পর দেখলেন যে ডিভাইসটি আর কাজ করছে না। তখন কি করতে হবে তাই বলছি এখন-

* কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ> ডিভাইস ম্যানেজারে যান। এক্সপিতে মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক তারপর প্রোপার্টিজ>হার্ডওয়্যার> ডিভাইস ম্যানেজার।

* যে ডিভাইসটি সমস্যা করছে সেটিকে এক্সপান্ড করে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ>ড্রাইভারে যান। ভাগ্য ভালো থাকলে 'রোল ব্যাক ড্রাইভার' অপশন দেখলে তা সিলেক্ট করলে কাজ হয়ে যাবে। ভাগ্যের কথা বলছি কেননা সব সময় এই অপশনটি পাবেন না।

* এতে কাজ না হলে একই ড্রাইভার ট্যাব থেকেই আনইনস্টল সিলেক্ট করে আবার নতুন করে আগের ড্রাইভার ইন্সটল করুন। কাজ হয়ে যাবে।

আর আমার পরামর্শ হচ্ছে যদি ডিভাইসটি ঠিকমতো কাজ করতে থাকে তাহলে একমাত্র গ্রাফিক্স কার্ড বাদে কোনোটাই ড্রাইভার আপডেট করা থেকে বিরত থাকবেন। অনাকাঙ্খিত ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন এতে।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

46. উইন্ডোজ সেটাপের সময় সিডি ড্রাইভ পাওয়া যাচ্ছে না

সমাধান: এক্সপি সেটাপের সময় কম্পিউটার সিডি ড্রাইভ খুঁজে না পেলে সম্ভব হলে অন্য কোনো পিসি থেকে হার্ডওয়্যার কম্প্যাটিবল লিস্টে (http://www.microsoft.com/hcl) গিয়ে আপনার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সমূহ এক্সপি সাপোর্ট করবে কি না তা নিশ্চিত হয়ে নিন। অনেক হার্ডওয়্যার এক্সপি সঠিকভাবে সাপোর্ট করে না বিধায় সেগুলো ডিটেক্টও না করতে পারে। এডভান্সড অপশনে গিয়ে আপনি সিডির ফাইলকে প্রথমে হার্ডডিস্কে কপি করে নিতে পারেন। নতুবা পুরাতন সিডি রম পরিবর্তন করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না আপনার।

তবে উইন্ডোজ ভিসতা বা সেভেনে এই ধরণের সমস্যা সাধারণত দেখা যায় না।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

47. উইন্ডোজ সেটআপ সিডি কাজ করছে না

সমাধান:

tanbircox.blogspot.com

1. আপনার সিডিরম বা ডিভিডিরম ঠিক মতো আছে কি-না দেখে নিন।
2. প্রয়োজনে সিডিরমটি ক্লিন করে নিন।
3. ইন্সটলেশন সিডিটিতেই সমস্যা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য ইন্সটলেশন সিডি দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

48. উইন্ডোজ সেটআপ হচ্ছে না

সমাধান: যদি সেটাপ সিডি কপি হবার পর পিসি রিস্টার্ট দেয় এবং ইন্সটল হতে গিয়ে আটকে যায় তাহলে এটি সিডির ফাইল কপিতে সমস্যার কারণেও হতে পারে। আবার শুরু থেকে শুরু করুন। আবারও আটকেছে? তাহলে বুঝতে হবে হার্ডওয়্যারগত সমস্যা; এটি সম্ভবত র‍্যামের। র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করে দেখুন। একাধিক বাসস্পিডের র‍্যাম লাগানো থাকলে একই স্পিডবিশিষ্টটি রেখে বাকিগুলো খুলে ফেলুন। এক্ষেত্রে নতুন সেটআপ করার সময় সিডি থেকে বুট করে ফাইল কপি করতে হবে না। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু বসে থেকে পিসিকে নিজের মতো চলতে দিন। আগেরবার কপি করা ফাইল দিয়েই কাজ চলবে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

49. পিসি বারবার রিস্টার্ট হচ্ছে

সমাধান: অনেক সময়ই এই সমস্যা দেখা যায়। কাজের সময় যখন তখন পিসি রিস্টার্ট হচ্ছে। অথবা, উইন্ডোজ লোড হয়েই আবার রিস্টার্ট করছে। বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা হতে পারে। আসুন দেখে নিই কারণগুলো-

* সাধারণত ভাইরাস আক্রমণের কারণে এমনটি হয়। তাই এন্টিভাইরাস ইন্সটল করে পিসি স্ক্যান করুন। তাতেও কাজ না হলে উইন্ডোজ ইন্সটল ছাড়া গতি নেই।
* ইন্টারনেট অপরিচিত মেইল, এটাচমেন্ট, মেসেজ ওপেন করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ এভাবেই ভাইরাস বেশি ছড়ায়।
* র‍্যামের সমস্যা বা ভিন্ন ভিন্ন বাসস্পিডের র‍্যাম থাকলে এমনটি হতে পারে। একই বাস স্পিডের র‍্যাম সবসময় ব্যবহার করবেন।
* মাঝে মাঝে কোনো সফটওয়্যার ইন্সটলেশনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজেই মনে করুন এই সমস্যা করার আগে কোন কাজটি করেছিলেন। মনে থাকলে সেটি রিমুভ করে ফেলুন।
* পিসিতে নতুন সংযুক্ত কোনো হার্ডওয়্যার কনফ্লিক্টের কারণেও এটি হতে পারে। এমতাবস্থায় হার্ডওয়্যারটি খুলে ড্রাইভার আনইন্সটল করুন।
* সিপিইউর যন্ত্রাংশে ধুলাবালি জমেও এমনি হতে পারে। তাই নিয়মিত কম্পিউটার পরিষ্কার রাখুন ও যতটা সম্ভব শুষ্ক ঠান্ডা স্থানে রাখুন।
* বায়োসে সিপিইউ ফ্যানের প্রোফাইলে সমস্যার কারনেও এটা হতে পারে।হয়তো আপনার ফ্যান প্রোফাইল সাইলেন্ট করে রাখা, একারনে দরকারি হেভীওয়েট কাজের সময় সিপিইউ পর্যাপ্ত তাপ নির্গমন করতে না পেরে পিসি রিস্টার্ট নেয়। এক্ষেত্রে বায়োসে গিয়ে ফ্যান প্রোফাইল ইন্টিলিজেন্ট বা টার্বো করে দিন।
* আর ভোল্টেজ উঠানামার কারণেও এমনটা হতে পারে। এজন্য ইউপিএস ব্যবহার করুন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

tanbircox.blogspot.com

50. কম্পিউটার ব্যবহারে সতর্কতা

সমাধান:

- চলন্ত অবস্থায় সিপিইউতে ঝাঁকুনি দেবেন না। এতে বিদ্যুতিক শক লাগতে পারে কিংবা হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য কম্পোনেন্টে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- স্পিকার অথবা ইউপিএস মনিটরের কাছাকাছি আনবেন না। এতে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বাধার সৃষ্টি হতে পারে।
- পিসি চালু রেখে কিছু পান করবেন না বা ধুমপান করবেন না। কারণ তরল কী-বোর্ডে পড়ে যেতে পারে অথবা ধোঁয়ার ক্ষুদ্র কণিকা ঢুকে পড়তে পারে কম্পিউটারে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

51. কম্পিউটারের কনফিগারেশন জানার উপায়

সমাধান: কম্পিউটারের বেসিক কনফিগারেশনগুলো জানার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে জেনারেল ট্যাব থেকে জেনে নিতে পারবেন প্রসেসর, র‍্যাম ও অপারেটিং সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্য। গ্রাফিক্স বা ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে ইনফরমেশন থেকে জানতে পারবেন গ্রাফিক্সকার্ড সংক্রান্ত তথ্য। আর অনেকক্ষেত্রেই কম্পিউটার কেনার ক্যাশমেমোতেই এসব বিস্তারিত লিখা থাকে। আরেকটি কাজ করতে পারেন। কোনো অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীর সহায়তায় জেনে নিতে পারেন তথ্যগুলো। যেভাবেই যাই জানুন না কেন তা ভালোভাবে লিখে যত্নসহকারে রেখে দিন, পরবর্তীতে কাজে আসতে পারে এসব তথ্য।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

52. কম্পিউটারের বিল্ট ইন ডিভাইস মানে কি?

সমাধান: এখন প্রায় সব কম্পিউটারেই বিল্টইন কিছু না কিছু থাকেই। যেমন- এজিপি কার্ড, সাউন্ড কার্ড, ল্যান কার্ড ইত্যাদি। বিল্টইন অর্থ এই হার্ডওয়্যারটি আপনার মাদারবোর্ডে দেয়াই আছে। আপনি আলাদা না কিনে এটি দিয়েই কাজ চালাতে পারেন। পারফরমেন্সে বিল্টইন হার্ডওয়্যারটি কখনই স্বতন্ত্র হার্ডওয়্যারের সমকক্ষ হতে পারে না। তবে যারা সাধারণ বা মাঝারি মানের ব্যবহারকারী তাদের জন্য বিল্টইন সাউন্ড বা এজিপি কার্ডই যথেষ্ঠ। আর বিল্টইন সাউন্ড কার্ড বা এজিপিতে সমস্যা হলে তা বেশ বিড়ম্বনাকর। অনেকক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের উপরই চাপটা পড়ে বেশ জটিলাকার ধারণ করে। তবে মনে রাখবেন, বিল্টইন এজিপি মানেই এটি আপনার সিস্টেম থেকে র‍্যাম শেয়ার করে। তাই বিল্টইন এজিপি ব্যবহার করলে বাড়তি র‍্যাম লাগানোটাই ভালো। নাহলে সিস্টেম স্লো হয়ে যাওয়া বা হ্যাং করাসহ অনেক সমস্যাই হতে পারে আপনার। আর বিল্টইন ল্যান কার্ড দিয়ে সমস্যা ছাড়াই কাজ চালাতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

53. কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে জানতে চাই

সমাধান: কম্পিউটারের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অংশ এই পাওয়ার সাপ্লাই। কম্পিউটারের ভেতরের যাবতীয় হার্ডওয়্যার চলে ডিসি পাওয়ারে। এসি ২২০ ভোল্ট পাওয়ারকে পাওয়ার সাপ্লাই ডিসি ৩.৫ ভোল্ট, ৫ ভোল্ট ও ১২ ভোল্টে রূপান্তর করে মাদারবোর্ডে সরবরাহ করে। ফলে সিপিইউর ভেতর যে কারেন্ট থাকে তা বিপদজনক নয়। তবে যদি পাওয়ার অন করে কখনও কাজ করতে হয় তখন খেয়াল রাখবেন যেন শর্টসার্কিট না হয় এবং আপনার পায়ে যেন শুকনা জুতা থাকে। পাওয়ার সাপ্লাই-এর কারণে অনেক

tanbircox.blogspot.com

সমস্যাই হতে পারে। অস্থিতিশীল ভোল্টেজ সাপ্লাই আপনার মূল্যবান হার্ডওয়্যারের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। সেজন্য ভালোমানে ইউপিএস ব্যবহার করাটা জরুরি।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

54. কম্পিউটারের আর্থিং কি?

সমাধান: ভালোমানের আর্থিং কম্পিউটারের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। আর্থিং করা থাকলে বৈদ্যুতিক শক খাবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এটি মূলত বিদ্যুতকে নিরাপদ পথে ভূমিতে নিয়ে যেতে ব্যবহৃত হয়। কোনো ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে আপনার বাড়ির আর্থিং ঠিক আছে কিনা তা চেক করে নিতে পারে। আর্থিং না থাকার কারণে অনেক সময় কোনো কোনো হার্ডওয়্যার ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে। মনিটর কাঁপতে পারে, কেসিং-এর বডি শক করতে পারে; এমনকি মাদারবোর্ড বা হার্ডডিস্কের ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

55. বিদ্যুতের কারণের পিসির রিস্টার্ট সমস্যার সমাধান

সমাধান: যদি ভোল্টেজের উঠানামার জন্য পিসি রিস্টার্ট দেয় তাহলে ইউপিএস ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আরেকটি সমস্যা অনেকসময় দেখা যায়। কম্পিউটারের উপর যখন বেশি চাপ পড়ে তখন সেটি রিস্টার্ট দিতে পারে। পিসি যখন হাইএন্ড গেম বা এপ্লিকেশন রান করতে যায় তখন পিসি রিস্টার্ট করে। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে অপর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাই। অর্থাৎ কাজের সময় আপনার পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ডে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাইটি পরিবর্তন করতে হবে।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

56. এক্সপিতে অফিস ২০১০ ইন্সটল হচ্ছে না

সমাধান: উইন্ডোজ এক্সপিতে মাইক্রোসফট অফিস ২০১০ করতে হলে আপনাকে কমপক্ষে সার্ভিস প্যাক ৩ ব্যবহার করতে হবে। এক্সপির সার্ভিস প্যাক ১ বা ২ এর ব্যবহারকারীরা অফিস ২০১০ ইন্সটল করতে পারবেন না।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

57. কিভাবে সিস্টেম রিস্টোর ব্যবহার করতে পারি

সমাধান:

- উইন্ডোজে সিস্টেম রিস্টোর চালু করতে Start Menu>Programs>Accessories>System Tools>System Restore থেকে সিলেক্ট করুন। অথবা মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে যান।সেখান থেকে সিস্টেম প্রোটেকশনে ক্লিক করুন।
- একদম নিচে Create বাটনে ক্লিক করুন।
- একটি নাম দিয়ে সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্টটি তৈরি করে নিন। এক্ষেত্রে দিন,তারিখ,সময় দিয়ে চাইলে আপনি নাম দিতে পারেন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

58. পিসির সমস্যায় সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট ব্যবহারের উপায়

সমাধান: সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট দিয়ে পিসিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হয় সেই উপায় নিচে বর্ণনা করা হলো-

1. শুরুতেই সিস্টেম রিস্টোর ওপেন করুন।
2. System Restore বাটনে ক্লিক করুন।
3. সিস্টেম রিস্টোর উইন্ডো চালু হবে। নেক্সটে যান।
4. সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্টগুলার একটি তালিকা দেখতে পাবেন। খেয়াল করলেই এটি তৈরির সময়,এবং ঐ সময়ে কি কাজ করা হয়েছিল তা দেখতে পাবেন।
5. নিচে Scan for affected programs এ ক্লিক করলে এই রিস্টোর পয়েন্ট এক্টিভ করলে সিস্টেমে বর্তমান অবস্থা থেকে কি কি পরিবর্তন হবে বা কোন কোন এপ্লিকেশন,ডাটা মুছে যাবে বা পুরাতন কোনটা ফিরে আসবে তার তালিকা দেখতে পাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন,সিস্টেম রিস্টোর শুধুমাত্র এপ্লিকেশনের উপর প্রভাব ফেলে এপ্লিকেশন দিয়ে তৈরি কোন ফাইলের উপর প্রভাব ফেলে না।
6. আর Show more restore points এ ক্লিক করলে যদি আরো কোন পুরাতন সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট থেকে থাকে তার তালিকা দেখতে পাবেন।
7. এরপর Next এ ক্লিক Finish প্রেস করলেই কাজ শুরু হবে।মনে রাখবেন,এই সময়ে পিসি একবার রিস্টার্ট নিবেন। রিস্টার্ট নেবার পরো আরো কিছুক্ষন সমস্য লাগবে কাজ শেষ হতে। পুরোটা সময়ে যদি কোনভাবে বিদ্যুতজনিত কোন কারনে পিসি বন্ধ হয় তাহলে সমস্যায় পড়তে পারেন। সতর্ক থাকুন এ ব্যাপারে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

59. ল্যাপটপ ব্যাকআপ কম দিচ্ছে

সমাধান: আপনার ল্যাপটপটি যদি ভালো ব্রান্ডের না হয়ে থাকে তাহলে এটি কেনার কিছুদিন পর থেকেই এই ব্যাকআপ টাইম কমতে পারে। এখানে আসলে করার কিছু নেই। এজন্য কেনার সময়ই ভালো ব্রান্ডের জিনিস বেছে নিন। আর ল্যাপটপ যখন চার্জ দিবেন তখন টানা চার্জ দিবেন। বারবার চার্জ থেকে এটিকে খুলবেন না। এতে ব্যাটারির আয়ু কমে যায়। ব্যাটারি দিয়ে ব্যবহার করলে চার্জ যখন একেবারে শেষের দিকে চলে আসবে তখন আবার নতুন করে চার্জ দিবেন। তার আগে নয়।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

60. ইউপিএস স্টার্ট হচ্ছে না

সমাধান: ইউপিএস-এর সুইচ যদি চালু হয় এবং বাতি জ্বলে কিন্তু তাও আউটপুটে পাওয়ার না পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে যে সমস্যা ইউপিএস এর সার্কিটে। তবে সবার আগে পরীক্ষা করে নিন ইউপিএস এর ফিউজ ঠিক আছে কিনা। যদি ফিউজ ঠিক থাকার পরও পাওয়ার না আসে তাহলে অভিজ্ঞ কোনো টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

61. ইউপিএস ব্যাকআপ দিচ্ছে না

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: অনেকসময়ই দেখা যায় বিদ্যুৎ চলে গেলেই ইউপিএস চালু থাকলেও কম্পিউটার রিস্টার্ট দেয় কিংবা ইউপিএস ১/২ মিনিটের বেশি ব্যাকআপ দিচ্ছে না। এমন হলে বুঝতে হবে ইউপিএস এর ব্যাটারি পুরাতন হয়ে গেছে। এই অবস্থায় নতুন ব্যাটারি লাগালেই সমস্যার সমাধান হবে।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

62. ইউপিএস থাকার পরেও কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়

সমাধান: অনেকসময়ই দেখা যায় বিদ্যুৎ চলে গেলেই ইউপিএস চালু থাকলেও কম্পিউটার রিস্টার্ট দেয়। বেশ কয়েক কারণে এমন হতে পারে-

- ইউপিএস এর সার্কিটে সমস্যার কারণে এমন হতে পারে।
- ইউপিএস-এ চার্জ কম থাকলে।
- ইউপিএস-এ লোডের চেয়ে বেশি পাওয়ারের যন্ত্র লাগানো থাকলে।

যদি চার্জ ফুল থাকার পরও কারেন্ট চলে গেলে ইউপিএস থাকা সত্ত্বেও পিসি রিস্টার্ট দেয় তাহলে পিসির সাথে সিপিইউ আর মনিটর বাদে অন্য অতিরিক্ত যন্তাংশ খুলে তারপর আবার পরীক্ষা করুন। যদি তখনও একই সমস্যা হয় তাহলে ইউপিএসটি টেকনিশিয়ানকে দেখান।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

63. Multiple Copy-Paste /একাধিক কপি পেস্ট

সমাধান: you can use a simple third party software named as "Ditto" from sourceforge.net . This software will allow you to use clipboard information .Here is the link
http://ditto-cp.sourceforge.net/

একটি থার্ড পার্টি সফটওয়্যার "Ditto" ব্যাবহার করে ক্লিপবোর্ড এর একাধিক ডাটা ব্যাবহার করা যায়। আমরা যখন কোন টেক্সট / ছবি ইত্যাদি কপি করি তখন ওই ডাটা ক্লিপবোর্ড এ সংরক্ষিত থাকে । Ctrl+V চাপলে কপিকৃত ডাটা পেস্ট হয়। "Ditto" সফটওয়্যার টি ক্লিপবোর্ড এর একাধিক ডাটা সংরক্ষণ করে । এর উইন্ডো থেকে আগের যে কোন সেভ কৃত ডাটা সিলেক্ট করা যায়। ডাউনলোড লিঙ্ক -
http://ditto-cp.sourceforge.net/

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

64. উইন্ডোজ এক্সপিতে অটোমেটিক্যালি লগিন

সমাধান: অনেক এক্সপিতেই দেখা যায় ইউজার একাউন্ট একটাই এবং কোনো পাসওয়ার্ডও দেয়া নাই তবুও প্রতিবার পিসি চালুর সময় শুধু ইউজার একাউন্টে ক্লিকের অপেক্ষায় বসে থাকে। অনেকের কাছে এটি খুবই বিরক্তিকর লাগে। যদি আপনিও সেই দলের হয়ে থাকেন তাহলে এখনই পুরো ব্যাপারটিকে অটোমেটিক করে দিন।
>> স্টার্ট মেনুতে control userpasswords2 লিখে এন্টার দিন।
>> নিচের যেই বক্সটি আসলো সেখানে বটিক বক্সটি আনচেক করে ওকে করুন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

65. এক্সপির ইনডেক্সিং সার্ভিস বন্ধের উপায়

সমাধান: উইন্ডোজ এক্সপির ফাইল সার্চ ফিচার ব্যবহার করে শান্তি পেয়েছেন এমন ব্যবহারকারী বোধকরি খুঁজে পাওয়া যাবে না। উইন্ডোজ এক্সপি কিন্তু তবুও সারাক্ষনি আপনার পিসিকে ব্যস্ত রাখছে এই ইনডেক্সিং এর কাজে। হাই কনফিগারেশনের পিসিতে এইটা হয়তো কোনো প্রভাব ফেলে না কিন্তু যাবে পিসি একটু পুরাতন তাদের কিন্তু একদম বারোটা বেজে যায়। আর আপনি যদি গুগল ডেস্কটপের মতো আলাদা সার্ভিস ব্যবহার করে থাকেন তাহলে তো এক্সপির ইনডেক্সিং বন্ধ রাখাটা আপনার জন্য জরুরীই বটে। আর হার্ডডিস্কের সাইজ যতো বড় হবে এই সার্ভিসের প্রসেসর এবং RAM-এর ডিমান্ড ততোই বাড়বে। তা আসুন জেন নিই কিভাবে এটি ডিজাবেল করতে পারবেন আপনি।

>> কন্ট্রোল প্যানেলের এডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস থেকে সার্ভিস কনসোলে যান।

>> ইনডেক্সিং সার্ভিসে ডাবল ক্লিক করুন এবং স্টার্ট আপ টাইপ ডিজাবেল করে দিন।

>> স্টপ বাটনে প্রেস করুন, ইনডেক্সিং সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

66. নেটবুকে হাই ডেফিনেশন ভিডিও চালানোর উপায়

সমাধান: বর্তমানে প্রফেশনালদের অনেকেই ল্যাপটপের পাশাপাশি নেটবুক ব্যবহার করছেন এর ছোটো সাইজ বেশি দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ এর জন্য। নেটবুকগুলা মূলত লো-এন্ড কম্পিউটিং এবং অফিস প্রোগ্রাম চালাবার উপযোগী করে বানানো। এজন্য লো কনফিগারেশনের কারণে এতে হাই ডেফিনেশন একটু ভালো মানের ভিডিওই ঠিমতো চলে না। কিন্তু ২৫০০০ টাকা দামের একটা কম্পিউটারে ভিডিও চালানো যাবে না এটা মানাটা আসলেই কষ্টের। তাইতো আজ এই সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি আমি। নেটবুকেই কিভাবে ৭২০পি বা ১০৮০পি ভিডিও চালাতে পারবেন এই কথা বলার জন্যই টিপস।

* এর জন্য আমাদের দরকার হবে ২টি সফটওয়ার- মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক এবং কোরএভিসি।

* প্রথমেই আপনার সিস্টেমে সাধারণ উপায়ে মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক ইন্সটল করে নিন। আর যদি কেলাইট কোডেক প্যাক ইন্সটল করা থাকে তাহলে তাতেও হবে।

* এবারে আপনাকে কোরএইভিসি ভিডিও ডিকোডার ইন্সটল করতে হবে। ইন্সটলেশনের সময় 'হালি মিডিয়া ইন্সটলার' অপশনটি চুজ কম্পোনেন্টস থেকে বাদ দিতে হবে।

* ইন্সটলের পর কোরকোডেক চালু করুন। কনফিগারে যান। সেখানে ডিব্লকিং কে স্কিপ ওলওয়েজ করুন। আর ডিইন্টারলেসিং কে নান সেট করে এপ্লাই ওকে করুন।

* এবারে মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক ওপেন করিন। এর ভিউ ট্যাব থেকে অপশন-এ যান। বামপাশের ট্রি মেনু থেকে এক্সটার্নাল ফিল্টার সিলেক্ট করুন।

* ডানে ফিল্টারের লিস্টে কোরএভিসি ভিডিও ডিকোডার সিলেক্ট করুন। এটি না থাকলে এড ফিল্টারে ক্লিক করে ফিল্টারটি ব্রাউজ করে দেখিয়ে দিন।

* এবারে প্লেব্যাক থেকে আউটপুট সিলেক্ট করুন। ডাইরেক্টশো ভিডিও ইভিআর সিলেক্ট করে এপ্লাই করে ওকে করুন। মিডিয়া প্লেয়ার ক্লাসিক বন্ধ করে আবার চালু করুন।

কোরএভিসি কোডেক নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে শার্ক০০৭ কোডেক দিয়েও নেটবুকে এইচডি ভিডিও চালানোর চেষ্টা করে

tanbircox.blogspot.com

দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

67. পাওয়ার অপশন সেটিংস কি?

সমাধান: উইন্ডোজ ভিসতা এবং সেভেনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনেকেরই অজানা ফিচার হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলের পাওয়ার অপশন। কিন্তু এতি আপনার অগোচরে থেকে যাবার একটি বড় কারণ হচ্ছে পাওয়ার অপশনের ডিফল্ট সেটিংসটিই বেশিরভাগ ইউজারের জন্য যথেষ্ঠ। পাওয়ার অপশনের কাজ হচ্ছে সিস্টেমের লোড বুঝে কম্পিউটারে পাওয়ার সাপ্লাই বাড়ানো-কমানো মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় করা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কাজ করছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিন্তু কম্পিউটার চলছে ফুল পাওয়ার মোডে-এখানে অপচয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। আবার উল্টোভাবে মাল্টিমিডিয়া এডিটিং বা গেমের সময়ে লো পাওয়ার সেটিংস দিলে তো প্রোগ্রাম ঠিকমতো রানই করবে না। তাই আপনি যখন সাধারণ গান শুনবেন হালকা কাজ করবেন তখন পাওয়ার সেভিংস, যখন মুভি দেখবেন বা একের অধিক কাজ একসাথে করবেন তখন ব্যালেন্সড সেটিংস সেট করবেন। আর যখন গেম খেলা বা মাল্টিমিডিয়া এডিটিং এর মতো ভারী কাজ করবেন তখন অবশ্যই হাই পারফরমেন্স সিলেক্ট করে নিবেন। তবে আপনি চাইলে কম্পিউটারকে ব্যালেন্সড মোডেই রাখতে পারেন। কেননা এতে কম্পিউটার নিজের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা পায়।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

68. মাউস কাজ করছে না

সমাধান: সাধারণত রোলার বলবিশিষ্ট মাউসগুলোর ভেতর ময়লা ও ধুলাবালি জমে প্রায়ই সমস্যা তৈরি করে। এজন্য উচিত নিয়মিত মাউস পরিষ্কার করা। প্রথমে মাউসটি হাতে নিয়ে উল্টো করে নিচের অংশ গোলাকৃতি চাকতিটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে বামদিকে ঘুরিয়ে ফেলুন। ভেতরের রোলার বলটি বের করুন। এবার মাউস হোলের ভেতরে তাকান। সেখানে বেশ কিছু রোলার দেখতে পাবেন। ময়লা-ধুলাবালি সেখানেই জমে। চিমটা বা হাতের নখ দিয়ে ময়লাগুলো আলগা করে মাউস উল্টে বাইরে ফেলে দিন। এবার মাউসের বলটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে ফেলুন। সব কাজ শেষ হলে বলটি ভেতরে রেখে চাকতিটি নিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বন্ধ করুন।

অপটিক্যাল মাউস নিয়ে বলার কিছু নেই। কেননা বেসিক ইলেকট্রনিক সার্কিট, সোল্ডারিং, মাল্টিমিটার এর সাথে যাদের পরিচয় নেই তারা আসলে নতুন মাউস কেনা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

69. ল্যাপটপ পাওয়ার পাচ্ছে না

সমাধান: ল্যাপটপ কম্পিউটার যদি পাওয়ার না পায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা এডাপ্টারের সমস্যা। আপনার কারেন্টের সকেট এবং এডাপ্টার ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করুন। সব ঠিক থাকার পরও যদি ল্যাপটপ চার্জ না নেয় তাহলে সেটা ল্যাপটপের সমস্যা। অভিজ্ঞ কোনো টেকনিশিয়ানের সহায়তা নিন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

70. ল্যাপটপের ডিসপ্লে আসছে না

সমাধান: ল্যাপটপ ছাড়ার পর যদি ডিসপ্লে না আসে তাহলে সেটা বেশ চিন্তার বিষয়। বায়োসের স্ক্রীণ আসলে বুঝতে হবে স্ক্রীণ এবং কানেকশন ঠিক আছে। অপারেটিং সিস্টেমের সমস্যার কারণে এমনটা হচ্ছে।

আর একদমই মনিটর কালো হয়ে থাকলে সেটা অভিজ্ঞ কাউকে দেখান। ল্যাপটপের ব্যাটারী খুলে আবার লাগিয়ে দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

71. ল্যাপটপে অপারেটিং সিস্টেম লোড না হলে কি করবো?

সমাধান: ল্যাপটপ ডেস্কটপে অপারেটিং সিস্টেম লোড না হলে সিস্টেম রিপেয়ারের চেষ্টা করুন। এজন্য সেটাপের সিডি ঢুকিয়ে রিপেয়ার সিলেক্ট করুন। অথবা উইন্ডোজ সেফ মোডে চালিয়েই দেখতে পারেন। আর তাতেই কাজ না হলে উইন্ডোজ নতুন করে সেট আপ না করে কোনো উপায় থাকবে না।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

72. পেন ড্রাইভের স্ক্যান অপশন ডিজাবেল করতে চাই

সমাধান: উইন্ডোজ সেভেনে পেন ড্রাইভ কিংবা মোবাইল/আইপড কানেক্ট করলেই ভেসে উঠে নিচের মেসেজটি, যা কিনা কাজের সময় আপনাকে যথেষ্ঠ পরিমাণ বিরক্ত করার ব্যাপারে বেশ দক্ষ। আর যারা বিভিন্ন এন্টিভাইরাস বা অন্য অন্য কোন ইউএসবি প্রোটেকশন টুলস ব্যবহার করেন তাদের জন্যও এটি তেমন কাজের না। তাই এই অপশনটি বন্ধ রাখাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে মনে রাখবেনে টি বন্ধ করলে আপনার অটোপ্লে অপশনও আর কাজ করবে না।

1. প্রথমেই স্টার্ট মেনুতে msconfig লিখে এন্টার দিন। সার্ভিস টাবে যান।
2. শেল হার্ডওয়ার ডিটেকশন খুজে সেটি আনচেক করুন। পিসি রিস্টার্ট দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

73. সিস্টেম রিপেয়ার ডিস্ক কি এবং এর কাজ

সমাধান: উইন্ডোজের যেকোনো সমস্যায় পড়লে আপনার অবশ্যই প্রয়োজন হবে সিস্টেম সেটআপ ডিস্ক। কিন্তু ধরুন আপনার কাছে উইন্ডোজ-এর সিডি/ডিভিডি নেই, কম্পিউটারও চালু হচ্ছে না সময় বুঝে। কি করবেন তখন আপনি? এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে সিস্টেম রিপেয়ার ডিস্ক। এর মাধ্যমে আপনার উইন্ডোজ চালু না হলে সেটিকে আপনি ঠিক করতে পারবেন।

1. স্টার্ট মেনুতে system repair disc লিখে এন্টার দিন। ক্রিয়েট এ সিস্টেম রিপেয়ার ডিস্ক ওপেন হবে।
2. আপনার সিডি/ডিভিডি রাইটারে ব্ল্যাংক ডিস্ক ঢুকিয়ে ক্রিয়েট ডিস্কে ক্লিক করুন।
3. এই ডিস্ক মাত্র ১৪২ মেগাবাইট জায়গা নিবে,তাই চাইলে সিডিতেও রাইট করে নিতে পারেন আপনি।
4. এবারে সিস্টেমের যেকোনো সমস্যায় কম্পিউটার বুট না হলে এই ডিস্ক থেকে বুট করান।
5. পরের মেনু থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম সিলেক্ট করে নেক্সটে যান।
6. এরপরেই আপনি রিকভারির অপশনগুলা দেখতে পাবেন। এবারে প্রয়োজনীয় অপশন ব্যবহার করে উইন্ডোজ রিপেয়ার করলে আশা করি আবারো আপনার কম্পিউটার চালু হবে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

74. হার্ডওয়ার ড্রাইভার অনলাইন থেকে আপডেটের উপায়

সমাধান: এক্সপি থেকে ভিস্তা বা সেভেনে আপগ্রেড করার পেছনে মূল বাধাই হচ্ছে ডিভাইস ড্রাইভার কম্পাটিবিলিটি। দরকারি ডিভাইসটি উপযুক্ত ড্রাইভারের অভাবে আবার অকেজো হয়ে যাবার ভয়ে আমরা অনেকেই আপগ্রেড থেকে বিরত থাকি। তবে

tanbircox.blogspot.com

উইন্ডোজ সেভেনে আপনাকে ড্রাইভার নিয়ে এতোটা না ভাবলেও চলবে। এটি নিজে থেকেই আপনার ডিভাইসকে চালাতে সক্ষম। এছাড়াও কখনো কোনো ডিভাইস কাজ না করলে এবং যদি আপনার কাছে সেটার ড্রাইভারের কপি সিডিতে না থাকে তাহলে অনলাইন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপনি সেটির ড্রাইভার ইন্সটল করে নিতে পারবেন। কিভাবে সেটা করবেন এবারে আমি তা বলছি-মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে যান। ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করুন।

1. যে ডিভাইসটির ড্রাইভার আপডেট করতে চান সেটিতে রাইট ক্লিক করে আপডেট ডিভাইস সফটওয়ারে ক্লিক করুন।
2. পরের উইন্ডোতে সার্চ অটোম্যাটিকালি ফর আপডেটেড ড্রাইভার সফটওয়ারে ক্লিক করলে উইন্ডোজ নিজেই প্রথমে আপনার পিসি এবং তারপর ইন্টারনেট থেকে ড্রাইভার খুজে আপনাকে জানাবে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

75. ল্যাপটপের বাটারি ব্যাকআপ বাড়ানোর উপায়

সমাধান: বর্তমান সময়ের সব মডেলের ল্যাপটপই ২ থেকে শুরু করে ১০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোম্পানী যা বলে তা পাওয়া যায় না,মানে ব্যাকআপ টাইম যতটা বলা হয়েছিল ততোটা পাওয়া যাচ্ছে না। কিভাবে আপনি আপনার ল্যাপটপের ব্যাটারিটিকে আরেকটু বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তার কয়েকটি উপায় হচ্ছে-

1. আপনি কোন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছেন তার উপরও ব্যাকআপ টাইম নির্ভর করবে। আপনার ল্যাপটপ যদি বেশি পুরানো না হয়ে থাকে তাহলে উইন্ডোজ এক্সপি বা ভিসতার চেয়ে আপনি সেভেন ব্যবহার করলে বেশিক্ষণ ব্যাকআপ পাবেন।
2. কন্ট্রোল প্যানেলের পাওয়ার সেটিং এর ভেতর আপনি এ সংক্রান্ত সবকিছুই পাবেন। ব্যাটারি দিয়ে চালাতে এটিকে সবসময় পাওয়ার সেভার অপশন সিলেক্ট করে রাখুন।
3. ব্যাটারিতে ডিসপ্লের ব্রাইটনেস কখনোই ৫০% এর বেশি ব্যবহার করবেন না।
4. নেটওয়ার্কিং এন্ড শেয়ারিং সেন্টারে গিয়ে ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক কানেকশন বা ওয়াই-ফাই ডিজাবেল করে দিন। ল্যাপটপে ব্লুটুথ ফাংশন প্রয়োজন ছাড়া অন করবেন না।
5. ব্যাটারিতে কাজ করার সময় ভিডিও দেখা বা গান শোনা থেকে বিরত থাকুন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

76. সিআরটি নাকি এলসিডি মনিটর-কোনটি ভালো?

সমাধান: নিঃসন্দেহে সিআরটির চেয়ে এলসিডি অনেক ভালো মনিটর। এটির ছবি যে সুন্দর শুধু সেটাই না এর দ্বারা আপনার চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও নেই। আর এর বিদ্যুৎ খরচ সিআরটির তুলনায় অনেক কম। সর্বোপরি এলসিডি মনিটরে জায়গা অনেক কম লাগে এবং এতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কাজ করা যায়।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

77. ডুয়েল বুটে ডিফল্ট অপারেটিং সিস্টেম নির্বাচন

সমাধান: অনেকেই ডুয়েল বুট করে একই কম্পিউটারে দুইটি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন। আপনারা যদি চান তাহলে এর মধ্যে যেকোনো একটি ডিফল্ট অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে সেট করে নিতে পারেন যাতে প্রতিবার কম্পিউটার চালু করলে অটোমেটিকালি সেটাই চালু হয়। এজন্য-

1. মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে যান। এডভান্সড সিস্টেম সেটিংস-এ যান।

2. এডভান্সড ট্যাব থেকে স্টার্ট আপ এন্ড রিকভারিতে যান। ডিফল্ট অপারেটিং অপারেটিং সিস্টেম ঠিক করে দিন।
3. এবার নিচের টাইম টু ডিসপ্লে লিস্ট অফ অপারেটিং সিস্টেমস এ সময় ৩০ সেকেন্ড থেকে কমিয়ে ১ বা ২ সেকেন্ড করে দিতে পারেন। এর মানে আপনি বুটিং সময় অন্য অপারেটিং সিস্টেমে যেতে চাইলে এই পরিমাণ সময় পাবেন। চাইলে তাই এটিকে বাড়িয়ে ৫/১০ সেকেন্ডও করে রাখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

78. ডাটা ক্যাবল ছাড়াই মোবাইলে ডাটা ট্রান্সফারের উপায়

সমাধান: বর্তমানে মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং এমপিথ্রি বা এমপিফোর প্লেয়ার সব ঘরে ঘরেই আছে। এর প্রায় সবগুলোই ইউএসবি ২.০ সাপোর্ট করে। অর্থাৎ কোনো ড্রাইভার ইনস্টল ছাড়াই ডাটা আদান প্রদান করতে সক্ষম। কিন্তু যদি আপনার মোবাইলের সাথে কোনো ডাটা ক্যাবল না থাকে তাহলে নিম্নিখিত ২টি উপায়ে আপনি ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন-

1. কার্ড রীডারের মাধ্যমে খুব সহজেই পেন ড্রাইভের মতো ডাটা আদান প্রদান করা সম্ভব। যা সময় ও ঝামেলা দুইই কমায়। তবে এজন্য আপনার মোবাইল ফোনকে মেমোরি কার্ড সাপোর্টেড হতে হবে। আর দরকার হবে একটি কার্ড রীডার(দাম ৫০-২০০ টাকা) সেখানে মেমোরি কার্ড ঢুকিয়ে আপনি পিসিতে লাগাতে পারবেন।
2. আপনার ফোন মেমোরি কার্ড সাপোর্টেড হয় তবে আপনার জন্য আরেকটি অপশন হচ্ছে ব্লুটুথ অ্যাডাপ্টরের ব্যবহার। এর মাধ্যমেও আপনি কোনো ক্যাবল ছাড়াই পিসি থেকে ফোনে ডাটা সেন্ড করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় ড্রাইভার লাগতে পারে। উইন্ডোজ সেভেনে অবশ্য ড্রাইভার ইন্সটলেশনের ঝামেলা নেই। ব্লুটুথ এডাপ্টারও আপনি ২০০-৩০০ টাকার মধ্যে কিনতে পারবেন।

কার্ড রীডার এবং ব্লুটুথ এডাপ্টারের সুবিধা হচ্ছে এগুলা আপনি যেকোনো কোম্পানীর যেকোনো মোবাইলের সাথেই ব্যবহার করতে পারবেন।

সমস্যার ধরণ: মোবাইল ফোন

79. পিসির গতি বাড়ানোর সহজতম উপায় কি?

সমাধান: কম খরচে হার্ডওয়ার আপগ্রেড করে পিসির গতি বাড়াতে চাইলে র‍্যাম বাড়ানোটাই হবে বুদ্ধিমানে কাজ। পিসির র‍্যাম মেমোরি যত বেশি হবে আপনার কাজও তত দ্রুত হবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা পিসি চলাকালীন সময়ে যত কাজ হয় তার সবকিছুই ট্রান্সমিট হয় র‍্যামের মধ্য দিয়ে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই র‍্যাম মেমোরি বাড়ালে উইন্ডোজের পারফরম্যান্স এ পরিবর্তনটা ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তবে খেয়াল রাখবেন নতুন র‍্যামটি যেন আপনার পুরাতন র‍্যামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাসস্পিড বিশিষ্ট হয়। নাহলে সিস্টেম হ্যাং করতে পারে। আর চেষ্টা করবেন বেশি বাসস্পিডের র‍্যাম কিনতে। বর্তমানে বাজারে ডিডিআর২ ৫৩৩, ৬৬৭, ৮০০,১০৬৬ এবং ডিডিআর৩ ১০৬৬ ও ১৩৩৩ মেগাহার্জ স্পিডের র‍্যাম পাওয়া যাচ্ছে। আর আপনার মাদারবোর্ড যদি ডুয়েল চ্যানেল মেমোরি সাপোর্টেড হয় তাহলে র‍্যাম একটির বদলে দুটি কিনে র‍্যাম দুটি একই রঙের স্লটে স্থাপন করুন। এতে বর্ধিত বাসস্পিড পাবেন আপনি।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

80. কম্পিউটারের ভার্চুয়াল মেমোরি কি?

সমাধান: উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতা এবং সেভেন আপনার হার্ডডিস্কে ডাটা সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ পেজিং ফাইল ব্যবহার করে। যখন পিসিতে অনেকগুলো এপ্লিকেশন একত্রে রান করে এবং আপনার র‍্যামের পরিমাপ এতগুলো কাজ একসাথে করতে পর্যাপ্ত না হয় তখন র‍্যামের বদলে সাময়িকভাবে উইন্ডোজ ওই পেজিং ফাইলের স্পেস র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু হার্ডডিস্ক র‍্যামের চেয়ে এটি অনেক মন্থর গতিতে কাজ করে।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

81. উইন্ডোজের সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট কি?

সমাধান: বিভিন্ন কারনে অকারনে উইন্ডোজে অনেক রকম সমস্যাই আপনার হতে পারে। এর কারন হিসেবে রেজিস্ট্রি ডাটা পরিবর্তন,সফটওয়ার ইন্সটলেশন বা আনইন্সটলেশনের সমস্যা বা অনাকাংখিত শাটডাউন অনেক কিছুকেই বলা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সহজ সমাধান হতে পারে উইন্ডোজ সিস্টেম রিস্টোর। সিস্টেম রিস্টোর মূলত আপনার উইন্ডোজের বিভিন্ন সেটিংস এবং সফটওয়ার, ড্রাইভার, সিস্টেম ডাটার এক সংগ্রহশালা। এগুলার কোন একটিতে সমস্যা হলেও আপনার উইন্ডোজ অকেজো হয়ে যেতে পারে।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

82. ল্যাপটপ অতিরিক্ত গরম হলে কি করব?

সমাধান: ল্যাপটপ কম্পিউটারের নিচের অংশ যেখানে বেশি গরম হয় সাধারণত সেই স্থানের সাথে অন্য কিছু সরাসরি স্পর্শে সাথে এমনভাবে ল্যাপটপ রাখবেন না। তাহলে গরম বের হয়ে সরে যাবার সুযোগ পাবে। আর ল্যাপটপের কুলিং ফ্যানের একদম সামনে কিছু রাখবেন না যাতে বাতাস বাধাগ্রস্থ হয়। ল্যাপটের আশে পাশে অন্য কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি না রাখাই ভালো। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি ল্যাপটপ কুলার ব্যবহার করতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

83. এলসিডি মনিটরের আলো কম

সমাধান: সাধারণত এলসিডি মনিটরের আলো বা ব্রাইটনেস অন্য সিআরটি মনিটরের চাইতে কমানো থাকে। আপনি যদি এটি বাড়াতে চান তাহলে মনিটরের মেনু/সেটিংস বাটন চেপে ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

84. মনিটরের স্ক্রীণ সাইজ ছোটো আসছে

সমাধান: সাধারণত এলসিডি বা সিআরটি মনিটরের স্ক্রীণ সাইজ যদি মনিটরের চেয়ে ছোটো আসে তাহলে বুঝতে হবে যে মনিটরের রেজুলেশন ঠিক নেই। ডেস্কটপে মাউসের রাইট ক্লিক করে ডিসপ্লে/গাফিক্স প্রোপার্টিজে গিয়ে আপনার মনিটরের সাইজ অনুযায়ী রেজুলেশন সিলেক্ট করুন। তাতেও কাজ না হলে গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার আপগ্রেড করুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

85. e mail account open

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: বাংলাতে ইমেইল তো আপনি ইয়াহু, ইমেইল কিংবা হটমেইল সবকটি থেকেই করতে পারেন। এজন্য তো আলাদা কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। শুধু পিসিতে বাংলা লেখার সফটওয়ার (অভ্র হলে ভালো হয়) এবং বাংলা ফন্ট থাকাটাই যথেষ্ঠ। আর ঐ সাইটে যেয়ে পাসওয়ার্ড রিকভারির কোনো অপশন আছে কিনা দেখুন। আর ইমেইলের মতো জরুরি বিষয়ে কোনো নতুন এবং অপরিচিত সার্ভিস ব্যবহার না করাই ভালো। তাতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

86. Scaner setup problem

সমাধান: ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে আপডেট লেটেস্ট ড্রাইভার দিন। এজন্য ইন্টারনেট সংযোগ চাল্য থাকতে হবে। নতুন ক্যাননের সাইট থেকে লেটেস্ট ড্রাইভার ডাউনলোড করে ইন্সটল করুন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

87. Convartar and webcam

সমাধান: এইচপির সাইট থেকে ওয়েবক্যামের ড্রাইভার ইন্সটল করুন। তারপর মেসেঞ্জার ওপেন করে দেখুন ওয়েবক্যাম কাজ করে কিনা। আর সাটা হার্ডড্রাইভ সরাসরি ল্যাপটপে লাগাবার উপায় নেই। বাজারে পাওয়ার ক্যাবল সহ এক ধরণের কনভার্টার পাওয়া যায় সাটা থেকে ইউএসবি করার, সেটি লাগিয়ে দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

88. উনডোজ এক্সপিতে লোকাল নেটওয়ার্কিং

সমাধান:

আপনি আপনার সমস্যার কথা লিখেছেন কিন্তু ভাই পরিস্কার করে কিছুই বলেননি। কি সমস্যা দেয় এবং সেটা লেওক কিভাবে ঠিক করে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা না দিলে কিভাবে হবে?

আপনার অপারেটিং সিস্টেম কি? যদি উইন্ডোজ সেভেন হয় তাহলে শুধু হোমগ্রুপ এনাবেল করুন। আলাদা করে লোকাল নেটওয়ার্ক তৈরির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন তাহলে। আর কোনো একটা পিসিতে এই ধরণের ঝামেলা আগে আগে পিসিটি রিস্টার্ট দিন। দেখুন ঠিক হয় কিনা। প্রতিটি পিসির আইপি এড্রেস জেনে রাখুন। কোনো সমস্যায় আইপি চেক করুন আগে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

89. Reboot and select proper Boot Device

সমাধান: আপনি কি নতুন করে উইন্ডোজ সেটাপ করে দেখেছেন? তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে হার্ডডিস্ক পুরো পার্টিশন নতুন করে সেটাপ দিন। আর মাদারবোর্ডে হার্ডডিস্ক লাগানোর পোর্ট পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। বায়োসের বুট ডিভাইস সেটিংস ঠিক আছে কিনা দেখুন।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

tanbircox.blogspot.com

90. কম্পিউটার চালু হওয়ার পর কির্বোড কাজ করে না ।

সমাধান: দেখে মনে হচ্ছে আপনার কীবোর্ডের সমস্যা। কেননা কীবোর্ড ঠিক না থাকলে কম্পিউটার চালু নাও হতে পারে। সুতরাং অন্য কীবোর্ড লাগিয়ে দেখুন সমস্যার সমাধান নয় কিনা।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

91. tips

সমাধান: মোবাইল ইন্টারনেট অনেকটাই অপারেটরের নেটওয়ার্ক ও প্যাকেজের উপর নির্ভরশীল। এখানে টিপস দিয়ে কোনো লাভ হবে না। আপনি আপনার কম্পিউটার ভাইরাস মুক্ত রাখুন, যাতে সিটিসেল যে স্পীড দিচ্ছে সেটার পুরোটা পান। আপাতত এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

92. usb port

সমাধান: এই সমস্যা বেশ কিছু কারণেই হতে পারে। বিভিন্ন ভাবে এর সমাধান করা সম্ভব।

১. মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে ডিভাইস ম্যানেজারে যান। ইউএসবি ড্রাইভার আনইন্সতল করে কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন। আবার একই জায়গায় গিয়ে ড্রাইভার ইন্সটল করে আপডেট দিন। কম্পিউটার আবার রিস্টার্ট দিন।

২. ডিভাইস ম্যানেজার গিয়ে স্ক্যান ফর হার্ডওয়ার চেঞ্জেস এ ক্লিক করুন।

৩. কম্পিউটারের বন্ধ করে পেছন থেকে পাওয়ার সাপ্লাই খুলে ১৫-২০ পর আবার লাগিয়ে কম্পিউটার অন করুন।

আশা করি সমস্যার সমাধান হতে পারে। এর পরও যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে সেটা আপনার উইন্ডোজের(যদি এক্সপি হয়) সিডির সমস্যা হতে পারে। নতুন সিডি দিয়ে উইন্ডোজ ইন্সটল করে দেখুন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

93. বর্ণ সমস্যা

সমাধান: আপনি আপনার অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে কিছু জানান নি। যদি Windows XP SP2 হয়, তবে C ড্রাইভ ফরম্যাট দিলে এই সমস্যা থাকতে পারে। এজন্য সবচেয়ে ভাল হবে আপনি XP SP3 / Windows 7 ব্যবহার করুন।

বাংলা ASCII / Unicode দুটোই লেখার জন্য বিজয়ের সবচেয়ে ভাল সফটওয়্যার বিজয় বায়ান্নো ২০১০। এছাড়া সবচেয়ে ভাল বিকল্প হল "অভ্র" (http://www.omicronlab.com)

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

94. কম্পিউটার সংক্রান্ত

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: আপনার মাউস যদি বেশি পুরাতন হয়ে থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা হতেই পারে। সম্ভব হলে অন্য পিসিতে লাগিয়ে দেখুন ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। যদি ঠিকঠাক অন্য পিসিতে কাজ হয় তাহলে পিএস/২ মাউসের বদলে ইউএসবি ব্যবহার করে দেখুন।

আর কম্পিউটারের স্টার্ট আপে খুব বেশি প্রোগ্রাম থাকলে এবং র‍্যামের পরিমাণ কম হলে কম্পিউটার চালু হতে দেরি হতে পারে। এজন্য স্টার্ট আপ থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম মুছে ফেলুন।

সমস্যার ধরণ: মাদারবোর্ড, প্রসেসর

95. ড্রাইভ খুলতে সমস্যা

সমাধান: ভাইরাসের দ্বারা বানানো autorun.inf নামক হিডেন সিটেম ফাইলের উপস্থিতির কারণে এমনটা হচ্ছে। এই ফাইলটি মুছে দিতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এজন্য খুব সহজ একটি টুলস আছে।

http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleaning/Autorun-Eater.shtml

এখান থেকে এটি ডাউনলোড করে ইন্সটল করে ব্যবহার করুন। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

96. BIOS

সমাধান: আপনি আপনার মাদারবোর্ডের বায়োসের ব্যাটারীটি খুলে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে লাগিয়ে পিসি অন করুন। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

97. জাম্পার সেটিং

সমাধান: জাম্পার সেটিংস এর ব্যাপারটা পুরাতন হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রে আসতো। এখন্স আটা আসার পর এটি নিয়ে আর ভাবতে হয় না। আর কোনো কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে জাম্পার সেটিংস কিভাবে করতে হয় তা হার্ডডিস্কে ছবি একে দেয়াই থাকে। সেভাবে কাজ করলেই সবচেয়ে ভালো হয়। আর মাস্টার স্লেভ বুঝাতে চাইলে শুধু মাস্টার হার্ডডিস্কে পিন লাগালেই হবে।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

98. Undelete data recovery

সমাধান: সহজ কোনো সমাধান নেই। তবে কিছু ডাটা রিকভারী টুলস ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

http://www.filehippo.com/download_file_recovery/

http://www.filehippo.com/download_recuva/

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

99. মডেম ঢুকালে কম্পিউটার হ্যাং হই||

tanbircox.blogspot.com

সমাধান: আপনার মডেম ঠিক আছে কিনা তা ভালো করে অন্য কম্পিউটারে লাগিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন। সাধারণত মডেমের কারণে একের অধিক অপারেটিং সিস্টেমে সমস্যা হবে- এটা কোনো নিয়মের পড়ে না। মডেমের ভেতর মেমোরি কার্ড থাকলে তা বের করে ফেলুন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

100. ল্যপটপ কম্পিউটারের সাউন্ডের সমস্যা।

সমাধান: এক্ষেত্রে সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভার আপডেট করুন অথবা নতুন করে ইন্সটল করুন।

সমস্যার ধরণ: গ্রাফিক্স ও সাউন্ড

101. কম্পিউটার চালু হয় না

সমাধান: বেশ কিছু কারণে এটা হতে পারে। পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের জন্য এমনটা হতে পারে। কম্পিউটারের ভেতর অতিরিক্ত ধূলার জন্য এমন হতে পারে। প্রসেসরের কুলিং ফ্যান ঠিকমতো না বসার কারণে হতে পারে। র‍্যামের সমস্যার জন্যও হতে পারে। একটি একটি করে উপরের ৪টি সমস্যা পরীক্ষা করে দেখুন। আশা করি ফল পাবেন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

102. fonts

সমাধান: বেশিরভাগ বাংলা সাইটই সোলাইমানলিপি ফন্ট ব্যবহার করে। আপনি ইন্টারনেট থেকে ফন্টটি ইন্সটল করে নিন। অথবা ওয়েব পেজের জুম বা ফন্ট সাইজ এই দুটো বাড়িয়ে সাময়িকভাবে কাজ চালাতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

103. homegroup

সমাধান: উইন্ডোজ সেভেন কিভাবে হোমগ্রুপ নেটওয়ার্কিং করতে হয় তার সম্পূর্ণ বাংলা টিউটোরিয়াল এখানে পাবেন http://www.techtodaybd.com/archives/2815

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

104. motherboard

সমাধান: এইচপির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার মডেলের ল্যাপটপের জন্য ড্রাইভ নামিয়ে ইন্সটল করে নিন।

সমস্যার ধরণ: অপারেটিং সিস্টেম

105. Ram Slot

সমাধান: র‍্যাম স্লট কাজ করছে না এটা যদি আপনি অভিজ্ঞ কাউকে দেখিয়ে বা নিজে নিশ্চিত হতে পারেন তাহলে ভাই নতুন মাদারবোর্ড কেনা ছাড়া আর কিছু করার আছে বলে আমার মনে হয় না।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যার ধরণ: মাদারবোর্ড, প্রসেসর

106. Computer restart

সমাধান: আপনার কেসিং এর পাওয়ার সুইচের সমস্যার জন্য এমনটা হতে পারে। আর মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে চেক করে নিন যে পাওয়ার লাইন পোর্টে সঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা। নতুবা পাওয়ার সাপ্লাই চেক করুন।

সমস্যার ধরণ: অন্যান্য হার্ডওয়্যার

107. ইন্টারনেট

সমাধান: মোবাইল ইন্টারনেটের স্পীড আপনার মোবাইল অপারেটর, মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বর্তমান নেটওয়ার্কের পুরো স্পীড পেতে EDGE 32 Class বিশিষ্ট মোবাইল হ্যান্ডসেট বা মডেম ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

108. Skype problem

সমাধান: আপনার যদি সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করুন। সিস্টেম রিস্টোর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এখান থেকে http://www.techtodaybd.com/archives/2219 । সি ক্লিনার ব্যবহার করে আপনার পিসির রেজিস্ট্রি ক্লিন করে তারপর নতুন করে স্কাইপে ইন্সটল দিন। অথবা আপনার সর্বশেষ উইন্ডোজ আপডেটটি আনইন্সটল করে ফেলুন।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

109. computer

সমাধান: গেম খেলার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ারের আসলে কোনো সীমারেখা নেই। আপনি যতো খরচ করে ভালো জিনিস কিনতে পারবেন ততোই ভালো। আর টেকনোলজি টুডের মার্চ ২০১১ সংখ্যা এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আপনি সেখান থেকেই সবচেয়ে ভালো জানতে পারবেন।

সমস্যার ধরণ: কম্পিউটার পরিচালনা

110. ইন্টারনেটের গতি

সমাধান: আপনি আপনার স্থান উল্লেখ করেননি। দ্রুতগতির জন্য ওয়াইম্যাক্সের কোনো বিকল্প নেই। নতুবা মোবাইল ইন্টারনেট। সেক্ষেত্রে যে অপারেটরের টাওয়ার আপনার বাসার সবচেয়ে কাছে সেটায় বেশি স্পীড পাবেন। আবার টেলিটক GPRS সার্ভিস দেয়, তার চেয়ে অন্য অপারেটরের EDGE সার্ভিসের গতি তত্ত্বীয়ভাবে অনেক বেশি।
ওয়াইম্যাক্স সংযোগে নেটওয়ার্ক থাকলে টাওয়ারের সাথে দূরত্ব কোনো সমস্যা না।

সমস্যার ধরণ: ইন্টারনেট

tanbircox.blogspot.com

111. dvd

সমাধান: যদি একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটের সকল ভালো ডিভিডি ডিস্কই একই সমস্যা করে তাহলে বুঝতে হবে আপনার ল্যাপটপের ডড়াইভ ঐ ফরম্যাট সাপোর্ট করে না। নিশ্চিত হবার জন্য নির্মাতার সাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারেন।

সমস্যার ধরণ: হার্ডডিস্ক, সিডি রম, RAM

112. video

সমাধান: আপনার ল্যাপটপের ভিডিও ড্রাইভার আপডেটেড না। ড্রাইভার ইন্সটল করলেই আশা করি সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যার ধরণ: গ্রাফিক্স ও সাউন্ড

সমস্যা : আমি উইন্ডোজ xp সার্ভিস প্যাক টু ব্যবহার করি। কিন্তু কিছুদিন ধরে কম্পিউটারের সাউন্ড সিস্টেমে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমপিথ্রি চালানোর সময় 'There may not be a sound device installed on your computer' বার্তা প্রদর্শন করে।

- সমাধান : আপনার সাউন্ড সিস্টেমটি বিল্টইন না এক্সটারনাল, জানালে ভালো হতো। যদি বিল্টইন সাউন্ড সিস্টেম হয়, তাহলে আপনাকে নতুন করে সাউন্ড ড্রাইভারটি ইনস্টল করতে হবে। এক্সটারনাল হলে সাউন্ড সিস্টেমটি খুলে পরিষ্কার করার পর আবার সঠিকভাবে সংযোগ দিতে হবে।

সমস্যা : আমি অফিস ২০০৩ সংস্করণ ব্যবহার করি। আমার ওয়ার্ড প্রোগ্রামে ঋড়ৎসধঃ মেন্যুটি নেই। এটি কি ভাইরাসের কারণে হচ্ছে, নাকি অন্য কোনো সমস্যা?

- সমাধান : আপনার ব্যবহৃত অফিস ২০০৩ সংস্করণটিতে সম্ভবত সমস্যা রয়েছে। তাই সফটওয়্যারটি আন-ইনস্টল করে নতুন করে ভালো মানের অফিস ২০০৩ ইনস্টল করুন।

সমস্যা :আমি অনেক পুরনো মডেলের কম্পিউটার ব্যবহার করি। আমার কম্পিউটার চালু করার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর আবার চেষ্টা করলে কম্পিউটার চালু হলেও একই সমস্যা হয়।

- সমাধান : আপনার কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইতে সম্ভবত সমস্যা রয়েছে। এ জন্য পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করার পাশাপাশি প্রসেসর, র‍্যাম ও মাদারবোর্ড পরিবর্তন করে আপনার কম্পিউটারটি হালনাগাদ করে নিন। তা না হলে এ ধরনের সমস্যা নিয়মিত হবে।

সমস্যা : আমার কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের সিডি হারিয়ে গেছে। তাই উইন্ডোজ সেটআপ করার সময় কয়েকটি ড্রাইভার ফাইল মিসিং দেখায় এবং অডিও-ভিডিও ফাইল চলে না।

tanbircox.blogspot.com

- সমাধান : আপনি যে মডেলের মাদারবোর্ড ব্যবহার করেন, সেই মাদারবোর্ডটির ড্রাইভার ফাইল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কম্পিউটার বিক্রেতা অথবা সার্ভিস সেন্টার থেকে মাদারবোর্ডের ড্রাইভার সিডি সংগ্রহ করতে পারেন।

সমস্যা : আমার কম্পিউটার চালু হতে অনেক সময় নেয় এবং একসময় কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়। তখন কি-বোর্ডের F1 চাপলে কম্পিউটার চালু হয়। এ ছাড়া চালু হওয়ার পর কম্পিউটার খুব ধীরগতিতে কাজ করে।

- সমাধান : আপনি কম্পিউটারের বায়োস সেটিংসে প্রবেশ করে ফ্লপি ড্রাইভ অপশনটি 'হড়হব' করে দিন। এবার নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন এবং উন্নত সংস্করণের লাইসেন্সকৃত অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন।

সমস্যা : আমার কম্পিউটারে একসঙ্গে কয়েকটি ওয়ার্ড ফাইল চালু করলে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে কী-বোর্ডের ctrl+alt+delete কী চাপলে আবার চালু হয়।

- সমাধান : কম গতিসম্পন্ন কম্পিউটারে একসঙ্গে অনেক ফাইল চালু করলে এ ধরনের সমস্যা হয়। আপনি কম্পিউটারের র‍্যাম বাড়িয়ে নিন। এ ছাড়াও হার্ডডিস্কের অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন এবং অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন।

সমস্যা : আমি মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার ব্যবহার করি। কিছুদিন ধরে আমার ব্রাউজার চালু করার সময় 'windows cannot find c:program filesjavajre6.exe' বার্তা প্রদর্শন করে।

- সমাধান : আপনার ব্রাউজারটির ডেসটিনিশন অর্থাৎ ইনস্টল লোকেশনে সমস্যা রয়েছে। আপনি ব্রাউজারটি আনইনস্টল করে নতুন করে ইনস্টল করুন।

সমস্যা : কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজ করার সময় মাউসের কার্সার নিজ থেকে স্থান পরিবর্তন করে। অর্থাৎ মাউস ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা নির্দিষ্ট করা হলেও কার্সার অন্য জায়গায় চলে যায়।

- সমাধান : আপনার কম্পিউটারটি ভাইরাসে আক্রান্ত। আপনি লাইসেন্স করা উন্নতমানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে কম্পিউটার স্ক্যান করুন। মাউসটি অন্য কম্পিউটারে সংযোগ দিয়ে দেখুন ঠিক আছে কি না।

সমস্যা : ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে ডিজিটাল ক্যামেরার সংযোগ দিলেও কম্পিউটার ক্যামেরাটি শনাক্ত করতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে 'new hardware found' বার্তা প্রদর্শন করে।

- সমাধান : আপনার ক্যামেরার সঙ্গের ড্রাইভারটি কম্পিউটারে ইনস্টল করে নিন। কম্পিউটারের সঙ্গে ক্যামেরার সংযোগটি সঠিকভাবে রয়েছে কি না পরীক্ষা করুন। অনেক সময় অপারেটিং সিস্টেমের কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে।

সমস্যা : আমার কম্পিউটারে এমপিফোর ফরমেটের কোনো ভিডিও চলে না। আমি ভিএলসি প্লেয়ার এবং উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার ব্যবহার করি।

tanbircox.blogspot.com

- সমাধান : আপনার মিডিয়া প্লেয়ারে সমস্যা রয়েছে। ইন্টারনেট থেকে এমপিফোর ফরমেটে কাজ করতে সক্ষম প্লেয়ার কম্পিউটারে ইনস্টল করুন। এ ছাড়াও আপনার এমপিফোর ফরমেটের ভিডিওগুলো ঠিক আছে কি না তা যাচাই করুন।

সমস্যা : আমার কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিংস বারবার কালো হয়ে যায়। ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিংস ঠিক করার কিছুক্ষণ পর আবারও একই ধরনের সমস্যা হয় এবং "you may be a victim of software counterfeiting" বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : কম্পিউটারে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন। এ ছাড়া মনিটরটি ঠিক আছে কি না দেখে নতুন করে সংযোগ দিন এবং মানসম্পন্ন অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে হার্ডডিস্কের সব ড্রাইভ স্ক্যান করুন।

সমস্যা : নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করা হলেও কম্পিউটার আগের মতোই ধীরগতিতে কাজ করে। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে কম্পিউটার চালুর সময় 'diskboot failure' বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : আপনার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের সংযোগ সঠিকভাবে লাগিয়ে নিন। হার্ডডিস্ক থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন। গতি বাড়ানোর জন্য র‍্যামের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

সমস্যা : আমার কম্পিউটারের সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে স্পিকারে ঠিকভাবে গান শোনা যায়। তবে হেডফোনের সংযোগ দেওয়া হলে কম্পিউটারে চালু থাকা অডিও বা ভিডিও ফাইল বন্ধ হয়ে যায়।

সমাধান : আপনার হেডফোনটিতে সম্ভবত সমস্যা রয়েছে। হেডফোনের সংযোগস্থলে বিদ্যুৎ আসে কি না দেখে নিন। সাউন্ড সিস্টেমে ভালো মানের স্পিকার এবং হেডফোন ব্যবহার করুন।

সমস্যা : কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন ওয়ার্ড ফাইল পরবর্তী সময়ে খুলতে গেলে ওয়ার্ড প্রোগাম বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি বারবার চেষ্টা করলে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়।

সমাধান : আপনার কম্পিউটারে ভাইরাস রয়েছে। এ কারণে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন ওয়ার্ড ফাইল খুলছে না। উন্নতমানের লাইসেন্স করা অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন এবং নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন।

সমস্যা : আমার প্রিন্টারে রঙিন প্রিন্ট করার ক্ষমতা থাকলেও প্রিন্ট করার সময় শুধু সাদাকালো প্রিন্ট বের হয়। আমি প্রিন্টারে কালি পরিবর্তন করেছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

সমাধান : আপনি প্রিন্টারের কালি পরিবর্তন বলতে কি রিফিল করেছেন? তা হলে এ ধরনের সমস্যা হয়। আপনি প্রিন্টারের জন্য নতুন কালো এবং রঙিন কার্ট্রিজ কিনে নতুন করে ইনস্টল করুন।

সমস্যা : আমার কম্পিউটার থেকে টেক্সট ফাইল প্রিন্ট করা গেলেও কোনো ধরনের জেপিইজি (jpeg) ফরম্যাটের ফাইল প্রিন্ট হয় না। এমনকি ইন্টারনেট থেকে সরাসরি কোনো টেক্সট ফাইলও প্রিন্ট করা যায় না।

- সমাধান : আপনি জেপিইজি ফাইলটি আগে ফটোশপ অথবা ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে খুলুন। এবার জেপিইজি ফরম্যাটের ফাইল প্রিন্ট করা যায় কি না দেখুন। ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট করার সময় ফাইলটিতে প্রিন্ট অপশন আছে কি না দেখুন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা : পেনড্রাইভ থেকে কোনো ফাইল কম্পিউটারে কপি করা যায় না। কিন্তু কম্পিউটার থেকে সব ধরনের ফাইল পেনড্রাইভে স্থানান্তর করা যায়। অনেক সময় পেনড্রাইভের সব ফাইলও দেখা যায় না।

- সমাধান : আপনার পেনড্রাইভটি ভাইরাসে আক্রান্ত। লাইসেন্সকৃত উন্নতমানের অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে একে আগে মুক্ত করুন এবং পিসিটিও স্ক্যান করে নিন।

সমস্যা : আমার কম্পিউটার চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে হ্যাং হয়ে যায় এবং এক ধরনের আওয়াজ করে। কম্পিউটার চালু করার জন্য রিস্টার্ট দিলে অনেকক্ষণ পর চালু হয়।

- সমাধান : আপনার কম্পিউটারের কেসিংয়ের সঙ্গে যুক্ত পাওয়ার সাপ্লাইটি পরিবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া হার্ডডিস্কের 'সি ড্রাইভ' ফরম্যাট করার পাশাপাশি নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন।

সমস্যা : কম্পিউটার চালু করলে মনিটরে কোনো কিছু দেখা যায় না। এমনকি কম্পিউটার রিস্টার্ট করলেও রিস্টার্ট হয় না। তবে কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ বন্ধ করলে কম্পিউটার বন্ধ করা যায়।

- সমাধান : আপনার কম্পিউটারের সঙ্গে মনিটরের সংযোগ কেব্ল ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করুন। এবার মাদারবোর্ড থেকে প্রসেসরটি খুলে প্রসেসর ফ্যানটি পরিষ্কার করে লাগিয়ে নিন। এবার মাদারবোর্ড থেকে র‍্যাম খুলে পরিষ্কার করে আবার সংযোগ দিন।

সমস্যা : কম্পিউটারে ঠিকমতো কাজ করা গেলেও যখন কম্পিউটার চালু করা হয়, তখন কম্পিউটারের ঘড়িতে ভুল সময় প্রদর্শন করে।

- সমাধান : আপনি ডেস্কটপের নিচের বারে কম্পিউটারের ঘড়ি আইকনটিতে ডাবল ক্লিক করুন। ঘড়িটির বিস্তারিত তথ্য আপনি দেখতে পারবেন। এবার ঘড়িটির সময়, তারিখ ও সাল পরিবর্তন করে নিন।

tanbircox.blogspot.com

কম্পিউটারের কিছু সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা : ০১

আমি উইন্ডোজ xp সার্ভিস প্যাক টু ব্যবহার করি। কিন্তু কিছুদিন ধরে কম্পিউটারের সাউন্ড সিস্টেমে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমপিথ্রি চালানোর সময় 'There may not be a sound device installed on your computer' বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : ০১

আপনার সাউন্ড সিস্টেমটি বিল্টইন না এক্সটারনাল, জানালে ভালো হতো। যদি বিল্টইন সাউন্ড সিস্টেম হয়, তাহলে আপনাকে নতুন করে সাউন্ড ড্রাইভারটি ইনস্টল করতে হবে। এক্সটারনাল হলে সাউন্ড সিস্টেমটি খুলে পরিষ্কার করার পর আবার সঠিকভাবে সংযোগ দিতে হবে।

সমস্যা : ০২

আমি অফিস ২০০৩ সংস্করণ ব্যবহার করি। আমার ওয়ার্ড প্রোগ্রামে ঋড়ৎসধঃ মেন্যুটি নেই। এটি কি ভাইরাসের কারণে হচ্ছে, নাকি অন্য কোনো সমস্যা?

সমাধান : ০২

আপনার ব্যবহৃত অফিস ২০০৩ সংস্করণটিতে সম্ভবত সমস্যা রয়েছে। তাই সফটওয়্যারটি আন-ইনস্টল করে নতুন করে ভালো মানের অফিস ২০০৩ ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ০৩

আমি অনেক পুরনো মডেলের কম্পিউটার ব্যবহার করি। আমার কম্পিউটার চালু করার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর আবার চেষ্টা করলে কম্পিউটার চালু হলেও একই সমস্যা হয়।

সমাধান : ০৩

আপনার কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইতে সম্ভবত সমস্যা রয়েছে। এ জন্য পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করার পাশাপাশি প্রসেসর, র্যা ম ও মাদারবোর্ড পরিবর্তন করে আপনার কম্পিউটারটি হালনাগাদ করে নিন। তা না হলে এ ধরনের সমস্যা নিয়মিত হবে।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা : ০৪

আমার কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের সিডি হারিয়ে গেছে। তাই উইন্ডোজ সেটআপ করার সময় কয়েকটি ড্রাইভার ফাইল মিসিং দেখায় এবং অডিও-ভিডিও ফাইল চলে না।

সমাধান : ০৪

আপনি যে মডেলের মাদারবোর্ড ব্যবহার করেন, সেই মাদারবোর্ডটির ড্রাইভার ফাইল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কম্পিউটার বিক্রেতা অথবা সার্ভিস সেন্টার থেকে মাদারবোর্ডের ড্রাইভার সিডি সংগ্রহ করতে পারেন।

সমস্যা : ০৫

আমার কম্পিউটার চালু হতে অনেক সময় নেয় এবং একসময় কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়। তখন কি-বোর্ডের F1 চাপলে কম্পিউটার চালু হয়। এ ছাড়া চালু হওয়ার পর কম্পিউটার খুব ধীরগতিতে কাজ করে।

সমাধান : ০৫

আপনি কম্পিউটারের বায়োস সেটিংসে প্রবেশ করে ফ্লপি ড্রাইভ অপশনটি 'হড়হব' করে দিন। এবার নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন এবং উন্নত সংস্করণের লাইসেন্সকৃত অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন।

সমস্যা : ০৬

আমার কম্পিউটারে একসঙ্গে কয়েকটি ওয়ার্ড ফাইল চালু করলে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে কী-বোর্ডের ctrl+alt+delete কী চাপলে আবার চালু হয়।

সমাধান : ০৬

কম গতিসম্পন্ন কম্পিউটারে একসঙ্গে অনেক ফাইল চালু করলে এ ধরনের সমস্যা হয়। আপনি কম্পিউটারের র‍্যানম বাড়িয়ে নিন। এ ছাড়াও হার্ডডিস্কের অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন এবং অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন।

সমস্যা : ০৭

আমি মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার ব্যবহার করি। কিছুদিন ধরে আমার ব্রাউজার চালু করার সময় 'windows cannot find c:program filesjavajre6.exe' বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : ০৭

আপনার ব্রাউজারটির ডেসটিনিশন অর্থাৎ ইনস্টল লোকেশনে সমস্যা রয়েছে। আপনি ব্রাউজারটি আনইনস্টল করে নতুন করে ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ০৮

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজ করার সময় মাউসের কার্সার নিজ থেকে স্থান পরিবর্তন করে। অর্থাৎ মাউস ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা নির্দিষ্ট করা হলেও কার্সার অন্য জায়গায় চলে যায়।

tanbircox.blogspot.com

সমাধান : ০৮

আপনার কম্পিউটারটি ভাইরাসে আক্রান্ত। আপনি লাইসেন্স করা উন্নতমানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে কম্পিউটার স্ক্যান করুন। মাউসটি অন্য কম্পিউটারে সংযোগ দিয়ে দেখুন ঠিক আছে কি না।

সমস্যা : ০৯

ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে ডিজিটাল ক্যামেরার সংযোগ দিলেও কম্পিউটার ক্যামেরাটি শনাক্ত করতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে 'new hardware found' বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : ০৯

আপনার ক্যামেরার সঙ্গের ড্রাইভারটি কম্পিউটারে ইনস্টল করে নিন। কম্পিউটারের সঙ্গে ক্যামেরার সংযোগটি সঠিকভাবে রয়েছে কি না পরীক্ষা করুন। অনেক সময় অপারেটিং সিস্টেমের কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে।

সমস্যা : ১০

আমার কম্পিউটারে এমপিফোর ফরমেটের কোনো ভিডিও চলে না। আমি ভিএলসি প্লেয়ার এবং উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার ব্যবহার করি।

সমাধান : ১০

আপনার মিডিয়া প্লেয়ারে সমস্যা রয়েছে। ইন্টারনেট থেকে এমপিফোর ফরমেটে কাজ করতে সক্ষম প্লেয়ার কম্পিউটারে ইনস্টল করুন। এ ছাড়াও আপনার এমপিফোর ফরমেটের ভিডিওগুলো ঠিক আছে কি না তা যাচাই করুন।

সমস্যা : ১১

আমার কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিংস বারবার কালো হয়ে যায়। ব্যাকগ্রাউন্ড সেটিংস ঠিক করার কিছুক্ষণ পর আবারও একই ধরনের সমস্যা হয় এবং "you may be a victim of software counterfeiting" বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : ১১

কম্পিউটারে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন। এ ছাড়া মনিটরটি ঠিক আছে কি না দেখে নতুন করে সংযোগ দিন এবং মানসম্পন্ন অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে হার্ডডিস্কের সব ড্রাইভ স্ক্যান করুন।

সমস্যা : ১২

নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করা হলেও কম্পিউটার আগের মতোই ধীরগতিতে কাজ করে। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে কম্পিউটার চালুর সময় 'diskboot failure' বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : ১২

আপনার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের সংযোগ সঠিকভাবে লাগিয়ে নিন। হার্ডডিস্ক থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন। গতি বাড়ানোর জন্য র‍্যাম মের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা : ১৩

আমার কম্পিউটারের সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে স্পিকারে ঠিকভাবে গান শোনা যায়। তবে হেডফোনের সংযোগ দেওয়া হলে কম্পিউটারে চালু থাকা অডিও বা ভিডিও ফাইল বন্ধ হয়ে যায়।

সমাধান : ১৩

আপনার হেডফোনটিতে সম্ভবত সমস্যা রয়েছে। হেডফোনের সংযোগস্থলে বিদ্যুৎ আসে কি না দেখে নিন। সাউন্ড সিস্টেমে ভালো মানের স্পিকার এবং হেডফোন ব্যবহার করুন।

সমস্যা : ১৪

কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন ওয়ার্ড ফাইল পরবর্তী সময়ে খুলতে গেলে ওয়ার্ড প্রোগাম বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি বারবার চেষ্টা করলে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়।

সমাধান : ১৪

আপনার কম্পিউটারে ভাইরাস রয়েছে। এ কারণে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন ওয়ার্ড ফাইল খুলছে না। উন্নতমানের লাইসেন্স করা অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন এবং নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ১৫

আমার প্রিন্টারে রঙিন প্রিন্ট করার ক্ষমতা থাকলেও প্রিন্ট করার সময় শুধু সাদাকালো প্রিন্ট বের হয়। আমি প্রিন্টারে কালি পরিবর্তন করেছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

সমাধান : ১৫

আপনি প্রিন্টারের কালি পরিবর্তন বলতে কি রিফিল করেছেন? তা হলে এ ধরনের সমস্যা হয়। আপনি প্রিন্টারের জন্য নতুন কালো এবং রঙিন কাট্রিজ কিনে নতুন করে ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ১৬

আমার কম্পিউটার থেকে টেক্সট ফাইল প্রিন্ট করা গেলেও কোনো ধরনের জেপিইজি (jpeg) ফরম্যাটের ফাইল প্রিন্ট হয় না। এমনকি ইন্টারনেট থেকে সরাসরি কোনো টেক্সট ফাইলও প্রিন্ট করা যায় না।

সমাধান : ১৬

আপনি জেপিইজি ফাইলটি আগে ফটোশপ অথবা ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে খুলুন। এবার জেপিইজি ফরম্যাটের ফাইল প্রিন্ট করা যায় কি না দেখুন। ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট করার সময় ফাইলটিতে প্রিন্ট অপশন আছে কি না দেখুন।

সমস্যা : ১৭

পেনড্রাইভ থেকে কোনো ফাইল কম্পিউটারে কপি করা যায় না। কিন্তু কম্পিউটার থেকে সব ধরনের ফাইল পেনড্রাইভে স্থানান্তর করা যায়। অনেক সময় পেনড্রাইভের সব ফাইলও দেখা যায় না।

tanbircox.blogspot.com

সমাধান : ১৭

আপনার পেনড্রাইভটি ভাইরাসে আক্রান্ত। লাইসেন্সকৃত উন্নতমানের অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে একে আগে মুক্ত করুন এবং পিসিটিও স্ক্যান করে নিন।

সমস্যা : ১৮

আমার কম্পিউটার চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে হ্যাং হয়ে যায় এবং এক ধরনের আওয়াজ করে। কম্পিউটার চালু করার জন্য রিস্টার্ট দিলে অনেকক্ষণ পর চালু হয়।

সমাধান : ১৮

আপনার কম্পিউটারের কেসিংয়ের সঙ্গে যুক্ত পাওয়ার সাপ্লাইটি পরিবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া হার্ডডিস্কের 'সি ড্রাইভ' ফরম্যাট করার পাশাপাশি নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ১৯

কম্পিউটার চালু করলে মনিটরে কোনো কিছু দেখা যায় না। এমনকি কম্পিউটার রিস্টার্ট করলেও রিস্টার্ট হয় না। তবে কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ বন্ধ করলে কম্পিউটার বন্ধ করা যায়।

সমাধান : ১৯

আপনার কম্পিউটারের সঙ্গে মনিটরের সংযোগ কেব্ল ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করুন। এবার মাদারবোর্ড থেকে প্রসেসরটি খুলে প্রসেসর ফ্যানটি পরিষ্কার করে লাগিয়ে নিন। এবার মাদারবোর্ড থেকে র্যা ম খুলে পরিষ্কার করে আবার সংযোগ দিন।

সমস্যা : ২০

কম্পিউটারে ঠিকমতো কাজ করা গেলেও যখন কম্পিউটার চালু করা হয়, তখন কম্পিউটারের ঘড়িতে ভুল সময় প্রদর্শন করে।

সমাধান : ২০

আপনি ডেস্কটপের নিচের বারে কম্পিউটারের ঘড়ি আইকনটিতে ডাবল ক্লিক করুন। ঘড়িটির বিস্তারিত তথ্য আপনি দেখতে পারবেন। এবার ঘড়িটির সময়, তারিখ ও সাল পরিবর্তন করে নিন।

সমস্যা : ২১

আমার ল্যাপটপে আগে গেইম খেলা গেলেও Windows XP Servise Pack 2 সেটআপ করার পর থেকে আর কোনো গেইম চলছে না।

সমাধান : ২১

আপনার Windows XP Servise Pack 2-এর সব ফাংশন সঠিকভাবে ইনস্টল হয়নি বলে এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আপনি নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম এবং গ্রাফিকস কার্ডের ড্রাইভার সঠিকভাবে ইনস্টল করুন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা : ২২

আমি কম্পিউটারে ফায়ারফক্স ব্রাউজার ব্যবহার করি। কিন্তু কিছুদিন ধরে একসঙ্গে কয়েকটি ওয়েবপেইজ চালু করতে গেলে ফায়ারফক্স হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি মাঝে মাঝে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়।

সমাধান : ২২

আপনাকে ফায়ারফক্সের সর্বশেষ সংস্করণের ভার্সণ ব্যবহার করতে হবে পাশাপাশি ভাল মানের এন্টিভাইরাস ব্যবহার করুন।

সমস্যা : ২৩

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে কোনো ফাইল মেইলে অ্যাটাচ করা যায় না। তবে মেইল থেকে ফাইল হার্ডডিস্ক ডাউনলোড করা যায়।

সমাধান : ২৩

আপনার ব্রাউজারটিতে সমস্যা রয়েছে। আপনি হালনাগাদ সংস্করণের ব্রাউজার ব্যবহার করুন। এ ছাড়া সব সময় দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

সমস্যা : ২৪

কম্পিউটারে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালেই কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়। আমি কম্পিউটারে হালনাগাদ সংস্করণের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করি এবং নিয়মিত কম্পিউটার ও পেনড্রাইভ ভাইরাস স্ক্যান করি।

সমাধান : ২৪

আপনি যে অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করছেন তা আপনার কম্পিউটারে থাকা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারছে না। অন্য প্রতিষ্ঠানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে কম্পিউটার এবং পেনড্রাইভ ভাইরাসমুক্ত করুন। সমাধান না হলে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ২৫

কম্পিউটারে কোনো ওয়ার্ড ফাইল তৈরির পর সেভ করলে একটির বদলে দুটি ফাইল সেভ হয়। পরবর্তী সময়ে ফাইলটি ব্যবহার করতে গেলে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়।

সমাধান : ২৫

ভাইরাসের কারণে আপনার ওয়ার্ড ফাইলে একাধিক ফাইল সেভ হচ্ছে। হালনাগাদ সংস্করণের লাইসেন্সকৃত অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহারের পাশাপাশি আপনি নতুন করে অফিস ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ২৬

আমার কম্পিউটারে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ১০.০ সংস্করণের সফটওয়্যার ব্যবহার করি। কিন্তু সফটওয়্যারটি একবার আনইনস্টল করলে আর ইনস্টল করা যায় না। পরবর্তী সময়ে আমাকে আবার নতুন করে উইন্ডোজ সেটআপ দিতে হয়।

tanbircox.blogspot.com

সমাধান : ২৬

পিসিতে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার সময় লক্ষ করবেন কোনো ফাইল যেন মিসিং না হয়। ইলাস্ট্রেটর আনইনস্টল করার সময় দেখতে সম্পূর্ণভাবে আনইনস্টল হয়েছে কি না।

সমস্যা : ২৭

আমার ল্যাপটপে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করার সময় সাউন্ড ড্রাইভার সঠিকভাবে ইনস্টল হলেও সাউন্ড আসে না। আমি আগে উইন্ডোজ ৭ ব্যবহার করতাম।

সমাধান : ২৭

অনেক ল্যাপটপে নরম্যাল এক্সপি সঠিকভাবে কাজ করে না, সে ক্ষেত্রে আপনাকে আপডেট উইন্ডোজ ব্যবহার করতে হবে। আপনি আবার উইন্ডোজ ৭ ইনস্টল করে দেখুন।

সমস্যা : ২৮

কম্পিউটারে কাজ করার সময় কোনো ফাইল সেভ করতে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। মাঝেমধ্যে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়ে যায় এবং কয়েকবার চেষ্টার পর কম্পিউটার চালু করা যায়।

সমাধান : ২৮

আপনি ডিস্ক ক্লিনআপ ব্যবহার করে পিসিটি থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন। সম্ভব হলে পিসিটি আপডেট করে নিন। পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করে নিন।

সমস্যা : ২৯

কম্পিউটারে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালেই কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায়। আমি কম্পিউটারে হালনাগাদ সংস্করণের অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার করি এবং নিয়মিত কম্পিউটার ও পেনড্রাইভ ভাইরাস স্ক্যান করি।

সমাধান : ২৯

আপনি যে অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার করছেন, তা আপনার কম্পিউটারে থাকা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারছে না। অন্য প্রতিষ্ঠানের অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার করে কম্পিউটার এবং পেনড্রাইভ ভাইরাসমুক্ত করুন। সমাধান না হলে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ৩০

আমার কম্পিউটারে দুটি হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হলেও একটি হার্ডডিস্ক প্রদর্শন করে। তবে হার্ডডিস্ক খুলে আবার সংযোগ দিলে তখন দুটি হার্ডডিস্কই প্রদর্শন করে। কিছুদিন পর আবার একটি হার্ডডিস্ক প্রদর্শন করে।

সমাধান : ৩০

কম্পিউটারের একটি হার্ডডিস্কের জাম্পার খুলে দিন। যে হার্ডডিস্কটি প্রদর্শন করে না, এর কেব্লগুলো পরিবর্তন করে ভালোভাবে সংযোগ দিন।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা : ৩১

আমি কোর আই৩ প্রসেসরের কম্পিউটার ব্যবহার করি। কিন্তু আমার কম্পিউটারে সব গেইম ভালোভাবে খেলা যায় না। বিশেষ করে ফুটবল, ক্রিকেট, জিটিএ : ভাইস সিটি ইত্যাদি গেইম খুব ধীরে ধীরে চলে এবং স্ক্রিন মাঝেমধ্যে আটকে যায়।

সমাধান : ৩১

শুধু উচ্চক্ষমতার প্রসেসর ব্যবহার করলেই সব ভিডিও গেইম সঠিকভাবে খেলা যায় না। উচ্চ রেজ্যুলেশনের ভিডিও গেইম খেলার জন্য উচ্চক্ষমতার গ্রাফিকস কার্ড এবং র‍্যাম প্রয়োজন হয়। গেইমের চাহিদানুযায়ী আপনার কম্পিউটারে গ্রাফিকস কার্ড এবং র‍্যাম ব্যবহার করুন।

সমস্যা : ৩২

আমি ইউম্যাক্স অল্ট্রা ৫৬০০ মডেলের স্ক্যানার ব্যবহার করি। কিন্তু কিছুদিন ধরে স্ক্যানারটি ব্যবহারের সময় 'ব্লগ' দেখাচ্ছে। স্ক্যানারটির ড্রাইভার মুছে আবার নতুন করে ইনষ্টল করেছি। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি।

সমাধান : ৩২

আপনার স্ক্যানারটিতে হার্ডওয়্যারজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা স্ক্যানারটি পরীক্ষা না করলে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। স্ক্যানারটির বিক্রয়োত্তর সেবার মেয়াদ থাকলে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে নিয়ে যান।

সমস্যা : ৩৩

আমার কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট ইনষ্টল করা থাকলেও ইন্টারনেটে কোনো সংবাদপত্র পড়তে পারিনা। আমি বেশ কয়েকবার ফন্ট ইনষ্টল করলেও সমস্যার সমাধান হয় নি।

সমাধান : ৩৩

কম্পিউটার বাংলা ফন্ট থাকলে সেটাকে ফন্ট অপশনে সেটআপ করে নিতে হবে। আপনি নতুন করে বাংলা ফন্টের যেকোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফন্ট অপশনে সেট করুন।

সমস্যা : ৩৪

কম্পিউটারে গান শোনার সময় শব্দ নিজ থেকেই কমবেশি হয়। আবার মাঝেমধ্যে কোনো গান চালু করলে কোনো শব্দ শোনা যায় না।

সমাধান : ৩৪

আপনার স্পিকারের জ্যাকটি সম্ভবত সঠিকভাবে সংযোগ দেওয়া হয়নি। সঠিকভাবে স্পিকারের জ্যাকটি সংযোগ দেওয়ার পর কাজ না হলে স্পিকারের কেব্লিট পরিবর্তন করতে হবে।

tanbircox.blogspot.com

সমস্যা : ৩৫

আমার কম্পিউটারের মাই কম্পিউটার থেকে কোনো ড্রাইভ খোলা যাচ্ছে না। তবে ডেস্কটপে থাকা ফাইল ব্যবহারের পাশাপাশি এক্সপ্লোর অপশন ব্যবহার করে ড্রাইভগুলো খোলা যায়।

সমাধান : ৩৫

আপনি প্রথমে ভাইরাস স্ক্যান করে নিন। কাজ না হলে নতুন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করুন। আগের ইনস্টল অপারেটিং সিস্টেমটির ফাংশন মিসিং আছে।

সমস্যা : ৩৬

আমি কম্পিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করি। আমার কম্পিউটারে নতুন করে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করার পর যেসব গেইম আমি আগে খেলতাম, তা চালু হচ্ছে না। গেইম চালুর সময় 'দি অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ ফেইলড টু স্টার্ট'_এ রকম একটি বাক্য দেখায়।

সমাধান : ৩৬

কোনো কম্পিউটারে নতুন করে যেকোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সি ড্রাইভে ইনস্টল হয়। সে জন্য আপনি উইন্ডোজ ইনস্টল করায় সফটওয়্যারগুলো কাজ করছে না। নতুন করে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ৩৭

আমি কম্পিউটারে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করি। কিন্তু যখনই আমি মোবাইল ফোন কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারে তথ্য বিনিময় হয়।

সমাধান : ৩৭

কম্পিউটারের প্লাগ অ্যান্ড প্লে চালু থাকায় আপনার মোবাইল ফোন কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য বিনিময় হচ্ছে। আপনি প্লাগ অ্যান্ড প্লে সুবিধা বন্ধ করে দিলে এ সমস্যা হবে না।

সমস্যা : ৩৮

কম্পিউটার বন্ধ করার জন্য শাট ডাউন কমান্ড দেওয়ার পর বন্ধ হতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় নেয়। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে কম্পিউটার চালু করার সময়ও আগের তুলনায় অনেক ধীরগতিতে চালু হয়।

সমাধান : ৩৮

আপনার কম্পিউটারটির কনফিগারেশন জানালে ভালো হতো। আপনি নিয়মিত ডিস্ক ক্লিনআপ ব্যবহার করে আপনার কম্পিউটার থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন।

সমস্যা : ৩৯

কম্পিউটারে কাজ করার সময় মাঝেমধ্যে 'নট রেসপন্ডিং' বার্তা প্রদর্শন করে। ওয়ার্ড ফাইলে কাজ করার সময় এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। আমার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ নেই।

tanbircox.blogspot.com

সমাধান : ৩৯

আপনার কম্পিউটারে ব্যবহার করা এমএস অফিস সফটওয়্যারটি ঠিকমতো কাজ করছে না। নতুন করে ইনস্টল করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলুন।

সমস্যা : ৪০

আমার কম্পিউটারে মাদারবোর্ডের সিডি ইনস্টল হচ্ছে না; যার কারণে শব্দ শোনা যায় না। এ ছাড়া কম্পিউটার বন্ধ করার জন্য কমান্ড দিলেও বন্ধ না হয়ে 'It is now safe to turn off your computer' বার্তা প্রদর্শন করে।

সমাধান : ৪০

আপনার পিসিতে অপারেটিং সিস্টেমটি সঠিকভাবে ইনস্টল হয়নি। আপনি নতুন করে উইন্ডোজ এক্সপি উন্নতমানের সিডি থেকে ইনস্টল করুন এবং কোনো ফাইল যেন বাদ না পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখুন।

সমস্যা : ৪১

কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে তিনটি পার্টিশন অর্থাৎ সিডি এবং ই-ড্রাইভ থাকলেও দুটি ড্রাইভে প্রবেশ করা যায় না। তবে কোনো ফাইল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার সময় সেই ড্রাইভগুলোতে ডাউনলোড করা যায়।

সমাধান : ৪১

আপনার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কটি নতুন করে পার্টিশন করতে হবে। তারপর প্রতিটি ড্রাইভ ফরম্যাট করে নিন। এবার নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে প্রয়োজনীয় ড্রাইভগুলো সঠিকভাবে ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ৪২

আমি ইয়াহু মেইল ব্যবহার করি। বেশ কিছুদিন ধরে আমার ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করার পর মেইল পড়া গেলেও মেইলের সঙ্গে থাকা কোনো অ্যাটাচমেন্ট পড়া যায় না। অর্থাৎ অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করার পর অনেক সময় পার হয়ে গেলেও তা চালু হয় না।

সমাধান : ৪২

যদি আপনি মনে করেন আপনার কম্পিউটার ভাইরাসমুক্ত, তাহলে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করার পাশাপাশি হালনাগাদ সংস্করণের ব্রাউজার ইনস্টল করুন।

সমস্যা : ৪৩

কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে কোনো ফাইল পেনড্রাইভে স্থানান্তর করা যায় না। তবে পেনড্রাইভ থেকে হার্ডডিস্কে ফাইল স্থানান্তর করা যায়।

সমাধান : ৪৩

আপনার পেনড্রাইভটি প্রথমে ভাইরাসমুক্ত করুন। সমস্যার সমাধান না হলে আপনার পেনড্রাইভটি নতুন করে ফরম্যাট করতে হবে। প্রয়োজনে উন্নতমানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে আপনার কম্পিউটারে ভাইরাস স্ক্যান করে নিন।

সমস্যা : ৪৪

কম্পিউটারে ওয়েবক্যাম চালু করলেই কম্পিউটার খুব ধীরগতিতে কাজ করে। এমনকি মাঝেমধ্যে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়ে যায়।

tanbircox.blogspot.com

সমাধান : ৪৪

ইন্টারনেটের গতি যদি ভালো মানের না হয়, তাহলে কম্পিউটার ধীরে কাজ করবে। এ জন্য আপনি দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের পাশাপাশি র্যা মের গতি বাড়িয়ে নিন। কম্পিউটারের প্রসেসরের ফ্যানটি সঠিকভাবে চলে কি না তা পরীক্ষা করুন।

সমস্যা : ৪৫

আমি কম্পিউটারে একটি অতিরিক্ত হার্ডডিস্ক ব্যবহার করি। কম্পিউটার চালু অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর হার্ডডিস্কটির ড্রাইভগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অন্য হার্ডডিস্কের ড্রাইভগুলো ঠিকই দেখা যাচ্ছে। পরে হার্ডডিস্কটি নতুন করে পার্টিশন করলেও সি ড্রাইভ বারবার মুছে যাচ্ছে।

সমাধান : ৪৫

আপনি অতিরিক্ত হার্ডডিস্কটির সঙ্গে কম্পিউটারের আবার সংযোগ দিন। সমস্যার সমাধান না হলে হার্ডডিস্কটির জাম্পার খুলে সংযোগ দিতে হবে। হার্ডডিস্ক পার্টিশন করার সময় সঠিকভাবে পার্টিশন করুন।

কম্পিউটার রিস্টার্ট হয় কেন ???

অনেক সময় দেখা যায় শখের কম্পিউটারটি অদ্ভুত আচরণ করে। কিছুক্ষণ চলার পর রিস্টার্ট হয় কিংবা অপারেটিং সিস্টেম চালুর ঠিক পূর্বে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়। তখন নিজের কাছেই খুব বিরক্তি লাগে।
চলুন দেখা যাক কি কি কারণে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়:

☆ অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে: কম্পিউটারের অভ্যনতরীণ অতিরিক্ত তাপমাত্রা কম্পিউটার রিস্টার্টের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এতে প্রসেসর তাপমাত্রা অপসারণ করতে পারে না। প্রসেসর একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পর তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বন্ধ করে দেয়। ফলে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়। তাই কম্পিউটারের আশেপাশে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রাখুন, যাতে গরম হাওয়া বের হয়ে যেতে পারে।

☆ র‍্যামের কারণে : র‍্যামের কারণেও কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে পারে। ধরুন আপনা যে র‍্যাম কম্পিউটারে লাগিয়েছেন তা আপনার মাদারবোর্ড সাপোর্ট করেনা, স্পীড ম্যাচ হচ্ছেনা কিংবা র‍্যামের চিপ নষ্ট থাকতে পারে। এসব কারণে কম্পিউটার রিস্টার্ট হতে পারে। অনেক সময় বেশি র‍্যাম লাগালেও সমস্যা হয়।

☆ হার্ডডিস্কের কারণে: এটা একটা কমন সমস্যা। হার্ডডিস্কে ব্যাড সেক্টর পড়লে এবং সেখান থেকে ডাটা রিড করার চেষ্টা করলে কম্পিউটার রিস্টার্ট কিংবা হ্যাং হয়ে যেতে পারে। এই সমস্যা সমধানের জন্য স্ক্যানডিস্ক দিয়ে স্ক্যান করে ব্যাড সেক্টর ফিক্স করা যায়। তাতেও কাজ না হলে হার্ডডিস্ক পরিবর্তন করা যেতে পারে। হার্ড ডিস্ক অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলেও কম্পিউটার রিস্টার্ট হতে পারে। অনেক সময় হার্ডডিস্কে এরর থাকে । এটিও রিস্টার্টের একটা কারণ । আপনি ড্রাইভের ইপর রাইট ক্লিক করে এরর চেক করতে পারেন অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে।

☆ ইউ এস বি ডিভাইসের কারণে : অনেক সময় ইউ এস বি ডিভাইস কম্পিউটারে যুক্ত করলে কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়। তবে বেশীরভাগ সময় এই কাজ করার আগে অপারেটিং সিস্টেম আপনার কাছে অনুমতি চাইবে। তবে আপনার ঐ ডিভাইসটি সমস্যাযুক্ত হলে কম্পিউটার বারবার রিস্টার্ট হবে।

tanbircox.blogspot.com

☆ অপারেটিং সিস্টেমের কারণে: অনেক সময় বিভিন্ন কারণে অপারেটিং সিস্টেম ক্র্যাশ করে ফলে অপারেটিং সিস্টেম চালু হতে পারে না এবং পুন:রায় নতুন করে চালু হওয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া কোন জটিল সমস্যা হলেও অপারেটিং সিস্টেম রিস্টার্ট হতে পারে। এটা অপারেটিং সিস্টেম এ ডিফল্ট দেয়া থাকে। আপনি চাইলে এটা বন্ধ করতে পারেন। এজন্য আপনাকে যা করতে হবে: মাই কম্পিউটারের উপর রাইট ক্লিক করে Advanced tab এ আসুন, এখানে Startup and Recovery এর নিচে Settings ক্লিক করুন। এখানে System Failure এর অধীনে Automatically Restart option টি আনচেক করুন।

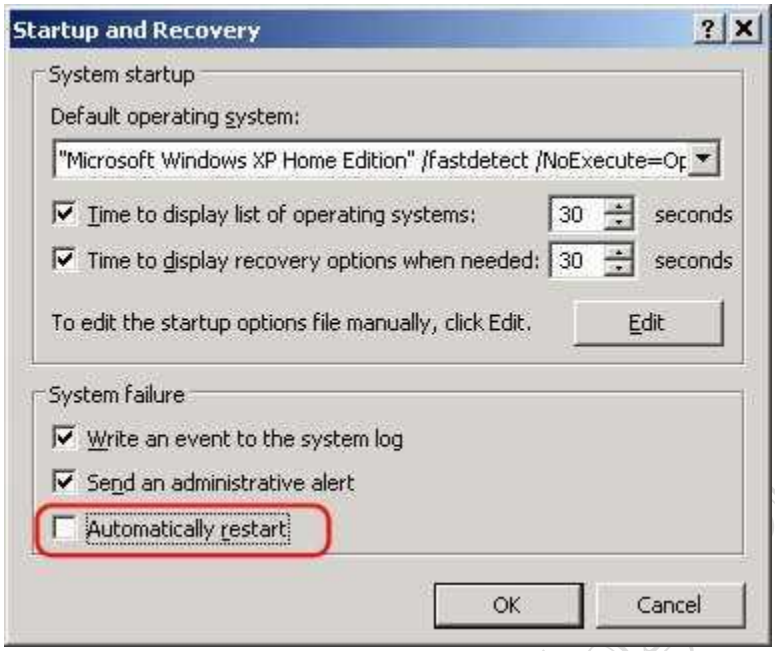

☆ হার্ডওয়্যারের কারণে: বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সঠিকভাবে কানেক্টেড না থাকলে বা লুস কানেক্টেড থাকলে কিংবা সমস্যাযুক্ত থাকলে ও কম্পিউটার রিস্টার্ট হতে পারে। হার্ডওয়্যার এসেম্বল করার সময় ভালভাবে চেক করে নেয়া ভাল।

☆ সফটওয়্যার ও গেইমসের কারণে: অনেক সময় বিভিন্ন সফটওয়্যার ও গেইমস ইন্সস্টল করার ফলে কম্পিউটার অদ্ভুত আচরণ করে কিংবা বারবার রিস্টার্ট হয়। তাই এই ধরনের সফটওয়্যার ও গেইমস ইন্সস্টল করা থেকে বিরত থাকুন। ইন্সস্টল করার পর যদি সমস্যা দেখা দেয় তাহলে দ্রুত আনইন্সস্টল করুন।

☆ ভাইরাসের কারণে: বিভিন্ন ভাইরাস ও কম্পিউটার রিস্টার্ট এর জন্য দায়ী। তাই ভাল একটা এন্টিভাইরাস ব্যবহার করুন, এটিকে নিয়মিত হালনাগাদ করুন। আর শিডিউল করে আপনার পিসি নিয়মিত স্ক্যান করুন।

tanbircox.blogspot.com

Computer Crash & its Solution

কম্পিউটার ক্রাশের সাথে আমরা সবাই কমবেশী পরিচিত। আর সমস্যাটা যে কতটা বিরক্তির তথা ক্ষতিকর তা আক্রান্তকারীই ভালো জানেন। হয়তো আপনি গভীর মনোযোগের সাথে ফটোসেশনের স্পেশাল ইফেক্ট নিয়ে কাজ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সম্পূর্ণ সিষ্টেম হ্যাং হলো কিংবা ব্লু-স্ক্রীন আর কিছু Error ম্যাসেজ দেখা গেল। অগত্যা আপনাকে All+Ctrl+Del কী-চেপে সিষ্টেম রিবুট করতে হলো। এই ক্রাশের বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। যেমনঃ সফটওয়্যার বাগস, হার্ডওয়্যারের কম্পিটিবিলিটি সমস্যা, মেমোরী ব্লক হওয়া ইত্যাদি।

ক্র্যাশ: কেন, কিভাবে হয় -

আপনার পিসি যেকোন সময়েই ক্র্যাশ করে সব কাজ নষ্ট করতে পারে। কিন্তু এমনও অনেক সম্পিউটার আছে যেগুলো কোন রিস্টার্ট কিংবা সমস্যা ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসবের মধ্যে পিসির সংখ্যা খুবই কম। পিসি কেন কোন রকম সমস্যা ছাড়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবে না, যেখানে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার কোন রকম ক্র্যাশ, হ্যাং বা সমস্যা ছাড়াই বছরের পর বছর সার্ভিস দিয়ে থাকে। এর কারণ বের করতে গেয়ে টেকনোলটিকেই দায়ী হতে হবে। সবচেয়ে বেশি যে কারণটি পিসি ক্র্যাশের জন্য দায়ী তা হলো- বিশ্বস্ততাকে কখনোই অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি এবং ব্যবহারকারী এই উভয়ের দিক থেকেই রয়েছে অবহেলা। কাজেই পিসিরও সময় এসেছে পরিবর্তন ঘটাবার।

পিসি ক্র্যাশের তত্ত্ব কথা-

ক) অতীত অবস্থা: টেকনিক্যাল কারণ খুজে বের করার আগে পিসির সাইকোলজি বিশেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পিসির প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণাই ছিল ব্যবসা যা এর ক্র্যাশের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তখন পিসির আকৃতি ছোট করার এবং এটা যাতে সবাই কিনতে পারে সে দিকেই বেশি গুর"ত্ব দেয়া হয়েছে। তারা হার্ডওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম মূল্যের পার্টস ব্যবহার করেছে এবং সফটওয়্যার লেখার সময় বিপদজনক শর্ট কাটের আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়াও ধীর গতির সিপিইউ (CPU) আর সামান্য কি.বা.-এর রাম সম্বলিত প্রথম দিকের পিসিগুলোতে সর্বোচচ পারফরমেন্স পাবার আশায় অপারেটিং সিস্টেম, সকল এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ও ডিভাইস ড্রাইভার চালানোর জন্য মেইন মেমরির একটি নির্দিষ্ট স্পেস ব্যবহার করতো। কাজেই এগুলোর মধ্যে যেকোন একটিতে ক্ষতিকারক বাগ এ্রাকলে তা পুরো সিষ্টেমকেই অচল করে দিত। ফলে অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপারদের তেমন কোন উপায়ও ছিল না। কেননা অপাবেটিং সিস্টেমকে অন্যান্য প্রোগ্রাম থেকে পৃথক ও ¯^Zš¿ করার জন্য আগের (CPU) গুলোতে কোন প্রটেকটেড মেমরি বা মধ্যবর্তী কোন মোড ছিল না। সব সফটওয়্যারই নির্দিষ্ট ও অরক্ষিত স্পেস ব্যবহার করত। যার ফলে যেকোন সফটওয়্যারের একটি সমস্যা অন্য সফটওয়্যারকেও খুব সহজেই প্রভাবিত করতে, যার শেষ পরিণতি সিষ্টেম ক্র্যাশ।

তবে একথা সত্য যে প্রথমদিকের পিসিগুলো যথেষ্ট বিশ্বস্ত ছিল তাদের সহজ ও সরল আরকিটেকচারের জন্য। সত্তর ও আশির দশকের প্রথম দিকের পিসির চেয়ে বর্তমানে পিসি ক্র্যাশের সমস্যা বেশি। তা ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন। তার কারণ বর্তমানে পিসির জটিল আকার ধারণ করা।

tanbircox.blogspot.com

খ) বর্তমান অবস্থা : পিসির বর্তমান অপারেটিং সিস্টেমের কোড সাইজের স্বাভাবিক বৃদ্ধির কথাই ধরুন। ১৯৯২ সালের উইন্ডোজ এনটি-এর অরিজিনাল ভার্সনে সোর্স কোডের সংখ্যা ছিল ৪ মিলিয়ন লাইন, যা ওই সময়ের হিসেবে যথেষ্ট বিশাল। এই সোর্স কোডের পরিমাণ ১৯৯৬ সালে রিলিজকৃত এনটি ৪.০ (4.0)-এ বেড়ে ১৬.৫ মিলিয়নে দাঁড়ায়। আর এই বছরে NT-এর যে নতুন ভার্সন ৫.০ এসেছে তার সোর্স কোডের পরিমাণ প্রায় ৩০ মিলিয়ন লাইন। সত্যিকার অর্থেই এই পরিমাণ সবাইকে অবাক করে দেয়ার মত। শতকরা হিসেবে এই বৃদ্ধির হার ৬ বছরে ৭০০%।

বিশ্বস্ত সিস্টেম যারা তৈরি করেন, তারা সাধারণতঃ সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন ঘটান না। আগের কোড গুলোই কিছুটা পরিবর্তন করে থাকেন। কিন্তু পিসির ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে নতুন ও অপরীক্ষিত কোড ব্যবহার করা হচ্ছে । আর স্বাভাবকিভাবেই এই নতুন কোডে অনেক বাগও থাকতে পারে। বেশিরভাগ প্রকৌশলীরাই একমত হয়েছেন যে, পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত ১৫ মিলিয়ন লাইনের কোড, একেবারে নতুন ১৫ মিলিয়ন লাইন কোডের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

যাইহোক, মাইক্রোসফট-এর ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম প্রোডাক্ট ম্যানেজার রাশ ম্যাডলেনার বলেছেন, সোর্স কোডের বৃদ্ধি অবশ্যই ম্যানেজ করা যেত যদি ডেভেলপাররা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিমাণ বাড়াতো। এখানে উলেখ্য যে, উইন্ডোজ NT প্রডাক্ট গ্র"পের প্রতি প্রোগ্রামারের জন্যএখন দুজন করে যাচাইকারী রয়েছে। রাশ ম্যাডলেনার আরো বলেছেন যে, কোডের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাগের বৃদ্ধির হার সমান নয়।

তবে, একথা সত্য যে, উইন্ডোজ ৯৫ বা ৯৮ এর চেয়ে উইন্ডোজ NT বেশি ক্র্যাশ প্রুফ। আর এসবগুলোই সাধারণতঃ ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের চেয়ে কম ক্র্যাশের সমস্যায় ভুগে। NT -এর বয়েছে বেশি নির্দিষ্ট মেমরি প্রটেকশন। উইন ৯৫/৯৮-এও রয়েছে যথেষ্ট মেমরি প্রটেকশন। একারণেই MS DOS এবং উইন ৩.১-এর যে সামান্য অস্তিত্ব এখনও রয়েছে , সেটিও হুমকীর সম্মুখীন। অন্যদিকে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে ভার্চুয়ালি কোন মেমরি প্রটেকশন নেই। আর এগুলোতে একাধিক কাজ সম্মিলিতভাবে একই মেমরি স্পেস ব্যবহার করে-যা এই সিস্টেমের সৃষ্টির (আশির দশকের প্রথম দিকে) পর থেকেই রয়েছে।

তবে কথা এখানেই শেষ নয়। এখন দেখার বিষয় হলো NT -এর বিশালত্বের সাথে সাথে এর বিশ্বস্ততা কতটা টিকে থাকে। আর এর আকার যে দিনে দিনে বড় হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, প্রায় সবাই নতুন নতুন ফিচার চায়। সফটওয়্যার বিক্রেতারা বেশি ফিচার চায় কেননা নতুন ও আপগ্রেড প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য তাদের উপকরণ দরকার। চিপ প্রস্তুতকারী ও সিস্টেম বিক্রেতাদের বড় ও দ্রুতগতির সিস্টেম বিক্রি করার কারণ দরকার। আর সর্বপরি, ব্যবহারকারীদের নতুন জিনিসের প্রতি রয়েছে অদম্য আসক্তি।

গ) অপ্রত্যাশিত অবস্থা: এগুলো রান-টাইম সমস্যা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার অনুপ্রবেশ,যা সিপিইউকে স্বাভাবিক কার্য্য সম্পাদন থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করে। উদাহরনস্বরুপ যখন কোন প্রোগ্রাম এমন একটি ডাটা ফাইল ওপেন করতে চায় যার কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে CPU একটি ব্যতিক্রম অবস্থা প্রদর্শন করে। আর এটি হচ্ছে- "File not found." যদি প্রোগ্রামের ইরর-ট্র্যাপ করার কোড উন্নতমানের না হয় অথবা যদি এর অস্তিত্বই না থাকে, তখন প্রোগ্রামটি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। আর এজন্যই দরকার একটি বিশ্বস্ত ও উন্নতমানের অপারেটিং সিস্টেম। এটি হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে সমস্যার সমাধান করবে না, কিন্তু অন্তত পক্ষে এটি একটি ইরর-মেসেজ দেখাবে, যাতে হয়তো লেখা থাকবে- "File not found: Are you sure you inserted the right disk? "

পিসি ক্র্যাশের টেকনিকাল কারণ-

যদিও পিসি ক্র্যাশএর অনেক টেকনিক্যাল কারণ রয়েছে তবুও এসবগুলো দুটো বিশেষ ধারার মধ্যে পড়ে। প্রথমতঃ টেকনিক্যাল জটিলতার উর্ধ্বোগতি যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বস্ততার উপর কম গুরুত্ব আরোপ করা। টেকনিক্যাল কারণে পিসি-ক্র্যাশের কারণকে দুটো প্রধান ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। যথা - হার্ডওয়্যার সমস্যা এবং সফটওয়্যার সমস্যা।

হার্ডওয়্যার সমস্যা: যদিও জটিল হার্ডওয়্যার সমস্যা সাধারণতঃ কম হয়, তবুও এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা, বর্তমানে হার্ডওয়্যারের দাম বিশ্ববাজারে যেভাবে কমছে তার মূল কারণ হচ্ছে প্রস্তুত কারকরা হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিকগুলো নানাভাবে অপটিমাইজ করছেন যা কিনা এত ব্যাপকভাবে আগে কখনো হয়নি।

সফটওয়্যার সমস্যা: সাধারণতঃ যখন কোন পিসি ক্র্যাশ করে তখন সফটওয়্যারগুলো ফেইল করে। যদি এটি কোন এপ্লিকেশন হয় তাহলে আপনাকে আনসেভড কাজ হারাতে হবে। তবে একটি উন্নতমানের অপারেটিং সিস্টেম অবশ্যই অন্যান্য প্রোগ্রামের মেমেরি পার্টিশন রক্ষা করবে। অনেক সময় ক্র্যাশড প্রোগ্রামটি অসংখ্য সফটওয়ারে সমস্যা সৃষ্টি করে যা সম্পূর্ণ সিস্টেম অচল করে দেয়। তখন একটি মাত্র কাজই করার থাকে, আর তা হলো পিসি রিবুট করা। কিন্তু এতে আপনার সব আনসেভড কাজ মুছে যাবে। কথা এখানেই শেষ নয়, যেহেতু অপারেটিং সিস্টেম বা এপিকেশন কোনটিই ওপেন ফাইল বন্ধ করতে বা টেম্পোরারি ফাইল মুছতে বা আই/ও চ্যানেল সফল করতে পারে না তাই অপ্রত্যাশিত রিবুট হার্ডডিস্কে নানান জঞ্জাল তৈরি করতে পারে, এক্ষেত্রে হার্ডডিস্ক ক্র্যাশ করার সম্ভাবনাও রয়েছে।

প্রোগ্রাম কেন ক্র্যাশ করে ? দুটি কারণে প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করে থাকে।

প্রথমতঃ এমন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে যা কিনা প্রোগ্রাম ডিজাইনাররা আশা বা চিন্তা করতে সক্ষম হয়নি। ফলে প্রোগ্রামটি ঐ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রোগ্রামটি ঐ অবস্থা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা অবজ্ঞা করে।

তবে আসল কথা হলো যেকোন প্রোগ্রামেই সম্ভাব্য সকল অবস্থার মোকাবেলা করা উচিত। অন্তত প্রোগ্রামটি অন্য কোন প্রোগ্রামের সাহায্য নিতে পারে যা ঐ অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, যেমন অপারেটিং সিষ্টেম। কিন্তু বাস্ত প্রোগ্রামাররা সকল অবস্থা বিবেচনায় আনেন না। প্রায়ই তারা এমন সব অবস্থা বিবেচনার বাইরে রাখে, যেগুলোর জন্য অপারেটিং সিষ্টেমই হচ্ছে শেষ ভরসা ও সম্বল যা উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারবে।

এসব বিপদের ব্যাপারে প্রোগ্রামারদের জটিল অপারেশনগুলোকে এমনভাবে কোড করতে হবে যাতে তা যেকোন সমস্যাকে একটি বিশেষ সাব-রুটিনের মধ্যে ফেলতে পারে। এই সাব-রুটিন সমস্যার কারণ বের করে এর ব্যাপারে কিরা হবে তা ঠিক করবে। অনেক সময় প্রোগ্রামগুলো ব্যবহারকারীকে কোন সমস্যা হয়েছে এটা জানতে না দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আর অন্যথায়, প্রোগ্রাম আপনাকে ইরর মেসেজ দিয়ে জানাবে কি করতে হবে। যদি সমস্যা নিয়ন্ত্রণের কোড ব্যর্থ হয় বা কোন কারণে করাপ্ট করে, তখনই প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করে।

অন্যান্য কারণ - আরো যেসব রহস্যজনক কারণে পিসি ক্র্যাশ হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে ভাইরাস একটি উলেখযোগ্য নাম। এই ভাইরাস যে কত পিসির কতবার ক্র্যাশ হবার কারণ, তা বের করা সম্ভব নয়। কেননাম প্রতিনিয়তই এটি অনেক পিসির পিস্টেম ভেঙ্গে দিচেছ। আরো একটি সমস্যা আছে। আর তা হলো, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার চুরি। বিশেষ করে রামের চুরির হার বেশি। এর ফলে যখন সিস্টেম অন করা হয় তখন প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারের অভাবে পিসি ক্র্যাশ করে।

tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

কম্পিউটার ক্রাশ প্রতিকারের উপায়

Protection against Crash

সমস্যা যে রকমই হোক না কেন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা কম্পিউটার ক্রাশ প্রতিরোধ করতে শতাধিক সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। কম্পিউটার সমস্যার শতাধিক টিপসের মধ্যে কয়েকটি নিম্মে আলোচনা করা হলো -

টিপস এক - তৈরী থাকতে হবে উইন্ডোজ ষ্টাট আপ ডিস্ক । যেকোন সময়ই আপনার সিষ্টেম ক্রাশ হয়ে পুরোপুরি অচল হতে পারে। ফলে হট কী চেপে বা রিসেট বাটন চেপেও কম্পিউটার স্ক্রীনে 'Boot failure' এর সম জাতীয় স্ক্রীন ম্যাসেজ দেখা যেতে পারে। এখন আপনার পিসি বুট করতে সাহায্য করবে এই ষ্টাটার্ট আপ ডিস্ক। উইন্ডোজ অপারেটিং সিষ্টেম ইনষ্টল করার সময়ই এই জাতীয় ডিস্ক তৈরীর অপশন থাকে। আপনি পরেও তৈরী করে নিতে পারেন। এজন্য আপনাকে নিচের ধাপসমূহ অনুসরন করতে হবে।

কন্ট্রোল প্যানেলের Add/Remove Program আইকনে ডাবল ক্লিক কর"ন এবং Start Up Disk ট্যাবে ক্লিক করুন।

ফ্লপি ড্রাইভে একটি নতুন ফ্লপি প্রবেশ করান।

reate Disk অপশনে ক্লিক করুন। মূহুর্তেই আপনার ষ্টাটা আপ ডিস্ক তৈরী হবে।

টিপস দুই - ষ্টার্টআপ সমস্যা অনেক কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কিছু ইরর ম্যাসেজ প্রদর্শিত হওয়ার পরই উইন্ডোজ চালু হয়। মূলত এসব স্ক্রীন ম্যাসেজে উইন্ডোজের বিভিন্ন মিসিং (missing) অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া ফাইল সম্পর্কে ইউজারকে ম্যাসেজ দেওয়া হয়। সাময়িকভাবে এগুলো স্কীপ (Skip) করে উইন্ডোজ চালু হলেও তা সময়ান্তে বড় আকার ধারন করে। এসব সমস্যা দূর করতে আপনার তৈরীকৃত বুটাবেল ষ্টার্টআপ ডিস্কেট দিয়ে কম্পিউটার বুটআপ করতে হবে এবং পূনরায় উইন্ডোজের হারিয়ে যাওয়া ফাইল সমূহ পূনঃ স্থাপিত হবে। আবশ্য যাদের কাছে উইন্ডোজের অরিজিন্যাল ইনষ্টলেশন সিডি রয়েছে তারা কাজটি নিম্নরূপে আরো সহজে করতে পারেন। উইন্ডোজ ষ্টার্ট হওয়া কালীন F8 ফাংশন কী চেপে Safe Mode এ কম্পিউটার চালু কর"ন। এবার ইনষ্টল সিডিটি ড্রাইভে প্রবেশ করান। সেটআপ প্রোগ্রাম চালিয়ে 'Verify' অপশন সিলেক্ট করুন। এবার খুবসহজেই প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সিষ্টেমে কপি হবে।

টিপস তিনঃ- এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার অবশ্যই একটি উন্নতমানের অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের চলতি ভার্সন সিষ্টেমে রাখবেন। যদিও যে কোন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার কিছুট হলেও মেমোরীর দখল নিয়ে থাকে। তবে তা ভাইরাস প্রতিরক্ষায় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে ভাইরাস দমনের ক্ষেত্রে সেরা মান সম্পন্ন সফটওয়্যার হলো ম্যাকপি ভাইরাস স্ক্যান, নর্টন এন্টি ভাইরাস, টুলকীট ইত্যাদি। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার কারীদের ডাইনলোড করা এক্সিকিউটেবল ফাইল চেপে সক্ষম এন্টি ভাইরাস ইনষ্টল করতে হবে। উলেখিত সফটওয়্যার ছাড়াও শুধুমাত্র ইন্টারনেট ভাইরাস প্রতিরোধী সফটওয়্যার যেমনঃ ভাইরাস সেফ ওয়েব ও পাওয়া যায়। তবে একটি কথা, প্রতি তিন মাস অন্তর অবশ্যই আপনার ভাইরাস স্ক্যানারটি আপডেট করে নিবেন।

tanbircox.blogspot.com

টিপস-চার - ব্যাকআপ যদিও বিরক্তকর হ্যাঁ আপাতত আপনার কাছে কোন ফাইলের ব্যাকআপ নেওয়া খুব বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু ৫০ পাতার রিপোর্ট তৈরী করার পর হঠাৎ সিষ্টেম ক্রামের কারণে যদি ফাইলটি উধাও হয়ে যায় তখন বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনার জন্য সুখকর হয়ে না এজন্য প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ফ্লপিতে এক, স্থায়ী ও অনেক বেশী ডাটা সিডিতে ব্যাকআপ হিসেবে বেখে দিতে পারেন।

টিপস-পাঁচ - সপ্তাহে অন্তত একদিন স্ক্যানডিস্ক চালনা করুন। স্ক্যান ডিস্ক চলতে প্রায় আধা ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। সময়টা আপনার কাছে একটু বেশী মনে হলেও সিষ্টেমকে ষ্টান্ডার্ড রাখতে স্ক্যান ডিস্ক বেশ কাজের। এটা আপনার পুরো হার্ডডিস্ক চেক করে ক্ষতিগ্রস্থ ফাইল সতূহ রিপিইয়ার করে দেবে এবং অপ্রয়োজনীয় ফাইল ডিলিট করে হার্ডডিস্কের জায়গা বাড়াবে। এছাড়া অবশ্য সপ্তাহান্তে একবার ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট প্রোগ্রাম চালনা করতে হবে। এতে আপনার সব সময় ব্যবহৃত হয় এমন প্রোগ্রাম ও ফাইলসমূহ সুসজ্জিত হবে। ফলে যেকোন প্রোগ্রাম আগের তুলনায় দ্রুত চালু হবে।

টিপস-ছয় - হার্ডওয়্যার ড্রাইভসমূহ আপডেটেড রাখুন। কম্পিউটার ক্রামরোধে হার্ডওয়্যার ড্রাইভসমূহ অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। অন্ততঃ প্রতি তিনমাসে একবার হলেও আপনার নিত্যব্যবহৃত হার্ডওয়্যারসমূহ যেমন মাউস, সিডিরম ড্রাইভম সাউন্ডকার্ড ইত্যাদির ড্রাইভসমূহের কোন আপডেট এসেছে কিনা তা খোঁজ রাখুন। সহজে আপডেট ড্রাইভ বিনামূল্যে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবপেজ থেকেই ডাইনলোড করা যায়। অপারেটিং সিষ্টেমের সাথে আরো বেশী কম্পিটিবল করার জন্য এসব হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসহ ড্রাইভসমূহ মাঝে মাঝেই তাদের গবেষনা দলের মাধ্যমে আরো উন্নত করে যাতে হার্ডওয়্যারটি ও অপাবেটিং সিষ্টেমের মধ্যে বৈসাদৃশতা (Conflict) একদম কমিয়ে আনা যায়। ফলে কম্পিউটার সিষ্টেম ক্রাশের সম্ভাবনাও বহুলাংশে হ্রাস পায়। আর আপনিও এই আপডেটেড ড্রাইভ ব্যবহার করে সিস্টেমের পারফরমেন্সও বাড়াতে পারেন।

টিপস-সাত -রাম যথাসম্ভব বাড়িয়ে নিন। একইসাথে একাধিক বড় এপ্লিকেশন চালাতে গিয়ে অপারেটিং সিষ্টেম প্রয়োজনীয় রামের অভাবে ক্রাশ করে থাকে। মূলত সিষ্টেমে যত বেশী বাড়বে। আর অনাকাংখিত ক্রাশ থেকে সিষ্টেমকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। যদিও র‍্যামের দাম বরাবরই একটু বেশী তবে রামকে যদি ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর সাথে তুলনা করা হয় তবে বাস্তবক্ষেত্রে কম্পিউটারকে সত্যিই র‍্যাম সেরকম সাপোর্টই দিবে। একটি পেন্টিয়াম টু সিষ্টেমে যদি ৩২ মেগা ব্যাম যোগ করা হয় তবে তা উচচগতির প্রসেসর থাকা সত্বেও স্বাভাবিক পারফরমেন্স দেখাতে সক্ষম হবে না। বর্তমানে যেকোন উইন্ডোজ নির্ভর সিস্টেমে কমপক্ষে ৬৫ মেগা এবং সম্ভব হলে ১২৮ মেগা রাম সবচাইতে বেশী মানানসই ও কার্যকর।

টিপস-আটঃ- সোয়াপ ফাইল সাইজ নির্ধারিত রাখুন- আপনি কখনো কখনো সিষ্টেম থেকে Out of Memory জাতীয় ম্যাসেজ পেয়ে থাকবেন। এ জাতীয় ম্যাসেজের কারন রাম নয় বরং ভার্চুয়াল মেমরী (হার্ডডিস্কের নির্ধারিত অংশ)। উইন্ডোজ ভাচুয়াল মেমোরী ম্যানেজ করার জন্য হার্ডডিস্কের নির্দিষ্ট একটা অংশ বিনিময়য়োগ্য সোয়াপ ফাইল সৃষ্টি করে। মাত্রাতিরিক্ত ডাটা নিয়ে কাজ করার সময় অপারেটিং সিষ্টেম এই ভার্চুয়াল মেমোরী ব্যবহার করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় স্পেস খুঁজে না পেলেই সমস্রা দেখা দেয়। তাই এ সমস্যা এড়ানোর জন্য সোয়াপ ফাইলকে উইন্ডোজ নিভূর না বেখে একটি ফিক্সড সাইজে নির্ধারন করে দেওয়া উচিত। এই সাইজটি আপনার সিষ্টেমের র‍্যাম থেকে তিনগুন বেশী হতে হবে। অর্থাৎ সিষ্টেমে ব্যবহৃত রামের পরিমান যদি ৬৪ মেগাবাইট হয় তবে সোয়াপ ফাইলের সাইজ কমপক্ষে ২০০ মেগা হওয়া উচিত। আর সোয়াপ ফাইল সেট করার জন্য Control Panel থেকে

System আইকনে ডাবল ক্লিক করুন। এখানে Performance ট্যাব হতে Virtual Memory সিলেক্ট করুন। এবার নিজের মতো সেটিং করুন। তবে অবশ্যই মিনিমাম ও ম্যাক্সিমাম সাইজ সমান রাখবেন। উইন্ডোজ কিছু ম্যাসেজ দেখাবে সতর্কতার সাথে তা এড়িয়ে যান। কম্পিউটার Restart করলেই নতুন কার্যকর হবে।

টিপস-নয়ঃ ষ্টার্টআপ হতে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম বাদ দিন । উইন্ডোজের (Programs) মেনুভুক্ত (Startup) ফোল্ডার হতে অপ্রয়োজনীয় সবপ্রোগ্রাম বাদ দিয়ে দিন। কারন কম্পিউটার চালু হলেই এই প্রোগ্রামভুক্ত সব ফাইল স্বয়ংক্রীয়ভাবে চালু হয়ে। তেমনি মেশিনও ষ্টীডের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ধীর হয়ে যায়। বুট আপে অর্থাৎ ষ্টাট আপে কোন নিত্যব্যবহৃত প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রীয়ভাবে চালু হওয়া অবশ্যই ভালো কিন্তু আপনি ব্যবহার করেন না এমন সব প্রোগ্রাম একে একে চালু হওয়া সিষ্টেমের উপর বাড়তি চাপ ছাড়া কিছুই নয়। তাই (Start>Setting>Taskbar) এর (Startup Programs) ট্যাব থেকে (remove) এ ক্লিক করে (Startup) এর অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম সর্টকাট বাদ দিন।

টিপস-দশ - আপনি একদমই ব্যবহার করেন না এমনসব প্রেগ্রাম কম্পিউটার থেকে আনইনষ্টল করুন (অবশ্যই Control Panel এর আইকন থেকে)। ধরা যাক আপনি ডিজাইন ও গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করতে সবসময় ফটোশপ ব্যবহার করেন। অতএব অতিরিক্ত গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম আনইনষ্টল করুন অথবা ব্যাকআপে শুধু সেট সাথে একসঙ্গে তিনের অধিক প্রোগ্রাম চালানোও ঠিক নয়। কারন মাল্টিটাস্কিং এর সুবিধা আপনি নিতে গিয়ে সিষ্টেমের রিসোর্চ ঘাটতি ঘটতে স্বাভাবিক ভাবেই সিষ্টেম ক্রাশ করবে।

টিপস-এগারো - বেটা সফটওয়্যার ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। কারন বেটা সফটওয়্যারের আরেক নাম বাগি (Buggy) সফটওয়্যার। বেটা ভার্সন বাজারে ছাড়ার মূল কারনই হলো এর বাগস গুলো সহজে নির্নয় করা। এক্ষেত্রে আপনার সিষ্টেম হলো গিনিপিগ আর বেটা সফটওয়্যারটি হলো পরীক্ষক। বেটার কারন সিষ্টেম ক্রাশ করলে তা সফটওয়্যার কোম্পানীকে মূল ভার্সন উন্নত ও বাগমূক্ত করতে সাহায্য করবে কিন্তু আপনার সিষ্টেমের কোন লাভ হবেনা। তাই এখনি উইন্ডোজ ২০০০ এর বেটাভার্সন চালিয়ে গিনিপিগ না হয়ে কদিন পরে মূলভার্সন ব্যবহার করুন, ফলে অন্ততঃ সিষ্টেম ক্রাশ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সর্বশেষ পরামর্শ হলো আপনি যদি ক্লোন ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন তবে হার্ডওয়্যার কেনার সময় আরো বিচক্ষন হোন। ভালোমানের হার্ডওয়্যার যেমন সামান্য কুলিং ফ্যান কিংবা পাওয়ার সাপ্লাই উইনিট কিংবা কানেকশন কেবলসমূহ উন্নতমানের হলে সিষ্টেম হার্ডওয়্যারজনিত ক্রাশের একদমই কমে যায়।

টিপস- বারো - যতট সম্ভব কম সফটওয়্যার ইনস্টল করুন। এতে সফটওয়্যার কনফ্লিক্ট কম হবে, সিস্টেম ম্যানেজ করা সহজ হবে এবং নিজের বাড়তি কাজের জন্য ডিস্ক স্পেস বেশি পাওয়া যাবে।

আরো বেশি রাম ইনস্টল করুন। এটি অধিক ও বড় বড় প্রোগ্রাম সাফল্যের সাথে রান করাতে সহায্য করবে। আপনার মোট র‍্যাম কতো হবে এর একটি হিসেব এখানে দেয়া হলো- বিশেষজ্ঞদের একটি বৈজ্ঞানিক সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার রামের পরিমাণ হতে হবে N+16 MB. এখানে N আপনার বর্তমান রামের পরিমাণ বোঝাচ্ছে।

অনেকেই হার্ডডিস্ক রি-ফরমেট করে সব সফটওয়্যার নতুন করে ইনস্টল করে থাকেন। তাদের মতে এর ফলে সিস্টেমের বিশ্বস্ততা ওপারফরমেন্সে উলেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। কিছু কিছু কোম্পানিও এই নীতি অনুসরণ করে থাকে। আপনিও বছরে একবার বা দুবার এটি করে দেখতে পারেন।

একই সাথে বেশি সফটওয়্যার না চালানোই ভাল। যদিও এটি বেশ সুবিধাজনক কিন্তু যদি পাঁচটি এপিকেশন একসাথে রান করানো হয় তাহলে এগুলো পেইজ ফ্লট এর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে দেবে।

সফটওয়্যারের বেটা ভার্সন সর্বদা পরিহার করুন। কারণ বেটা মানেই হচেছ বাগি (Buggy)| যদি বেটা ভার্সন পরীক্ষা করা জরুরী হয় তাহলে এক এমন পিসিতে ইনস্টল করুন যার কার্যকারিতা বা গুরুত্ব কম। আর তা না করে যদি সবচেয়ে বেশি ব্যবহারের পিসিতে ইনস্টল করা হয় তাহলে তা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত অবস্থা হবে।

ভাল হার্ডওয়্যার কিনুন। যেকোন ব্র্যান্ড-নেম, সস্তা মাদারবোর্ডের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বস্ত। তাছাড়া দামেও তেমন পার্থক্য নেই। এছাড়াও কুলিং ফ্যান পাওয়ার সাপ্লাই ও ক্যাবলের ক্ষেত্রে কিছু টাকা বেশি লাগলেও ভালটাই কিনুন। আ রামের ব্যাপারে ্নার মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল অনুযায়ী ভাল ব্যান্ডের রাম কিনুন।

কোন সমস্যা না থাকলে সমাধান করতে চাওয়াটা বোকামী। তাই আপনার সিস্টেমের কোন সমস্যা ছাড়াই যদি এর সমাধানের জন্য উঠে পড়ে লাগেন সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাছাড়া এতে ক্ষতি হবারও সম্ভবনা রয়েছে। তাই সিস্টেমের স্বাভাবিক যত্ন নেয়াটাই যথেষ্ট।

সময় পেলেই ডায়াগনস্টিক প্রোগ্রাম রান করুন। আর যদি পিসি প্রায়ই ক্র্যাশ করে তাহলে তো কথাই নেই। ডায়াগনস্টিক প্রোগ্রামগুলো পিসির যত্ন নিতে খুবই উপকারী। উইন্ডোজ ও ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের ডায়াগনস্টিক টুলগুলো বেশ উপকারী। তবে উইন্ডোজ ৯৮-এর যে বাড়তি টুলগুলো রয়েছে তা খুবই চমৎকার। আর যদি আপনি এর চেয়েও ভাল সমধান চান তাহলে বাড়তি সফটওয়্যার সাহায্যে নিতে হবে। এগুলোর মধ্যে নরটন ইউটিলিস বেশ জনপ্রিয়। এটি উইন্ডোজ ও ম্যাক উভয় অপারেটিং সিস্টেমের জন্যই পাওয়া যায়।

ক্র্যাশ প্রটেকটর সফটওয়্যার ব্যবহার করুন -একটি কম্পিউটার স্টার্ট করা হলে প্রথম যে আশঙ্কাটি মাথায় আসে তা হল সিস্টেম ক্র্যাশ। এমন কোন ব্যবহারকারী খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি উইন্ডোজ ৯৫ এর This program has performed an illegal operation এই বিরক্তিকর মেসেজটি পাননি এবং এর কারণে মূল্যবান সময় বা ডাটা নষ্ট করেননি। এ ধরনের ক্র্যাশিং এর জন্য মূলতঃ যেসব কারণগুলো দায়ী তা হচ্ছে-

প্রজুর পরিমাণে বেটা সফটওয়্যার বৃদ্ধি পাওয়া;

শেয়ারওয়্যারের আধিক্য (যার প্রায় প্রতিটিই উইন্ডোজের রেজিস্ট্রিতে বিভিন্ন লকিং কোড জমা করে) ; এবং

সফটওয়্যার গুলোর রিসোর্স এবং মেমরির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত ক্র্যাশিং এর হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বের বহু সফটওয়্যার কোম্পানি এগিয়ে এসেছেন তাদের ক্র্যাশ প্রটেকটর ইউটিলিটি নিয়ে। অন্যান্য ইউটিলিটির মত এটি সিস্টেম ক্র্যাশ করার পর সিস্টেম ফিক্স করতে চেষ্টা করে না, বরং এই ক্র্যাশ প্রটেকটর গুলো যে প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করতে যাচ্ছে সেই প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করার পূর্বেই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং প্রবলেম ফিক্স করতে চেষ্টা করে। আর যদি উক্ত প্রোগ্রাম ফিক্স করা সম্ভব না হয়, তাহলে ক্র্যাশ প্রটেকটর অন্তত আনসেভড ডাটা সেভ করার সুবিধা প্রদান করে।

ক্র্যাশ প্রটেকটর সফটওয়্যার - বাজারে অনেক ক্র্যাশ প্রটেকটর সফটয়োর পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত, আলোচিত এবং উচচ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্র্যাশ প্রটেকটর গুলি হলো-

ক) পিসি মেডিক (PC Medic)

খ) রিয়েল হেল্প এক্সট্রা স্ট্রেংথ (Real Help Extra Strength)

গ) ফার্স্ট এইড ডিলাক্স (First Aid 98 Deluxe)

ঘ) নরটন ক্র্যাশ গার্ড (Norton Crash Guard) - প্রস্তুতকারক সাইমানটেক

ঙ) সেইফ এন্ড সাউন্ড (Safe & Sound) - প্রস্তুতকারক ম্যাকএফি

চ) ক্রাশ ডিফেন্ডার ডিলাক্স (Crush Defender Deluxe) - প্রস্তুতকারক সাইমানটেক

ছ) ফার্ষ্ট এইড (First Aid) - প্রস্তুতকারক নেটওয়ার্ক এসোসিয়েটস

এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

- ক্র্যাশ প্রটেকশন: উপরোক্ত সব প্রোগ্রামের মূল ফাংশন হল সিস্টেমকে ক্র্যাশ হতে রক্ষা করা। যখন একটি এপিকেশন ক্র্যাশ করতে যাচ্ছে তখন প্রোগ্রামটি অপারেটিং সিস্টেমের কাছে একটি নিগন্যাল পাঠায় যে, তার পক্ষে আর প্রোগ্রামটি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ক্র্যাশ প্রটেকটর প্রোগ্রামগুলো এই সিগন্যালকে ধরে ফেলে নিজেই ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে এবং প্রোগ্রামকে চালু রাখতে সাহায্য করে। যদি প্রোগ্রামকে চালু রাখা সম্ভব না হয় তাহলে প্রোগ্রামকে পজ করে আনসেভড ডাটা সেভ করতে সাহায্য করে।
- পারফরমেন্স : একটি ক্র্যাশ প্রটেকটর প্রোগ্রাম সব সময়ই উইন্ডোজের ব্যাকগ্রাইন্ডে চালু থাকে, সে জন্য সিস্টেম কিছুটা ধীর হয়ে যায়। প্রোগ্রামভেদে এগুলো সিস্টেমের সার্বিক পারফরমেন্স ২-৮% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। কিন্তু সিস্টেম ক্র্যাশের কারণে একজন ডেভেলপার বা ব্যস্ত ইউজারের যে ক্ষতি হয় তার তুলনায় এটি সহনীয় বা গ্রহণযোগ্য।

ট্রাবলশ্যুটিং-এ হাতেখড়িঃ কেসিং খুলবেন যেভাবে

যারা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখেন না তাদের জন্য এই অংশটি। এখানে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোর সাথে এবং জানাব কিভাবে কেসিং খুলতে হয় তা।

>> সাধারণত কেসিং-এর পেছনে এটি খোলার ২+২=৪টি স্ক্রু থাকে। কেসিং খোলার আগের পাওয়ার সাপ্লাই অফ করুন। মাদারবোর্ডের পেছন থেকে সব প্লাগ খুলে ফেলুন।

>> সাধারণত সামনে থেকে কেসিংটাকে দেখলে এর বামপাশের অংশটি খুলতে হয়। এর পেছনে স্ক্রু দুটি খুলতে ভালো চারকোণা স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে আপনার। খোলা স্ক্রু সযত্নে রাখুন।

>> স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে কেসিং-এর পাশ থেকে কভারটি আলাদা করে নিন। সাধারণত কভারটি পেছনদিকে কিছুটা স্লাইড করে খুলতে হয়।

>> কেসিং খুলেছেন ? ভেতরে তাকান। মূল যে বড় সার্কিট বোর্ডটি দেখছেন তাই মাদারবোর্ড। আর পাওয়ার সাপ্লাই থাকে কেসিং এর উপরে পেছন দিকে। পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অনেকগুলো লাল, হলুদ, কালো বা নীল তার বের হয়ে আসে। এর কিছু সংযুক্ত মাদারবোর্ডে কিছু বা সরাসরি অন্য হার্ডওয়্যারে যেমন- সিডি ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক।

>> মাদারবোর্ডে প্রসেসর কোনটি তা বুঝতে এর কুলিং ফ্যান খুঁজে বের করুন। সাধারণত এটি মাদারবোর্ডের উপরে কিছুটা বামে থাকে। প্রসেসর ফ্যানের জন্য সরাসরি দেখা সম্ভব নয়।

>> RAM সাধারণ প্রসেসরের ডানপাশে থাকে। মডেলভেদে ২-৪টি স্লট, লম্বাকৃতির।

RAM

>> সাউন্ডকার্ড কোনটি বুঝতে হলে খুঁজে বের করুন স্পিকারের ইনপুট জ্যাক কোথায় লাগে সেই ডিভাইসটি।

>> একইভাবে মনিটরের ক্যাবল দিয়ে জানতে পারবেন কোনটি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড।

tanbircox.blogspot.com

>> একই উপায়ে মডেম (টেলিফোনের তার), ল্যান কার্ড (ব্রন্ডব্যান্ড ইন্টারনেটের তার) খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি।

>> চিকন চিকন লাল, হলুদ, কাল বা নীল তারগুলো পাওয়ার ক্যাবল। সাদা বা লাল চওড়া ক্যাবলগুলো ডাটা ক্যাবল।

>> সাধারণ একটি পিসিতে কেসিং-এর পেছনে পাওয়ার কর্ড, মনিটর কর্ড, মাউস ও কী-বোর্ড, স্পিকার ইনপুট এগুলো প্রাথমিক অনুসঙ্গ যা সব পিসিতেই আছে।

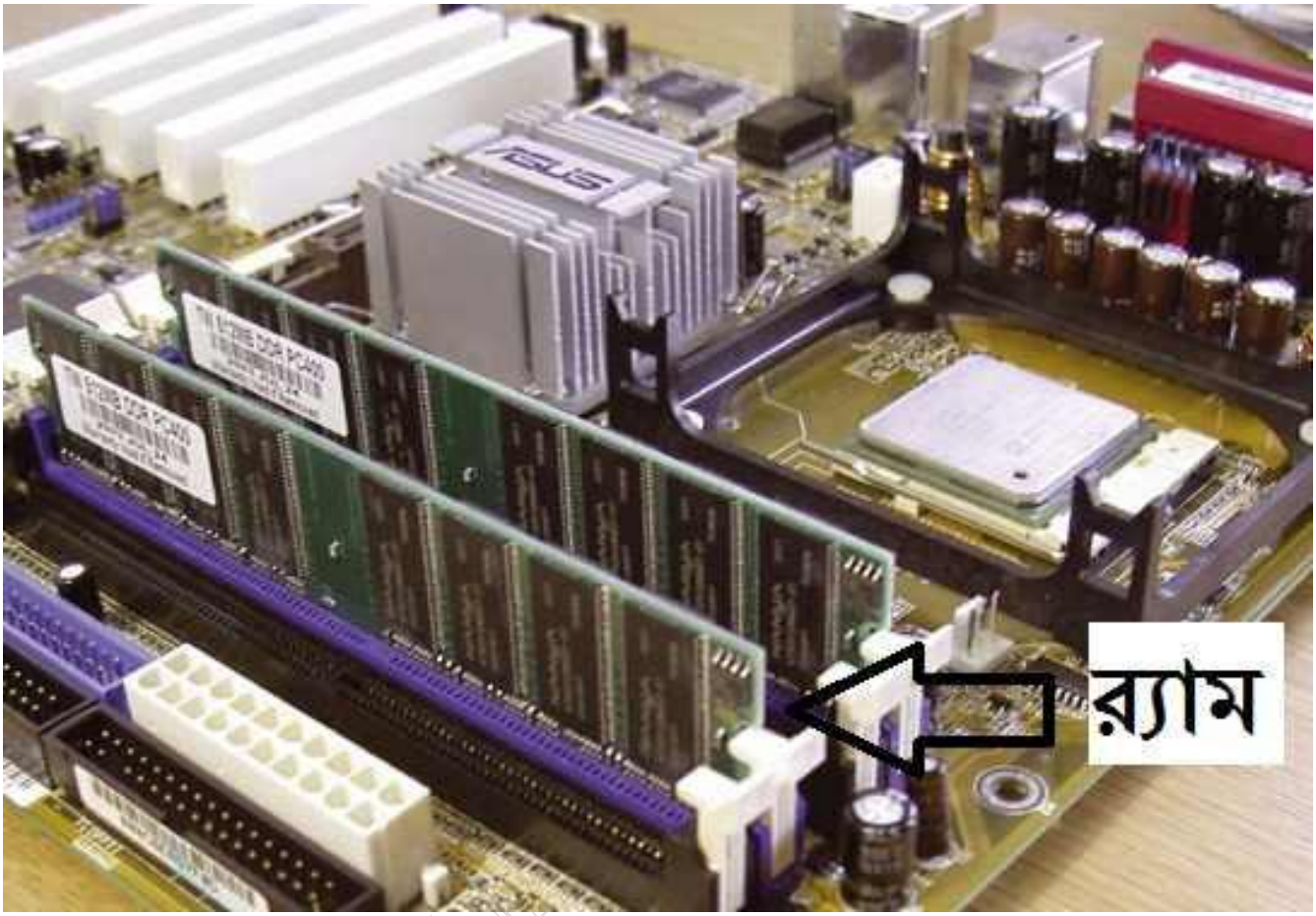

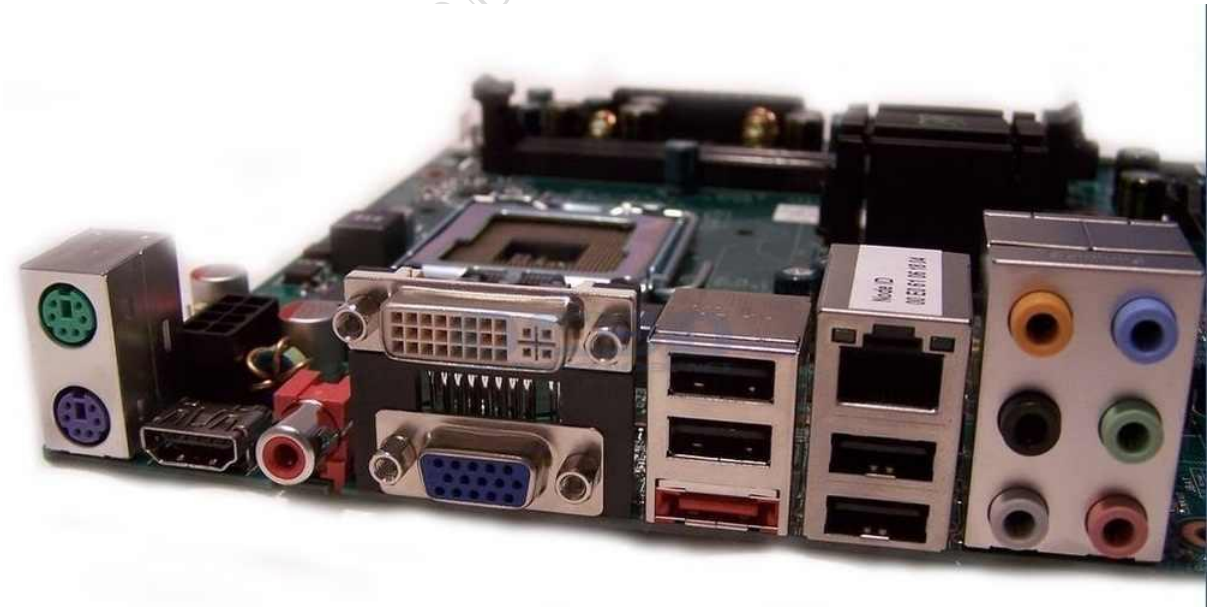

মাদারবোর্ডের পেছনের বিভিন্ন কানেক্টর

>> বিভিন্ন ক্যাবল আলাদা রকমের হওয়াতে সবচেয়ে বড় সুবিধা এক ধরনের কানেকশন আপনি ভুল করে চাইলেও অন্যটিতে লাগাতে পারবেন না ।

কম্পিউটার চালু হচ্ছে নাঃ কি করবেন এখন?

এটিকে একটি পরিচিত সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাই। নিয়মিত কম্পিউটার চালু হয় না এমনটা বললে মনে হয় ভুল বলা হবে না। নতুন ব্যবহারকারীদের কাছে এই সমস্যার একটাই সমাধান। তা হচ্ছে বিক্রেতার শরণাপন্ন হয়ে অযথা পয়সা খরচ। দেখি তো আপনাকে বাঁচাতে পারি কিনা। নিচের কথাগুলো শুনুন মনোযোগ দিয়ে।

>> পাওয়ার সুইচ অন করার পর সিস্টেমের ইন্টারনাল স্পিকার কয়টা আওয়াজ করলো খেয়াল করুন। যদি বীপ সংখ্যা এক হয় তার মানে কম্পিউটার ডিসপ্লে আউটপুট পাচ্ছে না।অথবা কীবোর্ড মাদারবোর্ডের সাথে ঠিকমতো সংযুক্ত না হলেও এমনটা হতে পারে।

>> যদি একটি বড় বীপের পর দুটি ছোটো বীপ হয় তারমানে RAM পাচ্ছে না আপনার মাদারবোর্ড। RAM পরিবর্তন না স্লট পরিবর্তন করে দেখুন।

>> যদি একটি বড় বীপের পর তিনটি ছোট বীপ হয় তাহলে বুঝবেন নিশ্চিতভাবেই ডিসপ্লে বা গ্রাফিক্স আউটপুটের সমস্যা।

>> আর যদি একটা বড় বীপ তারপর চারটা ছোট বীপ হয় তারমানে আপনার মাদারবোর্ড বা গুরুত্বপূর্ণ কোন হার্ডওয়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা ঠিকমতো কাজ করছে না।

** তবে এর জন্য আপনার পিসিতে ইন্টারনাল স্পীকার কিন্তু থাকতে হবে। অনেক মাদারবোর্ডে ইন্টারনাল স্পীকার বিল্ট-ইন থাকে।অন্যগুলাতে আলাদা লাগাবে হয়। সাধারনত কম্পিউটার কেনার সময় বিক্রেতাই এটি দিয়ে দেয় তবে অনেকসময় ভুলে তা ঠিকমতো লাগানো নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার মাদারবোর্ডের বক্সে দেখুন স্পীকার পান কিনা। নইলে সময় করে বিক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে আসুন। বুঝতেই পারছেন কেন আমি এটাকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি।

>> মনিটরের দিকে তাকান। এটি কি স্লীপ মোডে আছে ? অর্থাৎ এর লেড লাইট কি জ্বলছে নিভছে কিনা খেয়াল করুন। যদি তা না হয় অর্থাৎ লেড লাইট জ্বলেই থাকে এবং মনিটরে কিছু না কিছু দেখা যায় তাহলে আপনাকে অভিনন্দন। আপনার মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ঠিক আছে।সমস্যাটা ছোটোখাটো।নো টেনশন!

>> যদি পাওয়ার অন করাই সম্ভব না হয় তাহলে কেসিং খুলে দেখুন নিঃসন্দেহে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা। খোঁজার চেষ্টা করুন সমস্যাটা কোথায়।

>> এবারে ধরুন মাদারবোর্ডের পাওয়ার লেড জ্বলছে কিন্তু কেসিংয়ের পাওয়ার বাটন চাপলেও পিসি রেসপন্স করছে না তখন বুঝতে হবে কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কোনো সমস্যা হবার কারণে এটি পর্যাপ্ত ভোল্টেজ আউটপুট দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে অন্য পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

>> এবারেও কাজ হয়নি ? হতে পারে আপনার পাওয়ার সুইচেই সমস্যা। অভিজ্ঞ কাজ জানা ব্যবহারকারীরা সম্ভব হলে মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে মাদারবোর্ডের পাওয়ার বাটন পিন দুইটি বের করে তা কোনোভাবে কন্টাক্ট করে দেখতে পারেন কাজ হয় কিনা। তবে অনভিজ্ঞরা এই কাজটি না করতে যাওয়াটাই ভালো।

>> পাওয়ার সংক্রান্ত সমস্যার আশাকরি সমাধান হলো। এবারও কম্পিউটার চালু হচ্ছে না ? তাহলে বুঝতে হবে RAM-এর সমস্যা। RAM-এর স্লট পরিবর্তন করে নতুবা অন্য RAM লাগিয়ে দেখুন।

>> কম্পিউটার বুট হলো ঠিকঠাক কিন্তু উইন্ডোজ লোডিং-এর আগেই আটকে গেছে ? তখন বুঝতে হবে আপনার হার্ডডিস্কের সমস্যা। হার্ডডিস্কের পাওয়ার ও ডাটা ক্যাবলের কানেকশন চেক করুন। সম্ভব হবে মাদারবোর্ডের যে কানেক্টরে ক্যাবলটি লাগানো তা পরিবর্তন করে দেখুন। এছাড়া এমনটি কি হচ্ছে কম্পিউটার ঠিকমতো চালু হচ্ছে হয়তো অপারেটিং সিস্টেমও লোড হচ্ছে তারপর ধুড়ুম করে পিসি বন্ধ হয়ে রিস্টার্ট করছে। এটি সম্ভবত প্রসেসরের কুলিং ফ্যান বা হিটসিংক ও প্রসেসরের কানেকশনের দুর্বলতার কারণে হচ্ছে। চেক করে দেখুন ফ্যান ঠিকমতো ঘুরছে কি-না বা ফ্যানসহ সবকিছু ঠিকমতো টাইট আছে কিনা। পারলে

কুলিং ফ্যানসহ হিটসিংক খুলে আবারও লাগান। কুলিং ফ্যান নিচের ছবির মতো বিপরীত দুইপাশে একসাথে চাপ দিয়ে খুলতে হয়।

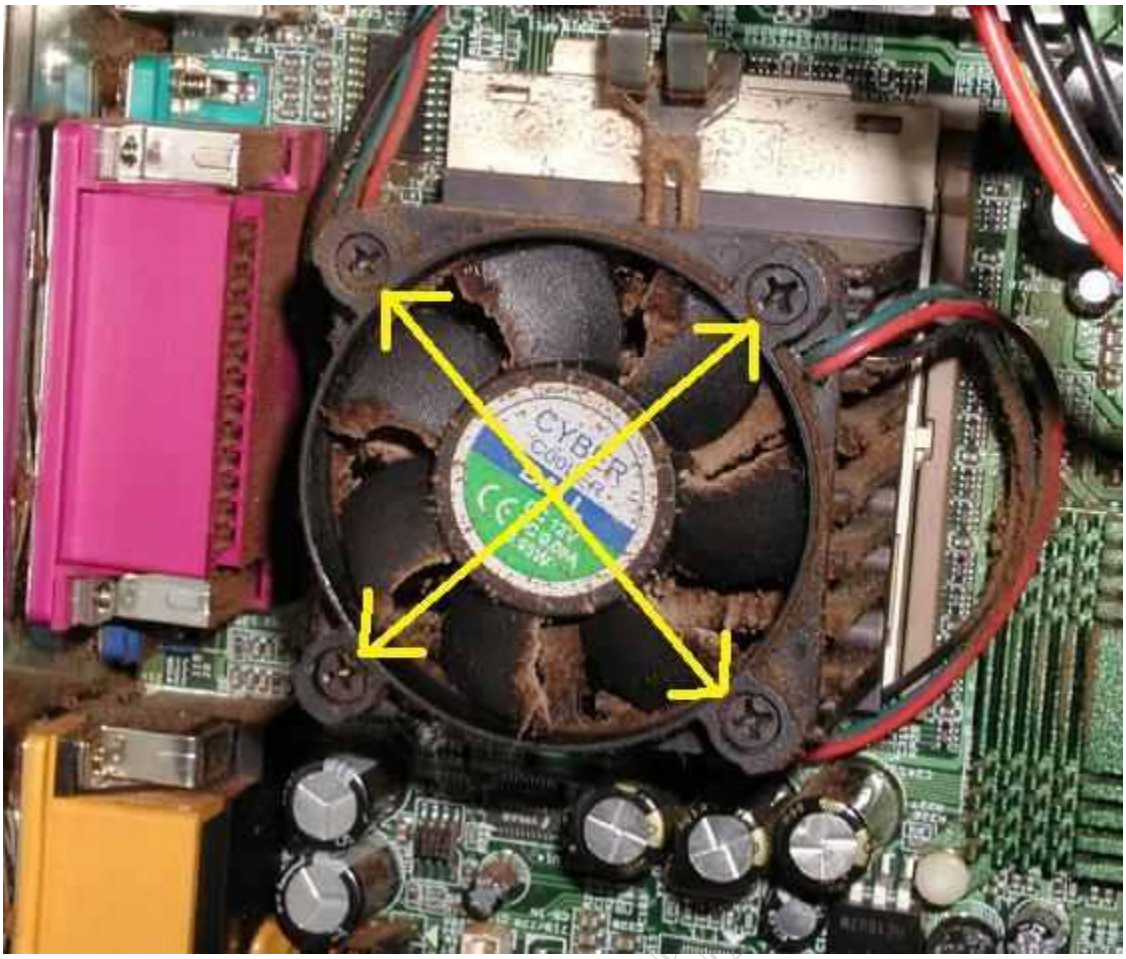

আর হঠাৎ করে বন্ধ না হলে মানে একটু সময় নিয়ে সংকেত দিয়ে বন্ধ হওয়া মানে ভাইরাসের আক্রমণের শিকার আপনি। হঠাৎ বলতে আমি এটা বুঝাচ্ছি যে কম্পিউটার চলার সময় পাওয়ার চলে গেলে যেভাবে বন্ধ হয় সেরকম ঘটনা।

>> এছাড়াও কোনো না কোনো ক্যাবল লুজ/ নষ্ট হয়ে যাবার কারণেও কম্পিউটার চালু হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারটিও খেয়াল রাখবেন।

প্রধানত এই সমস্যাগুলোর কারণেই কম্পিউটার চালু হয় না। তবে বুঝতেই পারছেন এই অংশে শুধুমাত্র হার্ডওয়্যারজনিত সমস্যার কথাই বললাম, অপারেটিং সিস্টেম সংক্রান্ত সমস্যা এখানে আলোচনা করিনি।

হার্ডওয়ার ট্রাবলশ্যুটিং

কম্পিউটারের ট্রাবলশুটিংয়ের প্রসঙ্গ আসলেই চলে আসবে হার্ডওয়্যারজনিত বিভিন্ন সমস্যার কথা। এত এত হার্ডওয়্যার পিসির ভেতর কোন না কোনোটিতে সমস্যা হওয়াটি নিত্যনৈমত্তিক একটা ঘটনা। তাই এর ব্যবহারকারী সবারই হার্ডওয়্যারগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার সাধারণ কিছু উপায় জানা উচিত। আসুন ধাপে ধাপে জেনে নিই এমন কিছু সমস্যা ও তার সমাধান। প্রথমে আপনাদের মাদারবোর্ড সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়ে নিই।

মনিটর/ডিসপ্লে

>> যদি মনিটরে কোনো ডিসপ্লে না আসে এবং এর লেড লাইট জ্বলে নিভে তখন বুঝতে হবে ভিডিও কার্ডে কোনো সমস্যা বা মনিটরের ক্যাবল কানেকশন লুজ হয়ে গেছে। কানেকশন চেক করুন।

>> যদি মনিটর ও পিসির পাওয়ার সুইচ অন করার পর তিনটি শর্ট বীপ শুনতে পান তাহলে বুঝতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডে সমস্যা। আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি খুলে অন্য পিসিতে লাগিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন এটি ঠিক আছে কিনা। আর যদি বিল্টইন গ্রাফিক্স হয় তাহলে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড এজিপি স্লটে লাগিয়ে টেস্ট করতে পারেন।ইন্টিগ্রেটেড এজিপির সমস্যা সমাধানে বায়োস সেটিংস রিসেট করে

দেখতে পারেন।

>> যদি মনিটর ঝাপসা মনে হয় বা এটি কাঁপতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে মনিটর ও গ্রাফিক্স কার্ডের রিফ্রেশ রেটে অসামঞ্জস্য আছে। যদি উইন্ডোজ লোড হওয়াকালীন এই সমস্যা হয় তাহলে বুঝবেন মনিটরের রিফ্রেশ রেট ভুলভাবে সেটিংস করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সিস্টেম বুট হবার পর যখন Starting Windows মেসেজটি দেখবেন তখনই কী-বোর্ডের এফ৮ চেপে সেফ মোডে উইন্ডোজ চালু করুন। এর গ্রাফিক্স/ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে রিফ্রেশ রেট ঠিক করুন।

>> যদি মনিটরে অস্পষ্ট কালার ও প্যাটার্ন দেখা যায় এবং চালু করতে গেলে মনিটর কাঁপতে থাকে বা চালুই হয় না তখন বুঝতে হবে একহয় আপনার ডাইরেক্ট এক্স পুরাতন অথবা গ্রাফিক্স কার্ডের লেটেস্ট ড্রাইভার নেই। তাই সবসময় লেটেস্ট ডাইরেক্ট এক্স ব্যবহার করবেন ও গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার আপডেটেড রাখবেন। এরপর সমস্যা থাকলে বুঝতে হবে আপনার ভিডিও কার্ড ও উইন্ডোজের মধ্যে কম্পাটিবিলিটিতে সমস্যা আছে। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ কাউকে দেখান অথবা বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

সিডি/ডিভিডি রম

>> যদি ড্রাইভে সিডি/ডিভিডি ঢুকালে তা দেখা না যায় অথবা সেটি রান না করে তখন বুঝতে হবে সিডি/ডিভিডিতে স্ক্র্যাচ পড়েছে অথবা আপনার ড্রাইভের হেডে ধুলা জমে সেটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় পারলে সিডি ড্রাইভ খুলে সেটির হেড থেকে ধুলা পরিষ্কার করুন অথবা সিডি ক্লিনার কিনে তা প্রবেশ করিয়ে ড্রাইভের হেড ক্লিন করুন।

>> সিডি যদি ড্রাইভের Eject বাটন চাপার পরও বের না হয় তখন বুঝতে হবে সিডিটি এখনও রান করছে। তাই অপেক্ষা করুন। তবে নিয়মিত এই সমস্যাটি হলে বুঝতে হবে সিডি ড্রাইভের মেকানিজমে সমস্যা। বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

>> যদি মাই কম্পিউটারেই সিডি ড্রাইভ খুঁজে পাওয়া না যায় তখন দেখুন এর পেছনের ডাটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবল লুজ হয়ে গিয়েছে কিনা। তারপরও কাজ না হলে বায়োসে ঢুকে দেখতে পারেন আসলেই মাদারবোর্ড ড্রাইভটিকে ডিটেক্ট করতে পারছে কি-না। এখানে বুট ডিভাইস লিস্টে ড্রাইভটি দেখা গেলে বুঝা যাবে যে উইন্ডোজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে ড্রাইভের ড্রাইভারটি আনইন্সটল করুন। ড্রাইভের ডাটা ক্যাবল খুলে আবার লাগান। উইন্ডোজ এবার নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করবে।

>> অনেকেই হয়তো জানেন না ময়লা সিডি ক্লিন করতে ইচ্ছে করলে আপনি সেটিকে হালকা সাবানা পানি দিয়ে ধুলে পরিষ্কর করে ভালোমতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করতে পারেন। তবে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না।

র‍্যাম

র‍্যামের ট্রাবলশুটিং বলতে বুঝায় যদি কখনও বিনা কারণেই পিসি হ্যাং করে বা রিস্টার্ট হয় তখন খেয়াল করবেন র‍্যাম স্লটে ঠিকমতো বসানো আছে কিনা। এরপর যদি একাধিক র‍্যাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে খেয়াল করুন সবগুলোই একই বাসস্পিডবিশিষ্ট কিনা। সিস্টেম স্ট্যাবিলিটির জন্য একই বাসস্পিডবিশিষ্ট র‍্যাম ব্যবহার করা খুবই জরুরি।

সাউন্ড

সাউন্ড নিঃসন্দেহে কম্পিউটারের অপরিহার্য একটি অংশ। কিন্তু একে নিয়ে বিড়ম্বনাও কম না। বন্ধুদেরকে নিয়ে আসলেন মুভি দেখাবেন বলে। কিন্তু পিসি অন করে মুভি প্লে করে দেখলেন ভিডিও আসছে কিন্তু সাউন্ড উধাও। অনেকেই মাঝেমধ্যে এরকম বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতিতে পড়ে থাকেন। হঠাৎ হঠাৎ তো সাউন্ডের আইকনটাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। আসুন দেখে নিই কি করবেন তখন।

>> প্রথমেই যথারীতি দেখতে হবে সাউন্ড কার্ড ও স্পিকারের সব কানেকশন ঠিক আছে কিনা। মনে রাখবেন সাউন্ড কার্ডের মাঝের সবুজ পোর্টে স্পিকারের ইনপুট জ্যাকে ঢুকাতে হয়।

>> সব ঠিক আছে ? তাহলে এবার দেখুন তো উইন্ডোজের নোটিফিকেশনগুলোর (ডিসপ্লের নিচে ডানকোণায় ঘড়ির পাশে) মধ্যে সাউন্ডের আইকনটি খুঁজে পাওয়া যায় কি। নেই ? নাকি লাল ক্রস? তাহলে বুঝতে হবে সাউন্ডের ড্রাইভার ইন্সটল করতে হবে।

tanbircox.blogspot.com

ড্রাইভার ইন্সটল করে পিসি রিস্টার্ট দিন। ড্রাইভার না থাকলে উইন্ডোজ আপডেটের সহায়তা নিন।

>> আইকন ঠিক আছে ? তাহলে দেখুন Mute অন করা কিনা। সাউন্ডের প্রোপার্টিজে গিয়ে সাউন্ডের লেভেল চেক করুন।

>> সব ঠিক ? ড্রাইভারও আছে ? তাহলে আগের ড্রাইভারটি আনইন্সটল করে আবার নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করুন।

>> আরেকটি ব্যাপার হতে পারে। সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভার অন্য কোনো ড্রাইভারের সাথে কনফ্লিক্ট করতে পারে। এটি দেখার জন্য ডিভাইস ম্যানেজারে যান।

>> সাউন্ড, ভিডিও এন্ড গেম কন্ট্রোলারস এক্সপান্ড করুন। যদি সাউন্ড কার্ডের পাশে হলুদ রংয়ের '!' চিহ্ন দেখেন তাহলে বুঝতে হবে অন্য কোনো ডিভাইস সাউন্ড কার্ডের সাথে কনফ্লিক্ট করছে।

>> এর সমাধান করতে ডিভাইস ম্যানেজার ট্যাব হতে প্রোপার্টিজ>রিসোর্সে যান। কনফ্লিক্টিং ডিভাইস লিস্ট হতে দায়ী ডিভাইসটি খুঁজে বের করুন। অটোমেটিক সেটিংস চেকবক্সে ক্লিক করে পিসি রিস্টার্ট করুন।

>> এতেও কাজ হয়নি ? উপরের কাজটি আবার করে অটোমেটিক সেটিংস চেকবক্সটি ডিজেবল করে চেঞ্জ সেটিংস-এ ক্লিক করুন। অতঃপর বিভিন্ন সেটিংস-এর মাঝে দেখুন কখন কোন ডিভাইস কনফ্লিক করে, কখন করে না। কাজ শেষ হলে Ok করে পিসি আবার রিস্টার্ট দিন।

>> স্পীকার যেই সাউন্ড কার্ডে লাগানো সেটাই ডিফল্ট সাউন্ড ডিভাইস হিসেবে চিহ্নিত করা আছে কিনা দেখুন।কেননা বর্তমানে এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ডেও সাউন্ড কার্ড থাকে।

>> সামনের পোর্ট দিয়ে স্পষ্ট সাউন্ড পেতে হলে ড্রাইভার এবং বায়োস সেটিংস দুটোই কিন্তু ঠিক থাকতে হবে।

মাউস

সাধারণত রোলার বলবিশিষ্ট মাউসগুলোর ভেতর ময়লা ও ধুলাবালি জমে প্রায়ই সমস্যা তৈরি করে। এজন্য উচিত নিয়মিত মাউস পরিষ্কার করা। প্রথমে মাউসটি হাতে নিয়ে উল্টো করে নিচের অংশ গোলাকৃতি চাকতিটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে বামদিকে ঘুরিয়ে ফেলুন। ভেতরের রোলার বলটি বের করুন। এবার মাউস হোলের ভেতরে তাকান। সেখানে বেশ কিছু রোলার দেখতে পাবেন। ময়লা-ধুলাবালি সেখানেই জমে। চিমটা বা হাতের নখ দিয়ে ময়লাগুলো আলগা করে মাউস উল্টে বাইরে ফেলে দিন। এবার মাউসের বলটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে ফেলুন। সব কাজ শেষ হলে বলটি ভেতরে রেখে চাকতিটি নিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বন্ধ করুন।

প্রাচীন কালের টিপস হয়ে গেল বলে দুঃখিত।কি করব বলুন।অপটিক্যাল মাউস নিয়ে বলার কিছু নেই।কেননা বেসিক ইলেকট্রনিক সার্কিট,সোল্ডারিং,মাল্টিমিটার এর সাথে যাদের পরিচয় নেই তারা আসলে নতুন মাউস কেনা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।আর যারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন তাদের কোন সমস্যা হলে আশা করি নিজেরাই পারবেন বুঝেশুনে কাজ করতে।নইলে আমি তো আছিই!!

কী-বোর্ড

কী-বোর্ডে যে সমস্যাটি বেশি ঝামেলা ফেলে তা হচ্ছে কী-বোর্ডের যে বাটনে যেটি আসার কথা তা না এসে অন্যটি আসা। এ সমস্যার সমাধান করা জানা থাকলে খুবই সহজ। আসুন জেনে নেই-

>> কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে Regional and Language অপশনে যান।

>> Keyboard and Language ট্যাব থেকে Change Keyboard-এ ক্লিক করুন।

>> সেখান থেকে United States International সিলেক্ট করে Apply,Ok করুন।

>> এছাড়াও ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে দেখে আসতে পারেন কী-বোর্ড ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। সব ঠিক থাকার পরও যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে বুঝতে হবে কী-বোর্ড পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে আপনি।

মডেম

প্রায় সময়ই দেখা যায় মডেমটি কাজ করছে না। এটি দিয়ে ইন্টারনেট কানেক্ট হতে পারছেন না আপনি অথবা পিসি মডেমই খুঁজে পাচ্ছে না। এই সমস্যা যেমন হার্ডওয়্যারজনিত হতে পারে তেমনি কমিউনিকেশন সফটওয়্যার বা সেটিংসজনিত কারণেও হতে পারে। নিচে এই জাতীয় বেশ কিছু ট্রাবলশুটিংয়ের কথা বলছি।

>> যদি উইন্ডোজ মডেমই ডিটেক্ট করতে না পারে তখন মডেমটি খুলে অন্য স্লটে লাগিয়ে দেখুন।

>> মডেম ওকে কিন্তু নেট কাজ করছে না ? তখন ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে দেখুন মডেমটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। প্রয়োজনবোধে ড্রাইভার রিইন্সটল করে দেখতে পারেন।

>> কাজ হচ্ছে না ? ফোন লাইন চেক করুন। মডেম ঠিক মোডে আছে কিনা দেখুন। যদি আপনি ট্রান্সমিশন রিসিভ করতে চান তাহলে মডেম অ্যানসার মোডে আর ইন্টারনেট ব্যবহার করতে ডায়াল মোডে থাকা লাগবে।

** যদি মডেম ডায়াল করতে পারে কিন্তু কানেক্ট হয় না তখন দেখুন আপনার ডায়ালিং নাম্বার ঠিক আছে কিনা।

** যদি না ডায়ালটোন হয় তাহলে লাইন চেক করুন। ফোনের বাসায় অন্য এক্সটেনশন লাইন থাকলে সেটি পরীক্ষা করুন।

* কমিউনিকেশন সফটওয়্যার ঠিক আছে কিনা তা দেখুন। কন্ট্রোল প্যানেলে মডেম প্রোপার্টিজে wait for dial tone before dialing অপশনটি অফ করে দিলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

** COM পোর্ট সেটিংস ঠিক আছে কি-না দেখুন। মডেম প্রোপার্টিজ থেকে এটি দেখতে পারবেন। প্রয়োজনে COM Port পরিবর্তন করুন।

এজ মডেম

উপরের প্রায় প্রতিটা পয়েন্টই এজ মডেমের জন্য প্রযোজ্য।আরো যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তা বলছি এবার-

**নেট কানেকশন না পেলে বা স্পীড খুব কম থাকলে সীমটি ট্রে থেকে খুলে আবার লাগিয়ে কানেক্ট দিন।অনেকসময় মডেম ঠিকমতো সীম কানেকশন না পাবার কারনেও নেট সমস্যা করে থাকে।

**মডেম সবসময় উন্মুক্ত স্থানে রাখুন।কেননা এর উপর নেটওয়ার্ক নির্ভর করে।

**মডেম কেনার সময় ভাল করে জেনে নিন এই মডেম উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতা,সেভেন বা লিনাক্স সাপোর্ট করে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট সব ড্রাইভার সাথে দেয়া আছে কিনা।

হার্ডডিস্ক

অনেক সময় কম্পিউটার চালু হবার সময় হার্ডডিস্ক এরর দেখায়। এর কারণ হতে পারে-

** মাদারবোর্ড হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না। প্রথমেই নিশ্চিত হোন হার্ডডিস্কের পাওয়ার ক্যাবল ঠিক আছে কি-না। তারপর হার্ডডিস্ক থেকে মাদারবোর্ডের ডাটা ক্যাবল চেক করুন।

** হার্ডডিস্কের পেছনের পিন ঠিক আছে কিনা দেখুন।

** হয়তোবা বায়োসের সেটিংসের কারণেও সমস্যা হতে পারে। বায়োসে গিয়ে দেখতে পারেন হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

উইন্ডোজ আপডেটিং বিড়ম্বনা

উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতায় এবং সেভেনে অটোমেটিক আপডেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এর মাধ্যমে উইন্ডোজ নিজে থেকে ইন্টারনেট থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম, এ্যাপ্লিকেশন ও হার্ডওয়্যারের জন্য প্রয়োজনীয় আপডেট ডাউনলোড করে থাকে। পাশাপাশি সিকিউরিটি সিস্টেমও আপডেট হয় এভাবে। তবে অনেক সময় আপডেট আপনার পিসির স্ট্যাবিলিটি নষ্ট করে দিতে পারে। কিভাবে বুঝবেন ? যেমন আপডেট করে পিসি রিস্টার্ট করার পর এরর মেসেজ, পিসি স্লো হয়ে যাওয়া, হ্যাং করা ইত্যাদি। তখন প্রয়োজন পড়বে সাম্প্রতিক আপডেটটি ডিলিট করে ফেলার। এবার আসুন দেখে নিই আপডেট কিভাবে আনইন্সটল করবেন। সব ওএস-এ নিয়ম প্রায় একই। আমি ভিসতার পদ্ধতি অনুসরণ করছি।

tanbircox.blogspot.com

** কন্ট্রোল প্যানেল থেকে প্রোগ্রামস এন্ড ফিচারস এ যান।

** বাম পাশের টাস্কস মেনু থেকে ভিউ ইন্সটলড আপডেটস-এ ক্লিক করন।

ছবি-৪২

** এখানে যে সমস্ত আপডেট ডাউনলোড করেছেন তার লিস্ট থেকে প্রয়োজনীয় আপডেটটি সিলেক্ট করে রিমুভ করুন। কোন আপডেট কবে ইন্সটল করেছেন তা দেখে সহজেই লেটেস্ট আপডেট কোনটি তা বুঝতে পারবেন।

** অথবা কন্ট্রোল প্যানেল>উইন্ডোজ আপডেট-এ গিয়ে ভিউ আপডেট হিস্টরিতে যান। সেখান থেকে ইন্সটলড আপডেট-এ ক্লিক করেও কাজটি করতে পারে।

হার্ডওয়্যার আপডেট বিড়ম্বনা

উইন্ডোজের আপডেটিং-এর মাধ্যমে অকেজো হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার ডাউনলোড করে তা যেমন সচল করা যায় তেমনি উল্টোটাও হতে পারে। আপডেট করার পর দেখলেন যে ডিভাইসটি আর কাজ করছে না। কি করবেন তখন ? বলছি শুনন।

** কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ> ডিভাইস ম্যানেজারে যান। এক্সপিতে মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক তারপর প্রোপার্টিজ>হার্ডওয়্যার> ডিভাইস ম্যানেজার।

** যে ডিভাইসটি সমস্যা করছে সেটিকে এক্সপান্ড করে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ>ড্রাইভারে যান। ভাগ্য ভালো থাকলে ‘রোল ব্যাক ড্রাইভার’ অপশন দেখলে তা সিলেক্ট করলে কাজ হয়ে যাবে। ভাগ্যের কথা বলছি কেননা সব সময় এই অপশনটি পাবেন না।

** এতে কাজ না হলে একই ড্রাইভার ট্যাব থেকেই আনইনস্টল সিলেক্ট করে আবার নতুন করে আগের ড্রাইভার ইন্সটল করুন। কাজ হয়ে যাবে।

আর আমার পরামর্শ হচ্ছে যদি ডিভাইসটি ঠিকমতো কাজ করতে থাকে তাহলে একমাত্র গ্রাফিক্স কার্ড বাদে কোনোটাই ড্রাইভার আপডেট করা থেকে বিরত থাকবেন। অনাকাঙ্খিত ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন এতে।

উইন্ডোজ সেটআপ ট্রাবলশুটিং

খুব, খুব, খুবই বিরক্তিকর একটি সমস্যা এটি।উইন্ডোজ ভিসতা ও সেভেনে এই সমস্যা কম হলেও এক্সপির এই সমস্যা আজো হাজারো ব্যবহারকারীর মাথাব্যাথার কারন। সি ড্রাইভ ফরম্যাট দিয়ে এক্সপি ইন্সটল করতে বসেছেন কিন্তু সেটি সেটআপ হচ্ছে না। কেমনটা লাগে তখন বলুনতো? মাঝনদীতে দাঁড়বিহীন নৌকার মাঝির মতো মনে হয় তখন নিজেকে। কেননা কোনো অপারেটিং সিস্টেম বিহীন হার্ডডিস্ক যেমন চালাতে পারবেন না তেমনি এই মুহূর্তে সেই অপারেটিং সিস্টেম ব্যাটাই তো ইন্সটল হতে চাচ্ছে না। কি করতে পারেন তখন। আসুন একবার দেখে নিই।

সেটআপ সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ পাচ্ছে না

** হার্ডওয়্যার কম্প্যাটিবল লিস্টে)http://www.microsoft.com/hcl) গিয়ে আপনার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সমূহ এক্সপি সাপোর্ট করবে কি না তা নিশ্চিত হয়ে নিন। অনেক হার্ডওয়্যার এক্সপি সঠিকভাবে সাপোর্ট করে না বিধায় সেগুলো ডিটেক্টও না করতে পারে।

** এডভান্সড অপশনে গিয়ে আপনি ফাইলকে প্রথমে হার্ডডিস্কে কপি করে নিতে পারেন।

সেটআপ সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ রিড করতে পারে না

** আপনার সিডিরম বা ডিভিডিরম ঠিক মতো আছে কি-না দেখে নিন।

** প্রয়োজনে সিডিরমটি ক্লিন করে নিন।

** ইন্সটলেশন সিডিটিতেই সমস্যা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য ইন্সটলেশন সিডি দিয়ে ট্রাই করে দেখুন।

সেটআপ শুরু হবার পর আটকে যায়

যদি সিডি কপি হবার পর রিস্টার্ট এবং ইন্সটল হতে গিয়ে আটকে যায় তাহলে এটি সিডির ফাইল কপিতে সমস্যার কারণেও হতে পারে। আবার শুরু থেকে শুরু করুন। আবারও আটকেছে? তাহলে বুঝতে হবে হার্ডওয়্যারগত সমস্যা এটি সম্ভবত র‍্যামের। র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করে দেখুন। একাধিক বাসস্পিডের র‍্যাম লাগানো থাকলে একই স্পিডবিশিষ্টটি রেখে বাকিগুলো খুলে ফেলুন।

এক্ষেত্রে নতুন সেটআপ করার সময় সিডি থেকে বুট করে ফাইল কপি করতে হবে না। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু বসে থেকে পিসিকে নিজের মতো চলতে দিন। আগেরবার কপি করা ফাইল দিয়েই কাজ চলবে।

এরর ব্লুস্ক্রিন

এক্ষেত্রে ঠিক কি এরর দিচ্ছে তার উপরে ভিত্তি করে সমাধান করতে হবে। অনেক সময়ে ইন্সটলেশনের সময় ব্লুস্ক্রিন আসে যদি একাধিক র‍্যাম চিপের বাস স্পিড ভিন্ন হয়।র‍্যাম পরিবর্তন করে দেখতে পাবেন।একাধিক র‍্যাম থাকলে একটি রেখে বাকিগুলা খুলে ফেলুন।

উইন্ডোজ এক্সপি প্রোফেশনাল ইন্সটল হবে না বা ইন্সটল শুরুই হতে চায় না

এটি হতে পারে হার্ডওয়্যার সাপোর্টের অভাবের জন্য। এক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য নয় এরকম হার্ডওয়্যার আপাতত কনফিগারেশন থেকে বাদ দিয়ে ইন্সটল করার চেষ্টা করুন।

হার্ডডিস্ক স্পেস নিয়ে সমস্যা

হার্ডডিস্কে কম জায়গা থাকার এরর পেলে যে পার্টিশনে এক্সপি ইন্সটল করতে চান সেটি থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইল বা সফটওয়্যার আনইন্সটল করে নিন। বড় বড় মুভি ফাইল বা এমপি থ্রি থাকলে সেগুলো প্রথমে অন্য ড্রাইভে মুভ করে নিন অথবা ডিলিট করে ফেলুন।

কোন পার্টিশনের সব ফাইল মুছে ফেলতে চাইলে সেটিকে ফরম্যাট করে নিতে পারেন।

পিসি বারবার রিস্টার্ট হচ্ছে:সমস্যা ও সমাধান

অনেক সময়ই এই সমস্যা দেখা যায়। কাজের সময় যখন তখন পিসি রিস্টার্ট হচ্ছে। অথবা, উইন্ডোজ লোড হয়েই আবার রিস্টার্ট করছে। বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা হতে পারে। আসুন দেখে নিই কারণগুলো-

** সাধারণত ভাইরাস আক্রমণের কারণে এমনটি হয়। তাই এন্টিভাইরাস ইন্সটল করে পিসি স্ক্যান করুন। তাতেও কাজ না হলে উইন্ডোজ ইন্সটল ছাড়া গতি নেই।

** ইন্টারনেট অপরিচিত মেইল, এটাচমেন্ট, মেসেজ ওপেন করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ এভাবেই ভাইরাস বেশি ছড়ায়।

** RAM-এর সমস্যা বা ভিন্ন ভিন্ন বাসস্পিডের র‍্যাম থাকলে এমনটি হতে পারে। একই বাস স্পিডের RAM সবসময় ব্যবহার করবেন।

** মাঝে মাঝে কোনো সফটওয়্যার ইন্সটলেশনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজেই মনে করুন এই সমস্যা করার আগে কোন কাজটি করেছিলেন। মনে থাকলে সেটি রিমুভ করে ফেলুন।

** পিসিতে নতুন সংযুক্ত কোনো হার্ডওয়্যার কনফ্লিক্টের কারণেও এটি হতে পারে। এমতাবস্থায় হার্ডওয়্যারটি খুলে ড্রাইভার আনইন্সটল করুন।

** সিপিইউর যন্ত্রাংশে ধুলাবালি জমেও এমনি হতে পারে। তাই নিয়মিত কম্পিউটার পরিষ্কার রাখুন ও যতটা সম্ভব শুষ্ক ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

** বায়োসে সিপিইউ ফ্যানের প্রোফাইলে সমস্যার কারনেও এটা হতে পারে।হয়তো আপনার ফ্যান প্রোফাইল সাইলেন্ট করে রাখা,একারনে দরকারি হেভীওয়েট কাজের সময় সিপিইউ পর্যাপ্ত তাপ নির্গমন করতে না পেরে পিসি রিস্টার্ট নেয়।এক্ষেত্রে বায়োসে গিয়ে ফ্যান প্রোফাইল ইন্টিলিজেন্ট বা টার্বো করে দিন।

** আর ভোল্টেজ উঠানামার কথা নাহয় নতুন করে আর নাইবা বললাম।

tanbircox.blogspot.com

যেসব কাজ কখনোই করবেন না

চলন্ত অবস্থায় সিপিইউতে ঝাঁকুনি দেবেন না। এতে বিদ্যুতিক শক লাগতে পারে কিংবা হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য কম্পোনেন্টে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ঢাকনাবিহীন স্পিকার- সিভিটি অথবা ইউপিএস মনিটরের কাছাকাছি আনবেন না। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

পিসি চালু রেখে কিছু পান করবেন না বা ধুমপান করবেন না। কারণ তরল কী-বোর্ডে পড়ে যেতে পারে অথবা ধোঁয়ার ক্ষুদ্র কণিকা ঢুকে পড়তে পারে কম্পিউটারে।

জেনে রাখুন পিসির কনফিগারেশন

কম্পিউটারের যে কোনো সমস্যা আর হার্ডওয়্যারের সমস্যাতো তো বটেই সবার আগে আপনার প্রয়োজন পড়বে পিসির কনফিগারেশন অর্থাৎ প্রসেসর, র‍্যাম, মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক, সাউন্ড কার্ড, এজিপি কার্ড কোনটি কোন কোম্পানির কি মানের তা জানার। দেখা যায় যে বেশিরভাগ মানুষই অন্য কারো সহায়তা বা দোকানির পরামর্শে কম্পিউটার কেনেন এবং পরে যখন কোনো সমস্যায় পড়ে অন্য কারো দারস্থ হন তখন আর কনফিগারেশন বলতে পারেন না। এতে সমাধানকারীকে অতিরিক্ত ঝামেলায় পড়তে হয়। এই তথ্যগুলো তাই জেনে নিয়ে দরকার পড়লে লিখে রাখুন। তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাধানকারীর জন্য সমস্যার কারণ খুঁজে পাওয়াটা সহজ হয়ে যায়।

এই বেসিক কনফিগারেশনগুলো জানতে বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে জেনারেল ট্যাব থেকে জেনে নিতে পারবেন প্রসেসর, র‍্যাম ও অপারেটিং সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্য। গ্রাফিক্স বা ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে ইনফরমেশন থেকে জানতে পারবেন গ্রাফিক্সকার্ড সংক্রান্ত তথ্য। আর অনেকক্ষেত্রেই কম্পিউটার কেনার ক্যাশমেমোতেই এসব বিস্তারিত লিখা থাকে। আরেকটি কাজ করতে পারেন। কোনো অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীর সহায়তায় জেনে নিতে পারেন তথ্যগুলো। যেভাবেই যাই জানুন না কেন তা ভালোভাবে লিখে যত্নসহকারে রেখে দিন।

বিল্ট ইন

এখন প্রায় সব কম্পিউটারেই বিল্টইন কিছু না কিছু থাকেই। যেমন- এজিপি কার্ড, সাউন্ড কার্ড, ল্যান কার্ড ইত্যাদি। বিল্টইন অর্থ এই হার্ডওয়্যারটি আপনার মাদারবোর্ডে দেয়াই আছে। আপনি আলাদা না কিনে এটি দিয়েই কাজ চালাতে পারেন। কিন্তু কথায় আছে সস্তার দশ অবস্থা। কোম্পানি বা দোকানি যতই গলা ফটাক না কেন এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধিমান হবার দরকার পড়ে না যে, পারফরমেন্সে বিল্টইন হার্ডওয়্যারটি কখনই স্বতন্ত্র হার্ডওয়্যারের সমকক্ষ হতে পারে না। তবে যারা সাধারণ বা মাঝারি মানের ব্যবহারকারী তাদের জন্য বিল্টইন সাউন্ড বা এজিপি কার্ডই যথেষ্ঠ। আর বিল্টইন ল্যান কার্ড দিয়ে সমস্যা ছাড়াই কাজ চালাতে পারেন। তবে একটা কথা। যারা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট লাইন নেন তাদের সবার ল্যান কার্ডের ফিজিকাল বা ম্যাক এড্রেস কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইএসপি নিয়ে রেকর্ড করে রাখে।ফলে মাদারবোর্ডে কোনো সমস্যা হলে নেট লাইন নিয়ে বিপদে পড়বেন আপনি। এক্ষেত্রে আইএসপি'র শরণাপন্ন আপনাকে হতেই হবে। আর আলাদা ল্যানে যে বাড়তি সুবিধা একই কারণে পাবেন তা হচ্ছে এটি অন্য পিসিতে লাগিয়ে একই নেট কানেকশন কাজের সময় ব্যবহার করতে পারবেন আপনি। আর বিল্টইন সাউন্ড কার্ড বা এজিপিতে সমস্যা হলে তা বেশ বিড়ম্বনাকর। অনেকক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের উপরই চাপটা পড়ে বেশ জটিলাকার ধারণ করে। তবে মনে রাখবেন, বিল্টইন এজিপি মানেই এটি আপনার সিস্টেম থেকে র‍্যাম শেয়ার করে। তাই বিল্টইন এজিপি ব্যবহার করলে বাড়তি র‍্যাম লাগানোটাই ভালো। নাহলে সিস্টেম স্লো হয়ে যাওয়া বা হ্যাং করাসহ অনেক সমস্যাই হতে পারে আপনার।একটা সহজ পয়েন্ট উল্লেখ করি।ক্রিয়েটিভের ভালোমানের সাউন্ড কার্ডের দাম ৪০০০ টাকার উপরে,এনভিডিয়ার ৯৬০০ জিটি ১ গিগাবাইট র‍্যামবিশিষ্ট এজিপির দাম ১৫০০০ টাকা।আর সুপার-ডুপার সাউন্ড(!),১৭৫৮ মেগাবাইট পর্যন্ত এজিপি বিশিষ্ট মাদারবোর্ড আপনি ৭০০০ টাকাতেই পাবেন!!আর কিছু বলতে হবে?

পাওয়ার,পাওয়ার সাপ্লাই

কম্পিউটারের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অংশ এই পাওয়ার সাপ্লাই। এর কারণে অনেক সমস্যাই হতে পারে। ইউপিএস কেন ব্যবহার করবেন, কেন করবেন না এই নিয়ে বেশি কিছু বলব না। শুধু বলব অস্থিতিশীল ভোল্টেজ সাপ্লাই আপনার মূল্যবান হার্ডওয়্যারের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আর্থিং। ভালো আর্থিং কম্পিউটারের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। কোনো ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে আপনার আর্থিং ঠিক আছে কিনা তা চেক করে নিতে পারে। আর্থিং না থাকার কারণে অনেক সময় কোনো কোনো হার্ডওয়্যার ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে। মনিটর কাঁপতে পারে, কেসিং-এর বডি শক করতে পারে; এমনকি মাদারবোর্ড বা হার্ডডিস্কের ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে।

আরেকটি সমস্যা অনেকসময় দেখা যায়। কম্পিউটারের উপর যখন বেশি চাপ পড়ে। হাইএন্ড গেম বা এপ্লিকেশন রান করতে যায় তখন পিসি রিস্টার্ট করে। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে অপর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাই। অর্থাৎ কাজের সময় আপনার পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ডে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাইটি পরিবর্তন করতে হবে।

জানেন কি কম্পিউটারের ভেতরের যাবতীয় হার্ডওয়্যার চলে ডিসি পাওয়ারে? এসি ২২০ ভোল্ট পাওয়ারকে পাওয়ার সাপ্লাই ডিসি ৩.৫ ভোল্ট, ৫ ভোল্ট ও ১২ ভোল্টে রূপান্তর করে মাদারবোর্ডে সরবরাহ করে। ফলে সিপিইউর ভেতর যে কারেন্ট থাকে তা বিপদজনক নয়। তবে যদি পাওয়ার অন করে কখনও কাজ করতে হয় তখন খেয়াল রাখবেন যেন শর্টসার্কিট না হয় এবং আপনার পায়ে যেন শুকনা জুতা থাকে।

কিবোর্ডের কোনো বোতাম নষ্ট হলে

বিভিন্ন কারণে কিবোর্ডের নির্দিষ্ট একটি বা একাধিক বোতাম নষ্ট হতে পারে। (কি) কিন্তু সেই কির যদি বিকল্প কি না থাকে এবং - তাহলে কিবোর্ড পরিবর্তন ছাড়া কোনো গতি থাকে না। এ অবস্থায় কিবোর্ডের অন্য কোনো কি যদি ওই নষ্ট হওয়া কি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে কেমন হয়কি সফটওয়্যার দিয়ে আপনি-শার্প ! চাইলে অন্য যেকোনো কির অবস্থান পরিবর্তন করে (ম্যাপ) বিকল্প কি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ কিবোর্ডের কিটি রিম্যাপিং করে উইন্ডোজে বসাতে হবে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো কি ইচ্ছামতো পরিবর্তন বা নিষ্কিত্নয় করে রাখতে পারবেন। মাত্র ২২ ৮৫ আনজিপ করার পর)) কিলোবাইটের এই মুক্ত সফটওয়্যারটি www.randyrants.com ঠিকানার ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে নিন। সফটওয়্যারটির প্রোগ্রামিং সংকেত পাবেন www.codeplex.com/sharpkeys ঠিকানার ওয়েবসাইট থেকে। ধরি, আপনার কিবোর্ডের ব্যাকস্পেস নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি চাচ্ছেন ডানের কন্ট্রোল বোতামকে ব্যাকস্পেস হিসেবে ব্যবহার করবেন। এ জন্য সফটওয়্যারটি চালু করে অফ বাটনে ক্লিক করুন। এবার বাঁ দিকের Map this key (From key) প্যানেল ডানের কন্ট্রোল কিটি নির্বাচন করুন। এবার ডান দিকের To this key (To key) প্যানেল থেকে ব্যাকস্পেস কি নির্বাচন করুন। কি নির্বাচনের সহজ উপায় হচ্ছে প্যানেলের নিচের Type Key বাটনে ক্লিক করে ওই কি চাপলে ওই কির নাম চলে আসবে এবার ok করলেই হবে। কোনো কি নিষ্কিত্নয় করতে চাইলে ডানের সবচেয়ে ওপরে "Turn Key Off নির্বাচন করতে হবে। এবার ok বাটনে ক্লিক করলে SharpKeys-এর তালিকায় যুক্ত হবে। এভাবে আপনি আরও কি যুক্ত করতে পারেন। এখান থেকে আগের সেট করা পরিবর্তন বা মুছে ফেলতে পারেন। সবশেষে রেজিস্ট্রিতে পরিবর্তন সেট করতে Write to Registry বাটনে ক্লিক করলে একটি ম্যাসেজ আসবে। এবার কম্পিউটার নতুন করে লগইন বা রিস্টার্ট করুন। ব্যাসএবার দেখুন ! ডানেরকন্ট্রোল কি দ্বারা ব্যাকস্পেসের কাজ করুন। এভাবে আপনি আপনার ইচ্ছামতো কিবোর্ড নতুন রূপে সাজিয়েও নিতে পারেন।

tanbircox.blogspot.com

সাটা টু ইউ এস বি কনভার্টার যাদের ল্যাপটপ এর সিডি/ডিভিডি রম নষ্ট

প্রথমে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারন আমি গত কিছু দিন ধরে ইংরেজিতে অনেকের পোস্ট এ কমেন্ট করেছি কিন্তু আমি সেটা ইচ্ছে করে নাই আমার কম্পিউটার নষ্ট থাকার কারনে মোবাইল থেকে ব্রাউস করতাম তাই ইংরেজিতে কমেন্ট করেছি । যাক সেই সব কথা এখন কাজের কথায় আসি ।

আপনারা অনেকেই হয়ত ভাবছেন আমার আমার কম্পিউটার নষ্ট ছিল কেন হে আমি এখন আপনাদের সেই কথাই বলব ১ দিন আমি কম্পিউটার এ বসে নেট browse করছি আর পাশাপাশি অন্য কাজ করছি কাজ করতে করতে আমার পিসি টা স্লও হয়ে যায় তখন আমি পিসি টা রিস্টার্ট দেই রিস্টার্ট দেয়ার পর আমার পিসি তা আর চালু হয় না সুধু কাল স্ক্রীন আসে কিন্তু হার্ড ডিস্ক থেকে boot নেয় না তখন আমি বুজতে পারলাম windows এ প্রব্লেম হয়সে নতুন করে windows দিতে হবে তখন আমি মহা চিন্তায় পরলাম কারন আমার ল্যাপটপ এর সিডি রম নষ্ট তখন আমি পেন ড্রাইভ থেকে windows দেবার জন্য TT'র কয়েক টা পোস্ট দেখলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি পেন ড্রাইভ থেকে windows দিতে পারলাম না তখন আমি আর চিন্তায় পরলাম তারপর ১ দিন ১ জনের কাছে শুনলাম SATA to Usb converter এর কথা কিন্তু সেটা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না তাই ঢাকা থেকে আনতে হবে কিন্তু জাকে ঢাকা থেকে আনতে বললাম আসার সময় তার মনে নাই জার ফলে আমার পিসি টা ১২ দিন বন্ধ ছিল সেশ পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে আনলাম এবং তা লাগিয়ে আমার পিসি তে windows দিলাম । যেটার কথা আমি এতখন বললাম এটার নাম R Driver আবার Usb to sata/Ide converter নামেও পরিচিত ।এখন চলুন জেনে কি থাকে এই কনভার্টার এর সাথে

স্ক্রীন শট টি তে আপনারা দেখতে পাবেন

১। sata power cable ২। sata data cable ৩। কনভার্টার ৪। Ac power input cable ৫। এক্সট্রা cd rom বা hard disk এ পাওয়ার দেবার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই এই ৫ টি জিনিস আপনি পাবেন একসাথে এবং এটি দিয়ে এক্সট্রা সাটা অথবা IDE HDD বা সিডি rom লাগাতে পারবেন usb পোর্ট এর মাধ্যমে । এটি use এর সবচেয়ে বর সুবিধা হল এটি লাগানুর সাথে সাথেই

কম্পিউটার এ পেয়ে যায় কন ড্রাইভার এর দরকার পরেনা । আর উইন্ডোজ দেবার জন্য cd/dvd রম টি লাগিয়ে পাওয়ার অন করে সুধু bios থেকে first boot হিসাবে আপনার লাগানু এক্সট্রা সিডি রম দেখিয়ে দিন তারপর আপনার কম্পিউটার এ উইন্ডোজ কিংবা যে কন OS ইন্সটল দিন আনন্দে । আমি আজ এই ভাবে আমার ল্যাপটপ এ উইন্ডোজ দিয়েছি । তাই আমি চাই কারও জাতে আমার মত দিরঘ দিন কম্পিউটার বন্ধ রাখতে না হয় ।সবাই ভাল থাকেন।

এটির দাম ঢাকা থেকে কিনলে ৩০০/৪০০ টাকা নিতে পারে আমি কিনেছি ভৈরব থেকে ৫৫০ টাকা দিয়ে কারন ঢাকা গেলে আমার আসা যাওয়া ভারাই লাগবে ৩০০ টাকা

মাউস দিয়ে কি-বোর্ডের কাজ

হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের বিভিন্ন সমস্যার কারণে কি-বোর্ড কাজ করছে না, এমনটি হতেই পারে। এ অবস্থায় কম্পিউটারে গান শুনতে বা গেম খেলতে চাইলে তা সহজেই সম্ভব হয়, কিন্তু কোনো জরুরি কিছু লিখতে চাইলে সমস্যায় পড়তে হয়। এ সময় অনস্ক্রিন কি-বোর্ড খুবই কার্যকরী হতে পারে। অনস্ক্রিন কি-বোর্ডে মাউসের সাহায্যে লেখা যায় খুব সহজেই। মনিটরে আসা অনস্ক্রিন কি-বোর্ড চালু করতে চাইলে মাউস দিয়ে Start>All Programs>Accessories>Accessibility-তে গিয়ে On Screen Keyboard অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। তাহলেই কি-বোর্ড কাজ না করলেও অন স্ক্রিন কি-বোর্ড দিয়ে মাউসের সাহয্যে সেরে ফেলা যাবে লেখালেখির কাজ।

মজার জিনিস

১। যারা ডায়েল আপ ব্যবহার করেন তারা একটা ব্যপার নিয়ে অনেক বিরক্ত তাই না? সেটা হলো বার বার নেট কানেক্ট হয়ে যায়। সেটা ফিরাতে পারেন এভাবে-

Right click My Computer icon, choose Manage/Services and Applications/Services

এখন দান পাশে দেখুন Remote Access Auto Connection Manager Service লিখা আছে।অপনেক করে Disabled করে দিন। হয়ে যাবে।

২। অনেকে চান তার ইচ্ছা মত সময়ে কম্পিউটারটি বন্ধ হোক। তাই না? ধরেন কিছু ডাউনলোড দিয়ে ঘুমোতে গেলেন। তখন run এ যেয়ে টাইপ করুন

at 09:35 shutdown -s

(এখানে আপনার ইচ্ছা মত যেই টাইম দিবেন সেই টাইমে পিসি অফ হয়ে যাবে)

৩। আরেকটা মজার জিনিস দেখবেন?এখানে যান-

control panel > regional and language options > customize > time > এখানের AM symbol ও PM symbol এর জায়গায় আপনার নাম লিখে দিন।

এবার খেয়াল করুন টাস্কবারে ডান পাশে ঘরির সাথে আপনার নাম দেখা যাচ্ছে।

৪। Shared Documents তো অনেকের লাগে না তাই না? দেখতেও বিরক্ত লাগে? তাহলে চলেন ফু দিয়ে গায়েব করে দেই। অপেন run টাইপ regedit এখন এখানে যান -

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ My Computer \ NameSpace \ DelegateFolders

এখন {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} এটা ডিলিট করে দিন। ভালো করে খেয়াল করে ডিলিট করুন।

৫। Recycle Bin উধাউ করে দিন Desktop থেকে,প্রথমে এখানে যান-

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/explorer/Desktop/NameSpace

এখন এই নামের ফাইল টা {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} ডিলিট করে দিন।

tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত

প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

☆ http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox

☆ http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://somewhereinblog.net/tanbircox

☆ http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359 555

E-Mail: → tanbir.cox@gmail.com

Facebook: → http://facebook.com/tanbir.cox

e-books Page: → http://facebook.com/tanbir.ebooks

Web Site : → http://tanbircox.blogspot.com

I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website .

Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

My DVD Collection 4 U
Complete Solution of your Computer

আপনি যেহেতু এই লেখা পড়ছেন , তাই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞ ,কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো সম্পর্কে ভালো খারাপ বিবেচনা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আছে ...

তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ " আপনারা সামান্য একটু সময় ব্যয় করে ,শুধু এক বার নিচের লিংকে ক্লিক করে এই DVD গুলোর মধ্যে অবস্থিত বই ও সফটওয়্যার এর নাম সমূহের উপর চোখ বুলিয়ে নিন।"তাহলেই বুঝে যবেন কেন এই DVD গুলো আপনার কালেকশনে রাখা দরকার!আপনার আজকের এই ব্যয়কৃত সামান্য সময় ভবিষ্যতে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব করবে ও আপনার অনেকে সময় বাঁচিয়ে দিবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- "বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই DVD গুলোর মধ্যে দেওয়া বাংলা ও ইংলিশ বই , সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর কালেকশন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন !"

আপনি যদি বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করেন ও ভবিষ্যতেও কম্পিউটার সাথে যুক্ত থাকবেন তাহলে এই ডিভিডি গুলো আপনার অবশ্যই আপনার কালেকশনে রাখা দরকার..... কারনঃ

☆ এই ডিভিডি গুলো কোন দোকানে পাবেন না আর ইন্টারনেটেও এতো ইম্পরট্যান্ট কালেকশন একসাথে পাবেন বলে মনে হয় না।তাছাড়া এত বড় সাইজের ফাইল নেট থেকে নামানো খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।এছাড়া আপনি যেই ফাইলটা নামাবেন তা ফুল ভার্সন নাও হতে পারে ..

☆ এই ডিভিডি গুলো আপনার কালেকশনে থাকলে আপনাকে আর কোন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বা বন্ধুত্বের খাতিরে "ভাই একটু হেল্প করুন" বলে অন্যকে বিরক্ত করা লাগবে না ... ও নিজেকেও হয়রানি হতে হবে না ।

☆ এই ডিভিডি গুলোর মধ্যে অবস্থিত আমার করা ৩০০ টা বাংলা ই-বুক (pdf) ও ছোট সাইজের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনাদের জন্য বিনামূল্যে আমার সাইটে শেয়ার করে দিয়েছি । কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় সাইজের বই, টিটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার গুলো শেয়ার সাইট গুলোর সীমাবদ্ধতা ও ইন্টারনেটের স্লো আপলোড গতির জন্য শেয়ার করতে পারলাম না । তাছাড়া এই বড় ফাইল গুলো ডাউনলোড করতে গেলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের অনেক জিবি খরচ করতে হবে ... যেখানে ১ জিবি প্যাকেজ জন্য সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা তো খরচ হবে , এর সাথে সময় ও ইন্টারনেট গতিরও একটা ব্যাপার আছে। এই সব বিষয় চিন্তা করে আপনাদের জন্য এই ডিভিডি প্যাকেজ চালু করেছি ...

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো ...

আমার ডিভিডি প্যাকেজ গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুনঃ

All DVD Collection [At a Glance]: এই ডিভিডি গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারনা লাভ করার জন্য ... শুধু একবার চোখ বুলান
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html

E-Education: [মোট দুইটা ডিভিডি , সাইজ ৯ জিবি] আপনার শিক্ষাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html

Genuine Windows Collection: [মোট তিনটা ডিভিডি, সাইজ ১৩.৫ জিবি]Genuine Windows XP Service Pack 3 , Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর সাথে রয়েছে উইন্ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html

Office & Documents: All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই। যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট এডিট , কনভার্ট ও ডিজাইন করার জন্য এই ডিভিডি টি যথেষ্ট , এই ডিভিডি পেলে অফিস ও ডকুমেন্ট সম্পর্কিত যে কোন কাজে অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না... আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান...
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html

All Design , Graphics & Photo Edit Soft: [হয়ে যান সেরা ডিজাইনার]ডিজাইন ,গ্রাফিক্স ও ছবি এডিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।ভালো ও এক্সপার্ট ডিজাইনার হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই লাগবে না
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html

All Internet & Web programming Software: প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html

All Multimedia & Windows Style Software: A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit ও উইন্ডোজ কে সুন্দর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html

5000+ Mobile Applications & games:
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html

3000 +Bangla e-books Collection of best bd Writer:
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html